Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল-২০০৫

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	৭ম সংখ্যা
ছফর-রবীঃ আউয়াল	১৪২৬ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪১১ -১৪১২ বাং
এপ্রিল	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - আহলেহাদীছের সংকট মুহূর্তে সংগঠনের সাথী ভাইদের প্রতি ০৭
    -ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ইবনে শায়েখ
  - আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ সরকারের অদূরদর্শিতা ও জনগণের ধিক্কার ০৯
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ ১৪
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান ১৮
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - আমার আব্বাকে কেন গ্রেফতার করা হ'ল ২১
    -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - ইতিহাসের শিক্ষা *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ২৩
  - সন্ত্রাস ও ইসলামঃ সংবাদপত্রের ভূমিকা ২৫
    -মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
  - মিডিয়া সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয় ২৬
    -মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
  - প্রফেসর ডঃ গালিবের গ্রেফতার ও কিছু কথা ২৮
    -এস, আলম
  - প্রসঙ্গঃ সালাম *-রফীক আহমাদ* ৩১
- দিশারীঃ ৩৫
  - 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব *-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*
- কবিতাঃ ৩৭
  (১) আহলেহাদীছের ডাক
  (২) সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়ব
  (৩) স্বৈরাচারীর অত্যাচার
- সোনামণিদের পাতা ৩৮
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৯
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- পাঠকের মতামত ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০০৫

সম্পাদকীয়

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ যুগে যুগে হকপন্থী মনীষীগণের চিরন্তন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানসমৃদ্ধ অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের খ্যাতিমান রচয়িতা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** চক্রান্তকারীদের গভীর ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার হয়ে আজ কারাবরণ করছেন। তাঁর সাথে কারাবরণ করছেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর, নওদাপাড়া মাদরাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল, বয়োবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও মেহেরপুরের গাংণী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ প্রমুখ। গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় মারকায ও তৎসংলগ্ন বাসা থেকে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে তাঁদেরকে আকস্মিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতঃপর বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি যেলায় খুন, ডাকাতি ও বোমা হামলা সহ প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একের পর এক রিমাণ্ডে নিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, তাঁদের পক্ষে আইনি লড়াইয়েও বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মামলার কাগজপত্র যথাসময়ে হস্তগত না হওয়ায় আইনি প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাগজ আটকে রাখা বা প্রদানে গড়িমসি ও বিলম্ব করা হচ্ছে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছি যে, সত্যের মৃত্যু কত নির্মম, কত বেদনাদায়ক, যা মর্মে মর্মে পীড়া দেয় সত্যসেবীদের। যিনি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে বই লিখেন, সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন, ফৎওয়া দেন এসব কর্মকাণ্ডকে শরী'আত পরিপন্থী বলে, যাঁর শাণিত কলম অবিরাম গতিতে চলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও যেকোন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, অথচ তাঁকেই বানানো হ'ল এদের হোতা! কি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার! একজন প্রকৃত দেশপ্রেমীককে গলাধাক্কা দিয়ে শত্রুর সাথে মিতালী গড়েছে।

মূলতঃ এই ইতিহাস আজকের নতুন নয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ সহ হকপন্থী আলেমগণের উপরে নেমে এসেছিল এরকমই অসংখ্য মিথ্যা অপবাদ-তোহমত ও লোমহর্ষক নির্যাতন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত হ'লেন নবীগণ। তারপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ সৎ ব্যক্তিগণ' *(তিরমিযী)*। নানা অপবাদ-তোহমত ও যুলুম-নির্যাতন করেও সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে যেনার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। ইসলামের সোনালী যুগের তিন তিনজন মহান খলীফা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন এইসব চক্রান্তকারী চরমপন্থীদের হাতেই। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে *(৮০-১৫০ হিঃ)* ক্বাযীর পদ গ্রহণ না করায় কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং অবশেষে জেলখানাতেই বিষপানের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে *(৯৩-১৭৯ হিঃ)* 'নিকাহে মুত'আ' বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ ফৎওয়া না দেওয়ার কারণে উটের পিঠে উল্টো করে বেঁধে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে *(১৫০-২০৪ হিঃ)* হকের উপর দৃঢ় থাকার কারণে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়েছিল। দশ লক্ষ হাদীছের হাফেয, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তায, বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে *(১৬৪-২৪১ হিঃ)* কুরআন সম্পর্কিত বিশুদ্ধ আক্বীদায় দৃঢ় থাকার কারণে জনসমক্ষে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় দীর্ঘ এক যুগ তিনি কারাবরণ করেছিলেন। তাঁরই ছাত্র আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে *(১৯৪-২৫৬ হিঃ)* দেশ ছাড়তে হয়েছিল। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র অগ্রসৈনিক, জগদ্বিখ্যাত মুজাদ্দিদ, প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থের অমর রচয়িতা ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-কে *(৬৬১-৭২৮ হিঃ)* শিরক-বিদ'আত ও যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে দৃঢ় অবস্থানের কারণে আট বার জেল খাটতে হয়েছিল। অবশেষে একটানা আড়াই বছর জেলখানায় থাকাবস্থায় সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইবনে তায়মিয়ার প্রায় ৮০০ বৎসর পরে এসে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, রিজাল শাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা, দুই শতাধিক গ্রন্থের অমর রচয়িতা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-কেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের জীবনেও নেমে এসেছিল এরকম অসংখ্য নির্যাতন। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলীর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিরোধী 'জিহাদ আন্দোলনে'র রক্তস্নাত ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। দু'শত বাইশ খানা গ্রন্থের খ্যাতনামা প্রণেতা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর *(১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ)* উপরেও তৎকালীন ষড়যন্ত্রকারীরা কম নির্যাতন করেনি। এমনকি দেশের পত্র-পত্রিকা সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় শেষ পর্যন্ত তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক মাওলানা আকরম খাঁ *(১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ)* দেশ ও জাতির স্বার্থে শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেও জেল-যুলুম থেকে রেহাই পাননি। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় বীর সেনানী, অমর সাহিত্যিক আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)ও *(১৯০০-১৯৬০ খৃঃ)* শত্রুদের চক্রান্তের শিকার হয়ে ১৯২৮-২৯ সালে এক বৎসর এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছয় মাস মোট দেড় বছর কারারুদ্ধ জীবন যাপন করেছিলেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী ও সাথী ভাইগণ! উপরোক্ত ঘটনাগুলির স্মৃতি রোমন্থন করে আমরা বলতে পারি যে, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর পূর্বসূরীদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেন। তাঁর এই গ্রেফতারের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাধাসঙ্কুল ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায় রচিত হ'ল। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি করবেন ইনশাআল্লাহ। অপরদিকে চক্রান্তকারীরা যুগ যুগ ধরেই ঘৃণিত ও ধিকৃত হ'তে থাকবে। যারা আহলেহাদীছ আন্দোলনের মত একটি স্বচ্ছ ও অহি ভিত্তিক নির্ভেজাল আন্দোলনের সাথে মোনাফেকী করবে তাদের নামও ইতিহাসে মীরজাফরদের কাতারেই লিপিবদ্ধ হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কর্মীদের হতাশ হওয়া বা ভেঙ্গে পড়ার কোন অবকাশ নেই। বরং মনোবল দৃঢ় করে সমগ্র আহলেহাদীছ জামা'আতকে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে কাজ করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে আহলেহাদীছ জামা'আতের জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ কোন জাতিকে পসন্দ করেন তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে উক্ত পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে যে অসন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন' *(তিরমিযী)*। অতএব আমাদেরকে এ পরীক্ষায় ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে উত্তীর্ণ হ'তে হবে।

পরিশেষে সরকার কোন মহল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে হউক, আর যে কারণেই হোক 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নির্দোষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে যে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল নাগরিক আজ দারুণভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। এটা নিশ্চয়ই সরকারের জন্য কল্যাণকর নয়। এক্ষণে দেশের স্বার্থে ঐ ভুল সিদ্ধান্ত থেকে দ্রুত ফিরে আসার জন্য আমরা সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং জোর দাবী জানাচ্ছি মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির। সেই সাথে দেশের আলেম-উলামাদের উপর অযথা হয়রানি বন্ধ করারও জোর দাবী জানাচ্ছি। অন্যথায় ইসলামপ্রিয় জনতার মাঝে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে তা এক সময় উদ্গিরণ হবেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

প্রবন্ধ

আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?

(حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لِمَا هِيَ؟)

ইসলামের স্বচ্ছ কিরণমালার উপরে অনৈসলামী চিন্তাধারার কালো মেঘ যুগে যুগে ঘনায়িত হয়েছে। কখনো সে আলো সম্পূর্ণ বাধামুক্ত পরিবেশে মানুষের মাঝে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে এনেছে। কখনও বা জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিশ্রায় মেঘে ঢাকা সূর্যের মত তার স্বচ্ছ কিরণ মানুষের নিকটে আপন স্বরূপে প্রকাশ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বুভুক্ষ মানবতা চিরদিন তা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা যারা তার যথাযথ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে 'মুসলিম' হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম। সাথে সাথে জগদ্ব্যাপী আমাদের উচ্চ সম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেই আমরাই ইসলামের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী গাদ্দারী করেছি। ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রিত করেছি। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে মনের মত করে নিয়েছি। ফলে নিজেরা পেয়ে হারিয়েছি। অন্যকে দিতেও অপারগ হয়েছি।

বলতে কি ইসলামের প্রথম যুগ হতেই তার বিরুদ্ধে ভিতর ও বাহির সকল দিক থেকে হামলা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন অনৈসলামী চিন্তাধারা ও বিজাতীয় রসম-রেওয়াজ সমূহকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসার ঘটাবার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। যুগে যুগে বহু মুসলমান তার দ্বারা বিভ্রান্তও হয়েছে। রাসূলে করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে মুনাফিকদের কপট আচরণ ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে তাদের অপতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকার নও-মুসলিমদের দ্বারা আমদানীকৃত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল সমূহের উদ্ভব আমাদেরকে উক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ'আতী দলগুলি থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য হক্বপন্থী মুসলমানগণ সেই যুগে নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' হিসাবে পরিচিত করেছিলেন। তাঁরা মুসলিম সমাজকে যাবতীয় অনৈসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি হ'তে বিমুক্ত রাখার জন্য জীবনপাত করে গেছেন। যুগে যুগে তাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। মুসলিম মিল্লাতকে কিতাব ও সুন্নাতের মূল ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের সকল শ্রম নিয়োজিত করেছেন। সত্য কথা বলতেকি একমাত্র এঁদেরই নিঃস্বার্থ খিদমত ও আন্দোলনের ফলেই বিদ'আতপন্থীদের হাতে ইসলাম আজও সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হতে পারেনি। এঁদের ঘরে আজও তাওহীদ ও সুন্নাহ প্রাণবন্ত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাঃ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের সময়ে পৃথিবীর যে করুণ অবস্থা ছিল, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি তা থেকে কোন অংশে কম নয়। সে কারণে বিশ্বের বর্তমান বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে মানবতা যখন চরমভাবে মার খাচ্ছে, বস্তুবাদী দর্শনসমূহ তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে যখন ক্রমেই ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে এবং সারা বিশ্ব যখন একটি শান্তিময় আদর্শের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে, সেই মুহূর্তে ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ সকলের সম্মুখে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের যোগ্য অনুসারীগণকে তাই আজ তাদের চিরন্তন জিহাদী ঐতিহ্য স্মরণ করে চরম ত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে ও বিদেশে দা'ওয়াত ও তাবলীগের জোয়ার বইয়ে দিয়ে মানুষকে মূল ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পরিশেষে আমরা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান বিশেষ করে যুব সমাজকে অন্যান্য সকল দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হওয়ার এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আহলেহাদীছঃ অন্যদের দৃষ্টিতে

(أهل الحديث عند غير المسلم)

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেনঃ **AHL-I-HADITH:** The followers of the prophetic traditions, Who profess to hold the same view as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taklid'... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims.

The Ahle hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. Emphasis is accordingly laid in particular on the reassertion of 'Tawhid' and the denial of occult powers and knowledge of the hidden things (Ilm-al-ghayb) to any of his creature. This involves a rejection of the miraculous powers of Saints and of the exaggerated veneration paid to

them. They also make every effort to eradicate customs either to innovation (bid'a) or to hindu or non-Islamic systems.

In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the 'wahhabis' of Arabia and as a matter of fact their adversaries often nickname them wahhabies.

অর্থাৎ 'আহলেহাদীছ' বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলেহাদীছ বা আছহাবে হাদীছদের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীত)। যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না...। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বা worthy guide বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান। তারা স্রষ্টার কোন সৃষ্টিকে অলৌকিক শক্তি অথবা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে স্বীকার করেন না। সে কারণে কোন আউলিয়া বা সাধু ব্যক্তির প্রতি তারা কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না। তারা মুসলিম সমাজে সৃষ্ট কোন বিদ'আত (ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন নতুন বস্তু) কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যে কোন অনৈসলামী রীতি-নীতি সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহ আরবের ওয়াহ্হাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সত্য বলতে কি তাদের বিরোধীরা এ কারণেই তাদেরকে কখনো কখনো 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম করে থাকে'।[৫২]

প্রশ্নোত্তর

(اَلْأَسْئِلَةُ وَ الْأَجْوِبَةُ)

১নং প্রশ্নঃ ইসলামী আন্দোলন না বলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বলার পিছনে যুক্তি কি?

উত্তরঃ ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শী'আ, সুন্নী, শিরকী, বিদ'আতী সকল মত ও পথের মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের নামে যে কোন দলে শরীক হতে পারেন। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা। যেখানে শিরক ও বিদ'আত বর্জিত প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলমানই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ** আহলেহাদীছ আন্দোলনে মানব রচিত মতবাদের অনুসারী রায়পন্থী কোন মুসলমানের অংশগ্রহণের অবকাশ নেই। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আহলেহাদীছ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছেই পাওয়া সম্ভব, অন্য কোথাও নয়। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

২নং প্রশ্নঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বিপরীতে আহলেহাদীছ-এর নামে আন্দোলন চালানো বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর নামান্তর নয় কি?

উত্তরঃ দেশে ঐক্যের শ্লোগান আছে। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য বলে বাস্তবে কিছুই নেই। এর কারণ যারা ঐক্যের কথা বলেন তারা বৃহত্তর ঐক্যের কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি দিতে পারেননি। ফলে ইসলামী আন্দোলনের নামে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার নামে দেশে অসংখ্য ইসলামী দলের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাজনীতির নামে অসংখ্য দল ও উপদল। অথচ এগুলিকে কেউ ফাটল বলেন না। বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে এগুলিকে প্রশংসাই করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সকল দল ও মতের মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই 'বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের' একমাত্র প্লাটফরম বলা যেতে পারে- যেখানে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম ঐক্যের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল এই যে, সংখ্যা কখনই সত্যের মাপকাঠি নয়। মুসলমানকে সংখ্যাপূজারী হতে পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে *(আন'আম ১১৬)*। বরং সংখ্যায় কম-বেশী যাই-ই হৌক, সর্বাবস্থায় হক্ব-এর অনুসরণে তাকে আপোষহীন থাকতে হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই মুসলমানগণ অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই বিশ্বাসকেই বাস্তবায়িত করতে চায় মাত্র। অধিকাংশ লোক চিরকাল হক্ব-এর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজও করবে। তাই বলে কি সংখ্যাগুরুর নিন্দাবাদের ভয়ে সংখ্যালঘু সত্যসেবীগণ হক্ব-এর দা'ওয়াত পরিত্যাগ করে বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যাবেন? অতএব বৃহত্তর ইস্যুতে বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়টি দেখার সাথে সাথে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী হক্বপন্থীদের সাথে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার *(তাওবাহ ১১৯)* বিষয়টিও স্মরণে রাখতে হবে।

৩নং প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব কি? যদি না হয়, তাহলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার যে দাবী আহলেহাদীছগণ করে থাকেন, তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

উত্তরঃ কাউকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর সকল মুসলিম অঞ্চলে এমনকি ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরাহ্তেও আহলেহাদীছগণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হিজরীতে

৫২. *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, লাইডেন, ব্রীল ১৯৬০, ১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।*

আহলেহাদীছগণ দক্ষিণ ভারতের গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন। পুনরায় যে আল্লাহ পাক তাদের হাতে সে ক্ষমতা দিবেন না, এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? স্মর্তব্য যে, আমাদের উপরে ফরয হ'লঃ দ্বীনের দা'ওয়াত দেওয়া এবং তাকে সর্বত্র বিজয়ী করার চেষ্টা করা। অবশ্য দা'ওয়াত কবুল হ'লে তার বিনিময়ে আল্লাহ দ্বীনকে যেকোন উপায়ে শাসন ক্ষমতায় বসাতে পারেন।

৪নং প্রশ্নঃ রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে প্রথমে রাষ্ট্র কায়েম করেন। অতঃপর ইসলাম কায়েম করেন।

উত্তরঃ কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। ইসলাম মানুষের জন্য স্বভাবধর্ম। তা কখনোই রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। মুসলমান সর্বাবস্থায় সে চেষ্টা করে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়া অসম্ভব- এই ধারনাটাই বা সার্বিকভাবে কতটুকু বাস্তব সম্মত? ইসলামের ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক আইনের কতগুলি মৌলিক ধারা যেমন খুনের বদলে খুন, চোরের হাত কাটা, ব্যাভিচারীর দণ্ড প্রদান, সূদী লেনদেন সরকারীভাবে বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। যে কোন মুসলিম শাসকই এগুলি করতে বাধ্য। না করলে তিনি এজন্য আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী হবেন। সাধারণ মুসলমানগণ ও ইসলামী সংগঠন সমূহ শাসন কর্তৃপক্ষকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং নিজেরা সাধ্যমত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টা করবেন। জনমত পক্ষে এনে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান জারি করতে সচেষ্ট হবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, সংখ্যাগুরু হৌক বা সংখ্যালঘু হৌক সকল অবস্থায় সকল দেশে মুসলমানকে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এজন্য সর্বত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক পূর্বশর্ত নয় এবং তা কখনো সম্ভবও নয়। আল্লাহ পাক কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তাছাড়া 'উচ্চাভিলাষী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ৮৩)*।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতিতে 'আল্লাহ্‌ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। বাংলাদেশী রাজনীতিতে 'দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত'। ইসলামী রাজনীতিতে 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত'। দুঃখের বিষয়, এদেশে যারা এমনকি ইসলামী আন্দোলনের নামে রাজনীতি করে থাকেন, তারাও বৃটিশ প্রবর্তিত গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'-এই মতবাদে বিশ্বাসী। আর সে কারণেই তারা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকেন যে, 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক'।[৫৩] হক্ব-নাহক্ব কোন ব্যাপার নয়, সংখ্যায় বেশী হ'লেই হ'ল। অথচ আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ইসলামের নামে অর্জিত সুন্নী প্রধান পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হ'লেন শী'আ এবং আইনমন্ত্রী যাফরুল্লাহ খান হ'লেন অমুসলিম ক্বাদিয়ানী। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তো এভাবেই কার্যকর হয়।

চতুর্থতঃ আজকাল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে জোট করাকে রাসূলের 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'-র সঙ্গে তুলনা করছেন, অথচ রাসূল সেদিন তাগূতী কোন বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি। কেবল নিজের নামের শেষে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে সন্ধি করেছিলেন। অথচ ইসলামী নেতাগণ সরকারের পার্টনার হয়ে অসংখ্য ত্বাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করে ভবিষ্যতের জন্য ইসলামী আন্দোলনের পথ বাধাগ্রস্ত করে চলেছেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে তোহমত দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

বলা বাহুল্য, প্রচলিত এই শিরকী রাজনীতির সঙ্গে আপোষ নয়; বরং জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে একে পরিবর্তন করাই আমাদের রাজনীতি।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ দু'টি বিষয়কে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। ১মঃ আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট ওযর পেশ করা। ২য়ঃ হঠকারী বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্য দলীল কায়েম করা, যেন 'দাওয়াত পায়নি' বলে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের কোনরূপ ওযর পেশ করার সুযোগ না থাকে।

আর দু'টি বিষয়কে তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপরে ছেড়ে দেন। তিনি চাইলে সে দু'টি তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করবেন, চাইলে দেরীতে করবেন। **একটি হ'লঃ** মানুষের হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া। **দ্বিতীয়টি হ'লঃ** তাঁর প্রেরিত দ্বীনকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। উক্ত দু'টি বিষয় অর্জনের জন্য ইসলাম প্রদত্ত সমাজ বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণে জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনে সদা সচেষ্ট থাকা যরূরী কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। কারণ সরকার পরিবর্তনের চেয়ে নবীগণ সমাজ পরিবর্তনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরাও নবীদের সেই তরীক্বায় চলতে চাই। কেননা সমাজ পরিবর্তন ব্যতীত সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর কোনভাবে সম্ভব হ'লেও তা সমাজে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। যেমন সক্ষম হয়নি ভারতে প্রায় সাড়ে ছয়শো বছরের মুসলিম শাসন এবং বাংলাদেশে ১৯০ বছরের খৃষ্টান ইংরেজ শাসন।

---

৫৩. দ্রষ্টব্যঃ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম প্রশ্নোত্তর (ঢাকাঃ গ্রন্থমালা ১৯৯৮) পৃঃ ১৮২।।

Contents

৫নং প্রশ্নঃ ইসলামী আন্দোলনের নামে যতগুলি দল কাজ করছে, তারা সবাই ঠিক। অতএব যেকোন একটি দলে যোগ দিলেই তো চলে।

উত্তরঃ আমরা বিশ্বাস করি কোন ব্যাপারে 'ঠিক' একটাই হয়, একাধিক নয়। আমরা বিশ্বাস করি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই একমাত্র ঠিক, বাকী সবই বেঠিক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন থেকে সরিয়ে ভেজাল আন্দোলন সমূহে নেওয়ার জন্যই বর্তমানে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'-এর ধোঁকা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

৬নং প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ-এর রাজনৈতিক দর্শন কি?

উত্তরঃ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালিত করা।

৭নং প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ-এর নিকটে দেশের আইন রচনার মূলনীতি সমূহ কি কি?

উত্তরঃ (১) আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে মেনে নেওয়া (২) আল্লাহ্র বিধানকে অভ্রান্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা (৪) অস্পষ্ট বিষয়গুলিতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার আলোকে 'ইজতিহাদ' করা (৫) মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণের উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করা।

৮নং প্রশ্নঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

৯নং প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি কি?

উত্তরঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টি (১) আল্লাহ্র পথে দাওয়াত (২) আল্লাহ বিরোধীদের সাথে জিহাদ। এই জিহাদ হবে জান, মাল, সময়, শ্রম, কথা, কলম ও সংগঠন তথা সর্বাত্মকভাবে বৈধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এক কথায় **আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টিঃ দাওয়াত ও জিহাদ।**

১০নং প্রশ্নঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেমন সমাজ চায়?

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

আল্লাহ পাক সকল মুসলিম ভাই-বোনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

এক নযরে আহলেহাদীছ

(أَهْلُ الْحَدِيْثِ فِيْ لَمْحَةٍ)

১. আহলেহাদীছ কে? (أَهْلُ الْحَدِيْثِ مَنْ هُوَ؟)

ইহা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তির নাম।

الَّذِيْ يَتَّبِعُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ الصَّحِيْحَةَ بِلاَ شَرْطِ التَّقْلِيْدِ الْجَامِدِ -

২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি? (حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مَا هِيَ؟)

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

هَذِهِ حَرَكَةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ خَالِصَةٌ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا الَّتِي تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন? (حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لِمَا هِيَ؟)

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীক্বার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

هَذِهِ الْحَرَكَةُ السَّلَفِيَّةُ مُهِمَّةٌ جِداً لِإِهْدَاءِ النَّاسِ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ وَ لِإِرْجَاعِهِمْ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَ الْآرَاءِ الْمُحْدَثَةِ-

আমাদের আহ্বান (دَعْوَتُنَا)ঃ

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

نَرْجُو أَنْ نُقِيْمَ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلاَمِيَّ الْخَالِصَ الَّذِيْ لاَ تَلْبِسُ مَعَهُ الْآرَاءُ الْأَجْنَبِيَّةُ بِاسْمِ الْعَصَرِيَّةِ وَ لاَ يَلْبِسُ مَعَهُ تَعَصُّبُ الْمَذْهَبِيِّ الْمُرَوَّجُ بِاسْمِ الْإِسْلاَمِ -

*****

আহলেহাদীছের সংকট মুহূর্তে সংগঠনের সাথী ভাইদের প্রতি

*ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ইবনে শায়েখ**

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই আহলেহাদীছগণ সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক পথ অবলম্বন করে আসছেন। আবেগে আপ্লুত বা ক্রোধে তাড়িত হয়ে কখনো অনাহূত সমস্যা সৃষ্টি করেননি। বিভিন্ন ফের্কার নানা মতের বিক্ষিপ্ত ঝড়ের মোকাবিলায় তাঁরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরে সরকার ও জনগণকে আলোকিত ও কল্যাণকর পথ দেখিয়ে এসেছেন।

তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর শাহাদতকে আহলেহাদীছগণ ইতিহাসের নিকৃষ্ট ঘটনা ও বর্বরতম হত্যাকাণ্ড বলে মনে করেন। চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) ও আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবস্থান ইনসাফপূর্ণ। হুসাইন (রাঃ) ও ইয়াযীদের মধ্যে বিরোধের যের ধরে হুসাইন (রাঃ)-এর করুণ শাহাদতের ঐতিহাসিক মূল্যায়নও তাঁরা যথার্থভাবে করেছেন। আহলেহাদীছগণ খারেজীদের ন্যায় অতি পরহেযগারীর বেশ ধরে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফৎওয়া আরোপ করে বিদ্রোহ করা ও রক্তপাত ঘটিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাকে কখনই সমর্থন করেন না। আবার শী'আ ও রাফেযীদের মত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ জাল করে শুধুমাত্র নিজেদের ধারণাপ্রসূত বিশেষ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী করার জন্য পথ অবলম্বন করা ও অপরকে অযোগ্য ও ঘৃণিত মনে করাকেও বৈধ মনে করেন না। অপরদিকে জাবরিয়াদের মত চুপচাপও নন এবং চাটুকারিতাও তাঁরা পসন্দ করেন না। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ও আপোষহীন; আবার সংযত, বিশৃঙ্খলা বিরোধী, স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী ও সুপরামর্শ দানকারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি সংস্কার, সমাজ সংস্কার তাদের বিশেষ কর্তব্য। সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা তাদের নীতি। যে সরকার ইসলামের যত কাছে আহলেহাদীছগণ তাদের তত নিকটে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে যেমন দেশ রক্ষা তেমনি পরাধীনতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামেও আহলেহাদীছগণ যুগে যুগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। আগ্রাসী তাঁতারীদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮) ও তাঁর সাথীগণের বিরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই উপমহাদেশে ইংরেজ ও শিখ দখলদারদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের সংগ্রামী নেতৃত্ব ঐতিহাসিক সত্য। যুগে যুগে দেশ ও জাতির জন্য তাদের ত্যাগের পিছনে পার্থিব কোন লোভ-লালসা বা ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কাজ করেনি। নির্লোভ এ জামা'আত যতটা সম্ভব ত্যাগ দিয়ে গেছে, ভোগের চিন্তা করেনি। দায়িত্ব পালনকে তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিলাসিতার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, ক্ষমতাশীল নেতৃবর্গ অদূরদর্শীতাবশতঃ কিংবা হিংসুক ও নিন্দুকের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কালে যুগের এ সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানদের উপর অকারণে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। যেমন-

মিসরের তৎকালীন শাসক নিজের স্ত্রীর চারিত্রিক দোষ সমাজের কাছে গোপন রাখার জন্য ইউসুফ (আঃ)-কে দীর্ঘদিন কারাগারে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনিই আবার সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আব্বাসীয় শাসনামলে ক্বাযীর পদ না নেওয়ায় যেন তেন অজুহাতে জেলে পুরে নির্যাতন করা হয়েছিল। এমনকি অবশেষে বিষপানে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে ভুল ফৎওয়া দানে বাধ্য করতে না পেরে তৎকালীন শাসক দৈহিক শাস্তি দিয়ে গাধার পিঠে উল্টো করে বসিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে অপমান করেছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে সঠিক আক্বীদা থেকে সরাতে না পেরে আব্বাসী শাসক মামূনুর রশীদ জেলে রেখে নির্মমভাবে শাস্তি দিয়েছিল। সুদীর্ঘ তিন তিনটি শাসকের আমলে তাঁকে সবেত কারাভোগ করতে হয়েছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) সমকালীন সরকারের সহযোগী বীর সেনানী হওয়া সত্ত্বেও শুধু কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বক্তব্য রাখার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলভীদের কুমন্ত্রণার ফলে তাঁকে আট বার কারাবরণ করতে হয়েছে।

শায়েখ আহমাদ সারহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ) তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর কায়েম থাকার কারণে এবং শিরক-বিদ'আত ও শাসকদের ধর্ম বিকৃতির বিরোধিতা করায় তাঁকে বাদশাহ আকবর ও তৎপুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর বছরের পর বছর কারাগারে আটক রেখেছে।

এই উপমহাদেশেও আহলেহাদীছদেরকে 'ওহাবী' খেতাব দিয়ে ইংরেজ ও তাদের দোষররা জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পদ বাজেয়াফত ও দীপান্তরিত করা সহ এমন কোন অত্যাচার নাই যা করেনি।

আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম ফায়ছালায় এই মযলুম মনীষীগণ যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের অকপট ভালবাসা ও

* ভারপ্রাপ্ত আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

প্রাণঢালা দো'আ পেয়ে যাচ্ছেন এবং ইতিহাসও তাদেরকে যুগের পর যুগ স্মরণ করছে গভীর শ্রদ্ধার সাথে। অপরদিকে ক্ষমতাদর্পী যালিম শাসকরা হয়েছেন কঠোর সমালোচিত ও অভিশপ্ত আর ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ঘৃণিত তালিকায়।

এবার এসেছে বাংলাদেশের আহলেহাদীছগণের উপর জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের ডাহা মিথ্যা অপবাদ। বেশ কিছুদিন যাবৎ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করে আসছিলাম যে, কে বা কারা কিছু সংখ্যক অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত আবেগপ্রবণ, ক্রোধতাড়িত, কোমলমতি অপরিণামদর্শী তরুণদের জিহাদের নামে বিভ্রান্ত করে দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে আসছে। আমাদের সভা-সম্মেলন সেমিনার ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এর অশুভ পরিণতির ব্যাপারে দেশ জাতি ও সরকারকে সতর্ক করতে ত্রুটি করা হয়নি।

কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করে সময় মত সাড়া দেয়নি বা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বহুল আলোচিত কথিত সত্যিকার চরমপন্থীদের থামানোর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং মঙ্গলবার দিবাগত রাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, তেইশের অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা, গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি, অনলবর্ষী বাগ্মী, সমাজসেবক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সরকারী প্রশাসন কৌশলে থানায় নিয়ে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখায়। সাথে গ্রেফতার করা হয় বয়োবৃদ্ধ প্রখ্যাত আলেম সংগঠনের নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে।

গ্রেফতারের পর বহু কৌশল করে, অণুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে খুঁজে দেশের আনাচে-কানাচে হাতিয়ে খুন, ডাকাতি ও বোমাবাজীর মত প্রায় ডজন খানেক মামলা সংগ্রহ করে তাদের উপর চাপিয়ে যুগের জঘন্যতম পুলিশি কেলেংকারীর মহড়া দেওয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসার নামে দফায় দফায় দীর্ঘ দিনের রিমাণ্ডে নিয়ে তাদেরকে করা হচ্ছে সার্বিক নির্যাতন। কথিত 'জামাআতুল মুজাহিদীন' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'র সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একাকার করে প্রচার করার মাধ্যমে এ সংগঠনের সদস্যদেরকে বেকায়দায় ফেলা হচ্ছে। কথিত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনদ্বয়ের নেতা হিসাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। ঐ ধূর্তদের মধ্যে অনেকেই নাকি তাদের জবানবন্দীতে নেতা হিসাবে তাঁর নাম বলেছে এমন হাস্যকর নির্জলা মিথ্যাও বাজারে ছড়ানো হচ্ছে। আবার চিহ্নিত কিছু ইসলাম ও দেশবিরোধী পত্রিকা এ ব্যাপারে পালন করে যাচ্ছে তাদের স্বভাবসুলভ জঘন্য ও হিংস্র ভূমিকা। সাথে সাথে দু'একজন কথিত আহলেহাদীছ নামধারী কুচক্রীও যে এক্ষেত্রে মদদ যোগাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। অথচ মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে এ জাতীয় ব্যক্তি ও কর্মকাণ্ডের চরম বিরোধী তার ডজন ডজন জাজ্বল্যমান প্রমাণ যেকোন মুহূর্তে উপস্থাপন করা সম্ভব। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার বা অব্যবস্থাপনার স্বীকার আজ আহলেহাদীছ আন্দোলন ও এর নেতৃবৃন্দ। তা না হ'লে সত্যিকার অপরাধী কে বা কারা? আর শাস্তি পাচ্ছেন কারা? দেশের মুসলিম জনতা ও বিশেষভাবে প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ এ হঠকারী কাণ্ডে হতবাক! কিন্তু বিস্মিত হয়ে নির্বাক বসে না থেকে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা এ আন্দোলনের আপোষহীন ঐতিহাসিক মঞ্চের দিকে লক্ষ্য রেখে বাধাহীন চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। তাই আহলেহাদীছ সাথী ভাইদের প্রতি এ মুহূর্তে কিছু করণীয় উপস্থাপিত হ'লঃ

❒ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে 'আন্দোলনের' ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

❒ আমাদের বন্দী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের জন্য দো'আ করতে হবে ও তাঁদের পরিবারবর্গের খোঁজ-খবর নিতে হবে।

❒ ধৈর্য, সাহস ও বুদ্ধিমত্ত্বার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে এবং সকল ত্যাগ, দুঃখ-কষ্ট ও অপমানের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে।

❒ প্রশাসন, রাজনীতি ও প্রচার মাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে এবং ভুল ভাঙ্গাতে হবে। এটাও বুঝাতে হবে যে, আমরা যেমন জঙ্গী-সন্ত্রাসী-চরমপন্থী নই, তেমনি কারো ধামাধরা ও অনুগামী নই। আমরা স্বাধীন দেশের সুনাগরিক। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানোর নাগরিক অধিকার সাংবিধানিকভাবেই আমাদের রয়েছে। যেমন রয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির। আমাদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার হরণ করার ক্ষমতা

কাউকে দেওয়া হয়নি।

❒ সকল পরিস্থিতিতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে।

❒ আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় দিক থেকেই আমরা নির্দোষ এবং দেশ ও জাতি, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণই আমাদের মৌলিক প্রত্যাশা। আমাদের মানসিক শক্তি অত্যন্ত দৃঢ়। অতএব আমাদের আতংকিত হবার বা ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা নিশ্চিতভাবেই দৃঢ় আশা পোষণ করছি যে, খুব শীঘ্রই সরকার, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সবার ভুল ভেঙ্গে যাবে, আর আমাদেরকে যতটা হয়রানি করা হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ বেশী মর্যাদা পাব ইনশাআল্লাহ।

❒ আমীরে জামা'আত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী বিভিন্ন বৈধ পন্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে জোরদার করতে হবে। আইন-আদালত, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, ওয়াল রাইটিং, সাংবাদিক সম্মেলন, সভা-সম্মেলন, সেমিনার, বক্তৃতা, খোৎবা, মিছিল, আরো অন্যান্য প্রক্রিয়ায় আমাদের মহৎ কাজের স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও দ্বিধাহীনতা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যাতে করে হিংসুক, নিন্দুক, মিথ্যুক, অপপ্রচারক ও সুযোগ সন্ধানীরা অতি দ্রুত ম্লান হয়ে যায় ও নিজেদের অপকর্মের জালে নিজেরাই পেচিয়ে যায়। ঐ যে পবিত্র কুরআনে ধ্বনিত হয়েছে, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا। 'বলুন! সত্য সমাগত ও মিথ্যা অপসৃত আর মিথ্যা অপসৃত হওয়ারই বস্তু' *(বনী ইসরাঈল ৮১)*।

❒ মনে রাখতে হবে নেতৃত্ব ও সংগঠনের উপর অনাহুত অত্যাচার আসলেই এর ঐতিহাসিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে তা কখনও নয়। পথিমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া বা মিলিয়ে যাওয়ার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্ম হয়নি, বরং পরীক্ষার মাধ্যমেই কাজের পরিধি, শক্তি ও গতি বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মীরা যোগ্য থেকে যোগ্যতর হবে। আর নেতৃত্ব বৃহত্তর লীডারশীপের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

❒ মনে রাখতে হবে সচেতন ও সচল কর্মী বাহিনীর কাছে মুক্ত নেতার চাইতে বন্দী নেতা কম আবেদনময়ী ও কম শক্তিশালী নন।

❒ পরিশেষে এ মুহূর্তে মামলা-মোকদ্দমা ও আইন-আদালত সংক্রান্ত বহুমুখী ঝামেলা সামাল দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশ, জাতি ও দ্বীনের খাদেম, মিথ্যা মামলায় বন্দী আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের মুক্তি ও জামা'আতের কাজের গতিশীলতার জন্য উদার হাতে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ সরকারের অদূরদর্শিতা ও জনগণের ধিক্কার

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের ঘটনা প্রবাহ নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে দেশবাসীকে। সচেতন দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হেনেছে জোট সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত। যারপর নেই মর্মাহত হয়েছে দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল নাগরিক। বাংলাদেশ কি তাহ'লে সত্যিই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র? এই সরকারের শুরু থেকেই যারা দেশে-বিদেশে সভা-সমিতি সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে অত্যন্ত রাখ-ঢাকের সাথে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে, যারা এদেশকে একটি মৌলবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে পরিচিত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, তবে কি তাদেরই বিজয় সুনিশ্চিত হ'ল? এরপর কি হবে? ইরাক বা আফগানিস্তানের মত ভাগ্য বরণ করতে হবে না তো? এরকম হাযারো প্রশ্ন উঁকি-ঝুকি মারছে সাধারণ মানুষের মনে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে অবশেষে দেশ বিরোধী চক্রের পাতা ফাঁদেই পা দিয়েছে সরকার এবং পরিণামে সর্বনাশ ডেকে এনেছে নিজেদের। বিশ্ব মোড়লদের নিকটে তাদের এই অনাকাংখিত নতি স্বীকার নিঃসন্দেহে এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কেননা যারা জাতিগত শত্রু তারা কোন দিন বন্ধু হয় না এটাই যুগ-যুগান্তর ধরে ইতিহাসের শিক্ষা। আজকের মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির মূল কারণও এ জাতিগত শত্রুতা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অধিবাসীদের অধিকাংশ ইহুদী-খৃষ্টান হ'লে এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রের কল-কব্জা থাকলে সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি বিরাজ করত না। মুশকিল হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে রয়েছে প্রচুর সম্পদ। আবার এর মালিক-মহাজনরাও মুসলমান, কাজেই যে করেই হোক ঐ সম্পদ আমাদের চাই। আজকের আধুনিক ইরাকের ধ্বংস্তূপে দাঁড়িয়ে আমরা কি এ শিক্ষা লাভ করতে পারি না? বছরের পর বছর তদন্ত করেও যেখানে রাসায়নিক অস্ত্রের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেল না অথচ এই মিথ্যা অভিযোগেই আস্ত ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হ'ল। সারা পৃথিবী এমনকি খোদ আমেরিকা-বৃটেনের মাটিতেও স্মরণকালের বৃহত্তম মিছিল-সমাবেশ করে ইরাক হামলার নিন্দা জানালেও রক্তপিপাসু কুখ্যাত বুশ-ব্লেয়ার বিরত হ'ল না। অপরদিকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এই আমেরিকাই তালেবান সৃষ্টি করেছিল। আবার তালেবানকে ধ্বংসও করল তারাই। ফিলিস্তীনে এখনো রক্তগঙ্গা বয়ে চলছে মানবাধিকারের ধ্বজাধারী তথাকথিত এই মোড়লদের জন্যই। ফিলিস্তীনিরা নিজ ভূমিতে আজ পরাধীন। কাশ্মীরে এখনো প্রতিনিয়ত রক্ত ঝড়ছে। অথচ খৃষ্টান অধ্যুষিত হওয়ার কারণে

ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর খুব সহজেই স্বাধীনতা লাভ করল। বিশ্ব প্রচার মিডিয়া অত্যন্ত ফলাও করে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার স্বপ্নিল ঘোষণা সম্প্রচার করল। সেদিন বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের নির্বিকার প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অনেকে আবার কালবিলম্ব না করে প্রভুদের খুশী করার জন্য পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি জানাল। এই হ'ল আজকের বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের রূঢ় বাস্তবতা।

বলছিলাম বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্ত সম্পদের সঠিক হিসাব এ দেশের সরকারের মেমোরিতে না থাকলেও ঐ সমস্ত রাঘব বোয়ালদের ঠিকই জানা আছে। সেকারণ এ দেশের প্রতি তাদের একটা শ্যেনদৃষ্টি দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে আসছে সব সময়ই।

এক্ষণে সচেতন দেশবাসীর প্রশ্ন- যে জলন্ত অঙ্গারে জোট সরকার পা দিয়েছে এর শেষ পরিণতি কি দাঁড়াবে?

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২-টায় রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় মারকায থেকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর ও নওদাপাড়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি যেলায় খুন, ডাকাতি, বিস্ফোরণ দ্রব্য, বোমা হামলা ইত্যাদি অভিযোগে প্রায় ৮/১০টি সরকারবাদী মামলা দায়ের করা হয়। অপরদিকে তাদেরকে গ্রেফতারের পরদিনই এক সরকারী প্রেসনোটে দেশে জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার কারণে 'জামাআতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' নামের দু'টি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। উক্ত সংগঠন দ্বয়ের নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও ছিদ্দীকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাইকে পুলিশ খুঁজছে বলেও প্রেসনোটে জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে, নিষিদ্ধ করা হ'ল দু'টি অখ্যাত, অপরিচিত ও অপ্রকাশ্য সংগঠনকে, যাদের প্রকাশ্য কোন কার্যক্রম, অফিস, সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি দেশবাসী অবহিত নয়। আর গ্রেফতার করা হ'ল ১৯৭৮ সাল থেকে চলে আসা শান্তিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। কি আশ্চর্য দৃশ্য। নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে!

যে সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম প্রকাশ্য, প্রতি বৎসর বিভিন্ন যেলায় হাযার হাযার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উপস্থিতিতে যে সংগঠনের বার্ষিক যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে ২ দিন ব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা, যে সংগঠনের বই-পুস্তক, পরিচিতি, পোষ্টার, লিফলেট, আহ্বান সবকিছুই প্রকাশ্য, যে সংগঠনের মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ সহ সকল কার্যক্রম প্রশাসনের নাকের ডগায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যে সংগঠনের সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচী ব্যাপক এমন একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে তথাকথিত ঐ অখ্যাত সংগঠনের সাথে জড়িয়ে গ্রেফতার করায় দেশবাসী ক্ষুব্ধ মত প্রকাশ করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে সরকারকে।

অপরদিকে তাঁদেরকে এমন সময় গ্রেফতার করা হ'ল, যার মাত্র দু'দিন পরেই সংগঠনের উদ্যোগে বিগত ১৫ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দু'দিন ব্যাপী জাতীয় ভিত্তিক বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। মূল প্যাণ্ডেল সহ রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে তাবলীগী ইজতেমার তোরণ নির্মাণও সম্পন্ন হয়েছিল। দূর দূরান্ত থেকে কেউ কেউ আসতেও শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন যেলা থেকে প্রায় শতাধিক রিজার্ভ বাস, মিনি বাস, মাইক্রো, ট্রেন ও অন্যান্য মাধ্যমে লোকজন ইজতেমায় শরীক হয়ে থাকে। প্রতিবছর প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় এ ইজতেমায়। সরকারের এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তাবলীগী ইজতেমার সকল আয়োজনই পণ্ড হয়ে যায়। অনেকে ইজতেমা প্যাণ্ডেল থেকে অশ্রু নিঃসরণ করে বিদায় নেন। নওদাপাড়া সহ রাজশাহী মহানগরবাসীর মধ্যে এখন এই ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। সকলের প্রশ্ন কেন গালিব স্যারকে গ্রেফতার করা হ'ল? তার বক্তব্য, বিবৃতি ও লেখনী সব সময়ইতো জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এটা তো নিঃসন্দেহে ডাহা মিথ্যা অপবাদ। তাঁদের মত ব্যক্তিগণকে খুন-খারাবী, বোমাবাজি ও ডাকাতির মত মামলার আসামী করায় এলাকাবাসী তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে সরকারকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল সরকার কিসের ভিত্তিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে জঙ্গীবাদের অভিযোগে গ্রেফতার করল? এ সম্পর্কিত পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, নাটোর ও বগুড়ায় গ্রেফতারকৃত শফীকুল্লাহ ও ফরমান আলীর ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক নাটকীয় জবানবন্দীই হ'ল এর মূল কারণ। তারা নাকি তাদের নেতা হিসাবে আমীরে জামা'আতের নাম বলেছে। অবশ্য এর পরপরই গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁওয়ে ধৃত জঙ্গীরাও একই নাম বলেছে মর্মে একশ্রেণীর পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি যেলার গ্রেফতারকৃতদের নিকট থেকে একই রকম স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হওয়ায় বিষয়টি যে স্রেফ সাজানো তা বলাই বাহুল্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত শফীকুল্লাহ ও ফরমান আলী জেআইসিতে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর নাম বলল না। আর জেআইসি থেকে ফিরে এসে স্ব স্ব যেলা আদালতে ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে আমীরে জামা'আতের নাম বলার

বিষয়টিও নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ। তাছাড়া কেউ কারো নাম বলে দিলেই তিনি অপরাধী হয়ে যান না, যতক্ষণ না সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লে বাংলাদেশে ইতিপূর্বে সংঘটিত সকল রাজনৈতিক খুন, বোমা-গ্রেনেড হামলা ইত্যাদির জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বহু মন্ত্রী-এমপিকেই গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নেওয়া যেত। এইতো সেদিন জঙ্গী প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা জামায়াতের দু'মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নেওয়ার দাবী জানিয়ে বসলেন। তাই বলে কি তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে?

দেশ বিরোধী বা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যেকোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এটা সকলের দাবী। অন্তত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এটি যরূরীও বটে। কিন্তু উক্ত অভিযোগে কেউ বলির পাঠা হোক এটা নিশ্চয়ই কেউ কামনা করেন না। যদি এমনটি হ'তে থাকে তবে সত্যের অপমৃত্যু ঘটবে। প্রকৃত অপরাধীরা ধরা-ছোয়ার বাইরে থেকে যাবে। দেশে অন্যায়-অত্যাচার, যুলম-নির্যাতন খুন-রাহাজানি বেড়ে যাবে। পরিণামে রাষ্ট্র ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জনমনে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে এক সময় গণবিস্ফোরণে রূপ লাভ করবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে সরকার এমনই এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারও বহু পূর্বে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে উক্ত সংগঠনের যুব বিভাগ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে ময়দানে কাজ করে আসছে। অতঃপর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মা-বোনদের মধ্যে এবং 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চলেছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরেই আমীরে জামা'আত পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শিরোনামের এ গ্রন্থটি বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি থিসিসটির ইংরেজী অনুবাদও সম্পন্ন হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ছোট-বড় আরো ২৩শের অধিক গ্রন্থের তিনি খ্যাতনামা রচয়িতা। প্রশ্ন হ'ল তাঁর পিএইচডি থিসিস সহ কোন গ্রন্থে কি সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কথা বলা হয়েছে? নাকি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে?

মুহতারাম আমীরে জামা'আত গত ১৭/০২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, '১ কে ১১ করা যায়, কিন্তু ০ কে তো আর ১১ বানানো যায় না'। অথচ সরকার ০ কে ১১ বানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ঘর্মাক্ত হচ্ছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। কেননা আমীরে জামা'আত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জঙ্গী বা যেকোন ধরনের চরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তব্য ও লেখনী উপহার দিয়ে গেছেন তা একবার পাঠেই যেকোন পাঠক চোখ বন্ধ করে সরকারের এই ন্যাক্কারজনক সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাতে বাধ্য হবেন। অভিশাপ দিবেন আলেম-উলামাগণকে অযথা হয়রানি করার জন্য। তিনি যদি সত্যি জঙ্গী নেতা হন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলিকে সরকার কিভাবে মূল্যায়ণ করবে?

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের বক্তব্যঃ

(১) মাসিক **'আত-তাহরীক'** ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ দরসে কুরআনে 'জিহাদ ও কিতাল'-এ (পৃঃ ১৩) তিনি বলেছেন, 'কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন জিহাদ নয়, কিতালও নয়'।

(২) একই নিবন্ধের অন্যত্র (পৃঃ ১২) তিনি বলেছেন, 'অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য' জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যার পিছনে কুরআন, হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে সরাসরি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

(৩) তাঁর রচিত **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** বইয়ের ২৭ পৃঃ তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।

(৪) একই বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্রমেই রাষ্ট্রঘাতি চক্রের চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে ইসলামকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনী'-র নামে সন্ত্রাসী বাহিনী সৃষ্টির ন্যায় এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমের' অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদের' অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা'।

(৫) ৩৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে।... মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে'।

(৬) ৩৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'জিহাদের নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী'।

(৭) একই পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলেছেন, 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য'।

(৮) ৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়'।

(৯) ৪০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক কালে জিহাদের ধোকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও'।

উপরোক্ত পরিষ্কার বক্তব্যগুলির মাধ্যমে তথাকথিত জঙ্গীদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যেভাবে সোচ্চার হয়েছেন এবং গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন তা কি সরকারের নজরে পড়েনি? কেন পড়ল না? এর জবাব কে দেবে? সরকারের এতগুলি গোয়েন্দা সংস্থা তাহ'লে কি করল? বিগত আওয়ামী আমল থেকেই কুচক্রী মহলের মিথ্যা তথ্যে তারা নওদাপাড়া মারকাযকে বিশেষ নজরদারিতে রেখেছে। সংগঠনের পরিচিতি, লিফলেট ইত্যাদি সহ আমীরে জামা'আতের রচিত সকল বই-পুস্তকই এদের নিকটে রয়েছে। আমাদের কোন বিষয়ই তাদের কাছে অপরিষ্কার নয়। তারপরও এই সিদ্ধান্ত কেন? একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশের একজন প্রবীণ শিক্ষাবীদকে দীর্ঘদিন থেকে যে তাঁর পড়াশুনা ও গবেষণা থেকে বঞ্চিত করা হ'ল, ছাত্রদেরকে জ্ঞানের এই মহীরূহ থেকে জ্ঞান আহরণে করা হ'ল বাধাগ্রস্ত, তার খিদমত থেকে জাতিকে করা হ'ল মাহরূম এর হিসাব কে দিবে? সরকার কি পারবে তার এ মূল্যবান সময়গুলি ফিরিয়ে দিতে?

আমীরে জামা'আতের নাম বলার কারণঃ

যদিও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি যেলায় ধৃত জঙ্গীদের অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রদত্ত একই রকম স্বীকারোক্তিই বিষয়টিকে পরিকল্পিত ও সাজানো প্রমাণ করে। কেননা একই অভিযোগে ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত কেউ আমীরে জামা'আত ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' সম্পৃক্ত করেনি। হঠাৎ কেন তারা এক জোট হয়ে আমীরে জামা'আতের নাম বলতে শুরু করল এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ আমরা নিম্নে বিশ্লেষণ করতে পারি।-

১. আর্থিক দুর্নীতি ও শৃংখলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ইতিপূবে যাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এখানে তার ও তার সহযোগীদের হাত থাকার বিষয়টি বিচিত্র নয়। কেননা বহিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সে আমীরে জামা'আত ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে আসছে। একের পর এক মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমীরে জামা'আতকে কোণঠাসা করার হেন প্রচেষ্টা নেই যা সে করেনি। এমনকি বগুড়া শহরস্থ তার নিজ বাড়ীর চারদিকে রাতের অন্ধকারে পেট্রোলের জারকিন টাঙ্গিয়ে রশির মাধ্যমে পুরো বাড়ী নেটওয়ার্কিং করে বাউণ্ডারীর বাইরে থেকে সংযুক্ত রশিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এবং সামান্য পর সেটি নিভিয়ে ফেলে অত্যন্ত চতুরতার সাথে সে আমীরে জামা'আত ও আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল এই মর্মে যে, ডঃ গালিব পেট্রোল বোমা মেরে তার বাড়ীটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, স্ত্রী-পুত্রদের আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এক মিথ্যা ঢাকতে শত মিথ্যায়ও কুলায় না। অবশেষে ২৫/৬/২০০৩ তারিখে বগুড়া ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় খারিজ করে দেয়।

মূলতঃ উক্ত গংদের মূল টার্গেটই ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। সংগঠন থেকে বহিষ্কারের পর আজ অবধি তারা সফলতার মুখ দেখেনি। মাঠ পর্যায়ে তো এদের অস্তিত্বই নেই। মামলা-মোকদ্দমায়ও তেমন সুযোগ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে তারা আমীরে জামা'আতকে জঙ্গী নেতা বানিয়ে স্বার্থ হাছিল করতে চাইছে। এদের একজন প্রায় দু'মাস আগে এরকমই হুমকি দিয়েছিল।

তাছাড়া আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের অব্যবহিত পূর্ব থেকে যে সকল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন রিপোর্ট দেশের চিহ্নিত কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলিকে ইস্যু করেই ইতিপূর্বে তারা একাধিক মিথ্যা মামলা করেছে। অনেক পত্রিকা আহলেহাদীছের একাংশের নিকট থেকে

প্রাপ্ত তথ্যের বরাতেও রিপোর্ট করেছে। এ থেকে তাদের অংশগ্রহণই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত আমাদের নিকট এমন তথ্যও এসেছে যে, খামভর্তি কাগজপত্র ঐসব সংবাদপত্রের স্থানীয় রিপোর্টারদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। অতএব একথা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত যে, আর্থিক দুর্নীতি ও শৃংখলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে যাকে ইতিপূর্বে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তার কিছু সহযোগী নিয়ে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে পরোক্ষভাবে মদদ যোগাচ্ছে।

২. আমীরে জামা'আত তাঁর দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে যেকোন চরম পন্থারই ছিলেন ঘোর বিরোধী। সেকারণ জঙ্গী সম্পর্কিত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পর থেকেই তিনি এর বিরোধিতা করে আসছেন। এমনকি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কোন কর্মী যেন এ জাতীয় কোন মুভমেন্ট-এর সাথে জড়িত হ'তে না পারে সেজন্য পরপর একাধিক সার্কুলার জারী করেন যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে। শুধু তাই নয়, এধরনের মুভমেন্ট এর সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আমাদের প্রকাশনা **'আত-তাহরীক'**-এর বিভিন্ন সংখ্যায় এদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ফৎওয়া বোর্ডের পক্ষ থেকেও রাষ্ট্রবিরোধী এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে নাজায়েয ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি আমীরে জামা'আত রচিত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইটি মূলতঃ রাষ্ট্র বিরোধী যেকোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। মোটকথা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে ও যাবতীয় জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপহার দিয়েছেন এমন পরিষ্কার বক্তব্য দেশের অন্য কোন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশ বিরোধী ঐ সমস্ত তথাকথিত জঙ্গীদের টার্গেটে পড়াও বিচিত্র নয়। কারণ ইতিপূর্বে তারা তাকে 'কাফির' ও 'মুরতাদ' হিসাবেও ফতোয়া দিয়েছিল। কাজেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নিজেদের আড়াল করার জন্য এবং তাঁকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তারা আমীরে জামা'আতের নাম ব্যবহার করতে পারে।

৩. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চিহ্নিত একশ্রেণীর সংবাদপত্রও এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পূর্ব থেকেই জোট সরকারের পিছনে লেগে থাকা, আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ এদেশকে একটি মৌলবাদী জঙ্গী রাষ্ট্র হিসাবে বিদেশের বাজারে সস্তা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যাদের আমরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত, তারা এটিকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। এরাতো এমনিতেই তিলকে তাল বানাতে পারঙ্গম। মুখরোচক স্টরি (Story) বানিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র খবর প্রকাশে এরা যারপর নেই উৎসাহ বোধ করে থাকে। সাংবাদিক সততার বিষয়টি এদের নিকটে গৌণই থেকে যায়। মুহূর্তে এরা গোটা দেশ ও জাতির মগজ ধোলাই করে ছাড়ে। আমীরে জামা'আতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্ল্যান মাফিক সিণ্ডিকেটেড রিপোর্ট তার জাজ্বল্য প্রমাণ। আমীরে জামা'আতের ১৭ ফেব্রুয়ারীর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য আর পরের দিনের ঐসব সংবাদপত্রের শিরোনাম এর আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নেগেটিভ এপ্রোচ ব্যতীত মনে হয় এদের কলম চলে না। ধিক এ সমস্ত সাংবাদিকদের, যারা সাংবাদিক সততার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলব, মুহতারাম আমীরে জামা'আত এদেশের একজন অন্যতম দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও কলম সৈনিক। তাঁর নিরন্তর গবেষণার ফসল তার রচনা সমগ্র। তাঁর দর্শন, চিন্তা-চেতনা, সাংগঠনিক কর্মসূচী, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বিধৃত আছে তাঁর গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে। নিউট্রাল মেন্টালিটি নিয়ে যা পাঠ করলেই সত্যিকার ভাবে জানা যাবে তাঁকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সরকার তাঁর রচনাবলীর দিকে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে, যাচাই-বাছাইহীন ভাবে তথাকথিত বিশ্ব মোড়লদের খুশী করার জন্য বিচ্ছিন্ন, সাজানো ও পরিকল্পিত কিছু স্বীকারোক্তিকে উপলক্ষ্য করে রাতারাতি সন্দেহজনকভাবে ৫৪ ধারায় তাঁকে অপর ৩ নেতা সহ গ্রেফতার করে নতুন শতাব্দীর সর্বাধিক ন্যক্কারজনক কাজটি করল। কাজেই দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল নাগরিক এ অন্যায় অপবাদ ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করে। সবশেষে আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ঘোষণা শুনুন- 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত' মিথ্যা অপসৃত হওয়ারই বস্তু' *(বনী ইসরাঈল ৮১)*।

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-

"ইসলামিক ফাইন্যান্স"

এবং

"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"

পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।

যোগাযোগ

সম্পাদক

'ইসলামিক ফাইন্যান্স'

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০
ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১
ই-মেইলঃ mrahman_ab@yahoo.com

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৫ম কিস্তি)

৬. এই কঠিন দুস্তর পারাবার পাড়ি দেওয়ার পর নূহ (আঃ)-এর জন্য বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ- وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْقُدِرَ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ- تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ- وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

'তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, 'আমি পরাস্ত, সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন। ফলে আমি মুষলধারে বারিপাত দ্বারা আকাশের দ্বার খুলে দিলাম এবং ভূমণ্ডলে অনেক ঝর্ণা প্রবাহিত করলাম। ফলে একটি নির্ধারিত পর্যায়ে পানির প্রবাহ সম্মিলিত হ'ল। আমি তখন তাকে কাষ্ঠফলক ও পেরেক নির্মিত জলযানে আরোহণ করালাম, যা আমার গোচরে চলছিল। ইহা ছিল তাঁর জন্য প্রতিদান যাঁকে অমান্য করা হয়েছিল। আর আমি উহাকে নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? *(ক্বামার ১০-১৫)*।

এই হল নূহ (আঃ)-এর ঘটনা। তিনি প্রায় দশ দশটি শতাব্দী তাঁর কওমের মধ্যে কাটিয়েছেন। এতগুলো শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পরও কী ফল দাঁড়িয়েছে? আমরা দেখছি-

(ক) স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাঁর কওম তাঁর উপর ঈমান আনেনি। কথিত আছে, তাদের সংখ্যা নূহ (আঃ) সহ তেরজন। ইবনু ইসহাক বলেছেন, তারা হ'লেন নূহ, তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম, ইয়াফিছ, তাদের তিন স্ত্রী এবং অন্য ছ'জন লোক।

(খ) তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র তাঁর উপর ঈমান আনেনি। ইতিপূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। অথচ তারা ছিল তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠজন।

(গ) এতদসত্ত্বেও তাঁকে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। তাঁর জীবনে খুবই বড় মাপের বিজয় অর্জিত হয়েছিল। নিম্নের কথা ক'টিতে তা বুঝা যায়।

(১) দশ দশটি শতাব্দী পেড়িয়ে গেলেও তিনি ধৈর্যশীল ও স্থিতিশীল থেকেছেন। তাঁর জাতির ষড়যন্ত্রের ফাঁদে তিনি পা দেননি এবং তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও প্রভাবিত হননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ-

'তিনি জাহায তৈরী করছিলেন আর যখনই তাঁর জাতির নেতৃবর্গ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই তারা তাকে বিদ্রুপ করছিল। তিনি বলছিলেন, 'যদি তোমরা আমাদের নিয়ে বিদ্রূপ কর তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে বিদ্রুপ করব- যেমন তোমরা করছ' *(হূদ ৩৮)*।

(২) তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হ'তে আল্লাহ কর্তৃক তিনি হিফাযতে ছিলেন। তারা যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তা তাদের কথাতেই প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَانُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ-

'তারা বলল, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও তাহ'লে তুমি প্রস্তরাঘাতের সম্মুখীন হবে' *(শু'আরা ১১৬)*।

(৩) তাঁর জাতির যারা ঈমান আনেনি সলিল-সমাধির মাধ্যমে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ-

'যারা আমার বিধানাবলীকে অস্বীকার করেছিল আমি তাদের পানিতে নিমজ্জিত করেছিলাম। তারা ছিল একটি জ্ঞানান্ধ জাতি' *(আ'রাফ ৬৪)*।

(৪) নূহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ ডুবে মরা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ-

'অনন্তর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা জাহাযে ছিলেন সবাইকে মুক্তি দিয়েছিলাম' *(আ'রাফ ৬৪)*।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ- تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا-

'আমি তাকে তক্তা ও কীলক নির্মিত জলযানে আরোহন করিয়েছিলাম, যা আমার দৃষ্টিপথে চলছিল' *(ক্বামার ১৩, ১৪)*।

(৫) নূহ (আঃ)-এর সফলতা ও তাঁর জাতির ধ্বংস প্রাপ্তি পরবর্তীকালে একটি শিক্ষণীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী যুগের লোকদের মুখে মুখে আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর খ্যাতি ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন,

* *কামিল (হাদীছ), এম,এ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ-

'এই ঘটনাকে আমি নিদর্শন হিসাবে বাকী রেখেছি। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? *(ক্বামার ১৫)*।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا-

'(তোমরা) তাদের সন্তান যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে তুলে নিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একজন কৃতজ্ঞ বান্দা' *(ইসরা ৩)*।

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ-

'সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপি নূহের প্রতি শান্তি হোক' *(ছাফ্ফাত ৭৯)*।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম পরিবার ও ইমরান পরিবারকে সকল সৃষ্টি থেকে নির্বাচন করেছেন' *(আলে ইমরান ৩৩)*।

নূহ ও তাঁর কওমের ঘটনা থেকে এভাবেই আল্লাহপ্রদত্ত সাহায্য ও বিজয় ফুটে উঠেছে।

নূহ (আঃ)-এর ঘটনা শেষ করার আগে আমরা সূরা 'নূহ'-এ বর্ণিত একটি আয়াত পর্যালোচনা করতে চাই। সেখানে এরশাদ হয়েছে,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا-

'আপনি যদি তাদের (কাফিরদের) রেহাই দেন তবে নিশ্চয়ই তারা আপনার বান্দাদেরকে পথহারা করবে এবং পাপাচারী অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া কাউকে তারা জন্ম দেবে না' *(নূহ ২৭)*।

যেহেতু ঐ সময়ে নূহ (আঃ)-এর জাতি ব্যতীত আর কোন মানবগোষ্ঠীর বসতি ধরাবক্ষে ছিল না এবং তাদের মধ্যে কতিপয় লোক যাঁরা নূহ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তারা ব্যতীত গোটা জাতি আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল আর রাসূলের প্রতি হঠকারিতা দেখিয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ নূহ ও সেই ক'জন মুমিনকে রেখে সেদিনের পৃথিবীর গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সেই পথনির্দেশের হেফাযত, যাকে নূহ (আঃ) ওদের বর্তমানে ধ্বংসের আশঙ্কা করেছিলেন। ফলে সত্যের পথে আপতিত বাধাবিঘ্ন প্রতিরোধকারী স্বল্প সংখ্যক হকের নিশান বরদারদের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যদিও তারা ছিল সংখ্যাগুরু। সে সময়ে রিসালাতের পতাকা বাহকরা ছাড়া যে আর কেউ বেঁচে ছিলেন না তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী-

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ-

'তোমরা তাদের সন্তান যাদের আমি নূহের সাথে কিশ্তীতে তুলে ছিলাম' *(ইসরা ৩)*।

ইমাম তাবারী এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, 'আদম সন্তানের যারাই এখন পৃথিবীর বুকে আছে তারা প্রত্যেকেই তাদের বংশধর, যাদেরকে আল্লাহপাক নূহ (আঃ)-এর সাথে জাহাযে তুলেছিলেন।

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, সকল মানুষ তাদের বংশধর যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-এর জাহাযে চড়িয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। মুজাহিদ বলেন, বেঁচে যাওয়া লোকগুলি ছিলেন নূহ (আঃ), তার পুত্রদ্বয় ও তাদের স্ত্রীগণ। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা সংখ্যায় নারী-পুরুষ মিলে ছিলেন ১৩ জন' *(তাফসীরে তাবারীঃ ১৫/১৯পৃঃ ও ৮/২১৫ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ-

'ওরাই সেই নবীগণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- যারা ছিলেন আদমের বংশধর ও নূহের সাথে আমি যাদের (জাহাযে) চড়িয়েছিলাম তাদের বংশধরদের অন্তর্গত' *(নূহ ৫৮)*।

এখানে বিজয় দ্বারা কর্মনীতির বিজয়কে বুঝান হয়েছে। ব্যক্তির বিজয়কে নয়। আসল মূল্যায়ন ঈমান ও সত্যের প্রতি সাড়াদানকারীদের সংখ্যাধিক্যের সাথে জড়িত নয়; বরং ঐ কর্মনীতির সাথে জড়িত যা তারা বয়ে বেড়ায়- চাই তাদের সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী হোক। এ জন্যই মাত্র কয়েকজন লোক যাদের সংখ্যা ১৩ এর বেশী নয় তারা ইসলামকে বহন করেছিলেন এবং আল্লাহর দাসত্বের অর্থ বলতে যা বুঝায় তা নিশ্চিত করেছিলেন। বিধায় তাদের রক্ষার্থে এবং যে কর্মনীতির প্রতিনিধিত্ব তারা করছিলেন ও বহন করছিলেন তাকে রক্ষার্থে তৎকালীন বিশ্বের তাবৎ মানবকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অবশ্য সেখানে এমন ঝুঁকিও ছিল যে, ওদের ধ্বংস না করলে ঈমানদারদের ধ্বংসের ভয় ছিল। আর তা হ'লে তাদের বাহিত কর্মনীতি বা আদর্শও ধ্বংস হয়ে যেত। সে আশঙ্কাই তো ফুটে উঠেছে নূহ (আঃ)-এর এ প্রার্থনায়,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا-

'যদি আপনি তাদের রেহাই দেন তাহ'লে ওরা আপনার বান্দা দিগকে পথহারা করবে এবং পাপাচারী অকৃতজ্ঞ নাস্তিক ব্যতীত জন্ম দেবে না' *(নূহ ২৭)*।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর যুদ্ধে আল্লাহর নিকট

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

মুনাজাতে বলেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَاتُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ-

'হে আল্লাহ! যদি আপনি মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দেন, তাহ'লে ধূলির ধরায় আপনার ইবাদত আর হবে না' *(মুসলিম, ১৭৬৩)*।

আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের কথায় সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁকে বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে সাহায্য করেছিলেন যেমন করে সাহায্য করেছিলেন নূহ (আঃ)-কে।

দ্বীন ইসলাম বিজয়ী হওয়ার এটিও একটি চিহ্ন যে, পৃথিবীতে কোন শক্তিই সকল মুমিনকে কখনই একবারে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে না। যেমনটা ভয় ছিল নূহ (আঃ)-এর যুগে ও আমাদের নবীর রিসালাত লাভের প্রথম যুগে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অভয়বাণী শুনিয়ে গেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ اَوْخَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ-

'আমার উম্মাতের একটি অংশ সর্বদা আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল থাকবে। তাদের অপদস্থ করতে প্রয়াসী কিংবা বিরোধিতাকারী কেউই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ তথা ক্বিয়ামত এসে যাবে কিন্তু তারা ঐ অবস্থায়ই থেকে যাবে' *(বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১০৩৭)*।

জনপদবাসীদের ঘটনাঃ

এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ- اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ- قَالُوْا مَاأَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْئٍ إِنْ أَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ- قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ- وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ- قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

'আপনি তাদের সামনে একটি জনপদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ গিয়েছিলেন ও যখন আমি তাদের মাঝে দু'জন রাসূলকে পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা ঐ দু'জনকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছিল। ফলে তৃতীয় জন দ্বারা আমি তাদের বল বৃদ্ধি করেছিলাম। তাঁরা (তিনজনে) বলেছিলেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল। তারা বলল, তোমরা আমাদের মত মানুষ বৈ নও; আর দয়াময় কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবলই মিথ্যাচার করছ। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রেরিত। আর খোলাখুলি প্রচার ব্যতীত আমাদের অন্য কোন দায়িত্ব নেই। তারা বলল, আমরা তোমাদিগকে অশুভ মনে করছি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের গায়ে পাথর মারব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের জ্বালাময়ী শাস্তি দেওয়া হবে' *(ইয়াসীন ১৩-১৮)*।

একটি জনপদ- মুফাসসিরদের ভাষায় যার নাম 'এন্টিয়ক', সেখানে দু'জন রাসূল প্রেরিত হন। যখন জনপদবাসীরা এ দু'জনের কথায় ঈমান আনল না তখন তৃতীয় রাসূল প্রেরিত হ'লেন। কিন্তু তাতে তাদের কুফরীর কোন পরিবর্তন ঘটল না। বরং তাদের বাড়াবাড়ি ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। তারা রাসূলদিগকে পাথর নিক্ষেপ ও হত্যার হুমকি দিল।

এখানে এসেই কি ঘটনার শেষ? না, বরং তাদের নিকট চতুর্থ একজন এসেছিলেন। তিনি ছিলেন তাদেরই ক্বওমের লোক এবং তাদের শুভাকাঙ্খী।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ-

'শহরের দূরপ্রান্ত হ'তে এক ব্যক্তি দ্রুত এসে বললেন, 'হে আমার ক্বওম, তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর' *(ইয়াসীন ২০)*।

তিনি স্বীয় ক্বওমের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু এবারে তারা তাঁকে কোন ধমক দিল না বরং তাদের বিরোধিতা করার জন্য একেবারে হত্যা করে বসল। যালিম স্বৈরাচীদের অবস্থা যুগে যুগে এমনই হয়। তারা কারও বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না। চাই সে তাদের স্বগোত্রীয় হোক কিংবা ভিন গোত্রীয় হোক।

এমনি করে একটি জনপদে তিন জন রাসূল ও একজন প্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। শুধু তাই নয়, তারা বরং রাসূলগণকে যাচ্ছে-তাই হুমকি দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তারা তাঁদেরকে মেরে ফেলেছিল। চতুর্থ জনের হত্যার কথা তো কুরআনেই বলা হয়েছে।

পার্থিব মূল্যায়ন অনুসারে মনে হয়, এ সকল রাসূল বিজয় লাভ করেননি। তাঁদের মিশনে তাঁরা সফল হননি। চতুর্থ জন তো তার আবেগ ও ঈমান খুব দ্রুতই তাদের সামনে

তুলে ধরেছিলেন এবং তার ফলও তিনি তাৎক্ষণিক ভোগ করেছিলেন। যারা জয়-পরাজয়ের তাৎপর্য বোঝে না তাদের দৃষ্টিতে ঘটনাপ্রবাহ এভাবেই মূল্যায়িত হয়। কিন্তু সত্যের যুক্তি ও নবুঅতের কার্যধারা ঘোষণা করছে, রাসূলগণ পরিষ্কার বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং জনপদবাসীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নিম্নের বিষয়গুলোতে তাঁদের বিজয়বার্তা ফুটে উঠেছে।

(১) রাসূলগণ আল্লাহ্র রিসালাত প্রচারে সক্ষম হয়েছেন। জনপদবাসীরা প্রথম যখন তাদেরকে তাদেরই মত মানুষ হিসাবে তুলনা করেছিল তখন তারা তাদের নিকট নতি স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়বার যখন তারা তাদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করতে থাকে তখনও তাঁরা কর্তব্যচ্যুত হননি। এই প্রচারই তো তাদের গুরু দায়িত্ব। আর যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে সেই তো সফল। কুরআনের ভাষায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'আমাদের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি প্রচার' *(ইয়াসীন ১৭)*।

(২) ঐ জনপদের এক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ ও প্রকাশ্যে রাসূলদের সহযোগিতা দান তাদের সকলের জন্য বিজয় হিসাবে গণ্য। এ জন্যই জনপদবাসীরা তাঁর প্রতি বেশী বর্বরতা দেখিয়েছে। কেননা তাঁর কারণে তারা অপমানিত হয়েছিল। তাদের অপমান বোধের মধ্যে ঐ রাসূলদের জন্য বিজয় রয়েছে।

(৩) উক্ত ইসলাম গ্রহণকারী প্রচারকের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তাঁর নিজের ও তাঁর কর্মপদ্ধতির বিজয় নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ-

'আপনি বলুন, তোমরা আমাদের বেলায় দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির প্রতিক্ষা বৈ অন্য কিছু করছ না *(তওবা ৫২)*।

এ জন্যই তাঁর হত্যাকারীরা যখন বলেছিল, 'জান্নাতে যা' তখন তিনি তাঁর সাফল্য ও বিজয়কে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরার মানসে বলেছিলেন,

يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ- بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ-

'হায় আফসোস! আমার কওম যদি জানত কেন আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতজনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' *(ইয়াসীন ২৬, ২৭)*।

(৪) তাঁদের বিজয় কার্যকরী করতে গৃহীত চূড়ান্ত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ- إِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ-

'তাঁর (হত্যার) পর তাঁর জাতির নিকট আমি আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমার তা করার দরকারও ছিল না। একটি মাত্র বিকট চীৎকার হয়েছিল। আর তাতেই তারা অধমুখী হয়ে পড়েছিল' *(ইয়াসীন ২৮, ২৯)*।

ইসলাম প্রচারকদের অবশ্যই জনপদবাসীদের ঘটনা পর্যালোচনা করা এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

একটি জনপদে তিন তিনজন রাসূল ও একজন প্রচারক এসেছিলেন। তাঁদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জনপদবাসীরা ঈমান আনেনি। ঈমান আনয়নে তাদের ব্যর্থতা রাসূলদের সহযোগিতা দান এবং প্রচারকের হক কথা বলা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কোন তাড়াহুড়ো, আপস মীমাংসা তথা ছাড় দেওয়া কিংবা হতাশা এসে তাঁদের ঘিরে ধরেনি; বরং ইমাম তাবারীর মতে এই প্রচারক তাঁর কওমের হাতে নিহত হওয়ার সময় তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করেছিলেন।

اَللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ-

'হে আল্লাহ, আমার কওমকে হেদায়াত করুন। কেননা তারা অজ্ঞ'।

আমরা তাঁর উক্তি, 'হায়! আমার জাতি যদি জানত'- থেকে বুঝতে পারি, তিনি একথা আত্মতুষ্টি কিংবা নিজের কওমকে ক্ষুব্ধ করার মানসে বলেননি; তাদের হেদায়াতের জন্যই বরং বলেছিলেন। কেননা ইতিপূর্বে তারা বলেছিল, 'দয়াময় আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধুই মিথ্যা বলছ'- তারপরও যখন তারা জনতে পারল যে, তাদের গোত্রীয় এই লোকটি হকের উপর বিদ্যমান, তখন তিনি যে তাদের হেদায়াত লাভে বড় আশাবাদী হয়ে এ কথা বলেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

এভাবেই একজন দ্বীন প্রচারক মানবদরদী হয়ে থাকেন কোন বিদ্বেষ ও হিংসার কালিমা তাকে স্পর্শ করে না। এ হচ্ছে মনের উপর বিজয়, যা বাহ্যিক বিজয় থেকে অগ্রণী। আর যে ব্যক্তি নিজের মনের উপর বিজয় লাভে ব্যর্থ সে কখনই অন্যের উপর বিজয় লাভ করতে পারে না।

[চলবে]

কুরআন ও

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

উপক্রমণিকাঃ

ইসলাম স্বয়ং আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত অভ্রান্ত জীবন বিধান; নিরন্তর সুখ-শান্তির আবহ। সহস্র বছরের স্তূপীকৃত অজ্ঞতা-বর্বরতা, অন্যায়-উৎপীড়নের আগ্রাসনে ধরাপৃষ্ঠ যখন নিষ্পেষিত; অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদে বিক্ষুব্ধ পৃথিবী যখন অধঃপতিত, তখন ইসলাম তার স্বচ্ছ সলিলে বিধৌত করেছিল ধরণীকে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল যাবতীয় অসত্যের দৃঢ় ভিতকে। অব্যাহত ধারায় এ পৃথিবী পরিণত হয়েছিল পরম শান্তির নিকেতনে। কিন্তু এই আবহমান ধারা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বেশি দিন। রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর পরই শুরু হয়েছে পাপ-পঙ্কিলতা ও অসংখ্য ভ্রান্ত দল, মত ও পথের নবোত্থান। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি মুহূর্তে এর পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন বারংবার। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র পথ। অতঃপর তিনি ঐ রেখার ডানে-বামে কিছু রেখা টেনে বললেন, এগুলিও পথ। তবে এই পথগুলির প্রত্যেকটিতেই (মানবরূপী) শয়তান রয়েছে; সে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করছে। অতঃপর তিনি মাঝের রেখায় ডান হাত রেখে পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ.

'নিশ্চয়ই এই সোজা-সরল পথটিই আমার পথ। তোমরা কেবল এ পথেরই অনুসরণ করবে; অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, নইলে এই পথ থেকে তোমাদেরকে বিচ্যুত করে দিবে' *(আন'আম ১৫৩)*।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বনু ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তবে এগুলির একটি ব্যতীত সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, সেটি কোন দল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপর আছি, তার উপরে যে দলটি থাকবে'।[২] প্রতি ভাষণের প্রারম্ভে তিনি বলতেন, 'সর্বোত্তম গ্রন্থ হ'ল আল্লাহ্র কিতাব (আল-কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথ হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। আর সর্বনিকৃষ্ট হ'ল নবোদ্ভাবিত বস্তু; আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৩]

উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন হুঁশিয়ারীসহ আরো অসংখ্য সাবধানবাণী সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় মানবরূপী শয়তানরা মূল ইসলামী বিধানকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিদ'আতী মতবাদ। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় রক্তপিয়াসী প্রাণহারক খারেজী বা চরমপন্থী মতবাদ। যার জিঘাংসা অভিযানের সূচনা হয়েছিল ইসলামের প্রাণপুরুষ মহান খলীফাগণের রক্তের মাধ্যমে। রাসূলের দেখানো জান্নাতী পথ থেকে বিচ্যুত উক্ত চরমপন্থী মতবাদ সহ আরো অন্যান্য মতবাদ ইসলামের নামে কথিত হ'লেও সেগুলি মূলতঃ ইসলাম থেকে বহির্ভূত। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বহুকাল পূর্বেই একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق أهل الإسلام على أنه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج.

'ইসলামী দল সমূহের মধ্যে অনেক ফের্কারই ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলি ইসলামী দল নয়। যেমন চরমপন্থী খারেজী জোট সমূহ'।[৪] অন্যত্র তিনি অসংখ্য ফের্কার বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন, مجمعون على أنهم على غير الإسلام نعوذ بالله من الخذلان، 'ঐ সমস্ত দলগুলি সবই ইসলাম বহির্ভূত। আমরা তাদের প্রতারণা হ'তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করছি'।[৫] আলোচ্য নিবন্ধে কেবল চরমপন্থীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

দেশী-বিদেশী শত্রুরা যখন ছোট্ট স্বাধীন এই মুসলিম দেশটি জঙ্গীবাদের অভিযোগ তুলে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকটে পরিচিত করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সরকারও তাদের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে দেশের ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সোচ্চার; এমনকি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসরকে জঙ্গী সন্দেহে গ্রেফতার করে ডজন খানেক অযৌক্তিক মিথ্যা মামলা দিয়ে একটানা দীর্ঘ দিন রিমাণ্ডে রেখে প্রাণনাশের দারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, বড় বড় আলেমদেরকে যখন দেশের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে হাতকড়া পরায়ে টানা-হেঁছড়া করা হচ্ছে, অথচ জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড ও যাবতীয় নাশকতার বিরুদ্ধেই ছিল তাদের ক্ষুরধার লেখনী ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য, যখন দেশের ইসলামপন্থীরা শোকাতর চিত্তে তাকিয়ে দেখছে জোট

১. আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

২. আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪৪৪, ১/২১৮পৃঃ; মিশকাত হা/১৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৬৩.।

৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; ছহীহ নাসাঈ হা/১৫৭৭ 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়, 'খুৎবা কেমন হবে' অনুচ্ছেদ।

৪. ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), ১/৩৭১ পৃঃ।

৫. ঐ, ১/৩৭২ পৃঃ।

সরকারের আত্মঘাতী কার্যকলাপ, সেই সংকট মুহূর্তেই দেশ ও জাতির জন্য এ নিবন্ধ উপস্থাপন করা হ'ল।-

চরমপন্থী ফের্কার উত্থানঃ

চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে খারেজী বা চরমপন্থীদের বিকাশ সাধিত হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের শেষ দিকেই এর উত্থান হয়েছিল। পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলার প্লাবন যখন প্রবাহমান, মানবতা যখন স্বর্গসুখের বাহনে আসীন, তখনই সর্বগ্রাসী মতবাদের হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করেই। ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত গণীমতের মাল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্টন করছিলেন, তখন চরমপন্থীদের তৎকালীন নেতা বনু তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছের নামক জনৈক ব্যক্তি বন্টনে সন্দিহান হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঔদ্ধত্য স্বরূপ বলেছিল, يَامُحَمَّدُ اتَّقِ الله فَقَالَ مَنْ يُطِيْعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ. 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বলেন, 'আমিই যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করি, তবে আর কে তাঁর অনুসরণ করবে?'[৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে বলেছিল, اِعْدِلْ يَا رَسُولَ الله 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ইনছাফ করুন'।[৭] অন্যত্র এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উত্তরে বলেছিলেন,

وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ ثُمَّ قَالَ لِأَبِى بَكْرٍ أُقْتُلْهُ فَمَضَى وَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله رَأَيْتُهُ رَاكِعًا ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ أُقْتُلْهُ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله رَأَيْتُهُ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ أُقْتُلْهُ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله لَمْ أَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ الله لَوْ قُتِلَ هَذَا مَا اخْتَلَفَ إِثْنَانِ فِىْ دِيْنِ الله.

'তোমার ধ্বংস হোক! আমিই যদি বন্টনে ইনছাফ না করি তবে কে ইনছাফ করবে? অতঃপর তিনি আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, যাও তাকে হত্যা কর। তিনি হত্যা করার জন্য গেলেন কিন্তু ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে ছালাতে রুকূ করা অবস্থায় দেখলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, তুমি তাকে হত্যা কর। তিনি তাকে হত্যা করার জন্য গেলেন কিন্তু ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে সিজদা অবস্থায় দেখলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বললেন, তাকে হত্যা কর। তিনিও হত্যা করার জন্য গিয়ে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে পেলাম না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি এই ব্যক্তি আজ নিহত হ'ত তবে দ্বিতীয় কেউ আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পারত না'।[৮]

অতঃপর ১ম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধান পরবর্তী সংকট মুহূর্তে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে আবুবকর (রাঃ)-এর সুদৃঢ় অবস্থান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রুদ্রকঠোর বিশ্ববিখ্যাত আপোষহীন খলীফা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে পরোক্ষভাবেও চরমপন্থীদের মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আবু লু'লু নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে মদীনায় প্রবেশ করে এবং ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ তারিখে ওমর (রাঃ) ইমাম হয়ে ফজরের ছালাত আদায়কালীন অবস্থায় তাঁকে হত্যা করার জন্য ছদ্মবেশী আবু লু'লু প্রথম কাতারে অবস্থান করে অতঃপর সুযোগ বুঝে তরবারী দ্বারা তিন বা ছয়বার কোমরে আঘাত করায় তিনদিন পর শাহাদাত বরণ করলে চরমপন্থীদের তৎপরতার পুনরুত্থান ঘটে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সে আরো ১৩ জনকে আঘাত করে। তন্মধ্যে ৯ জন ছাহাবী শহীদ হন। তবে ঐ ঘাতক পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের অস্ত্র দ্বারাই সে আত্মহত্যা করে।[৯]

উক্ত মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম শক্তিকে দুর্বল মনে করে চরমপন্থীরা আবার সংগঠিত হয় এবং তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নম্রতা ও সরলতার সুযোগে পরোক্ষভাবে প্রাণনাশক কর্মকাণ্ড তীব্রতর গতিতে অব্যাহত রাখে।

আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক জনৈক ইহুদী প্রকাশ্যে মুসলমান হ'লেও ইহুদী ধর্মের উপর অটল থেকে মুসলমানদের মাঝে আসন গাড়ে। ঐ ব্যক্তি ওছমান (রাঃ)-এর প্রতি কতিপয় জাজ্বল্য মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে বিশেষ করে চরমপন্থীদের প্ররোচিত করে। যেমন- (ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেমন নবীদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তকারী, তেমনি আলী (রাঃ)ও সর্বশেষ অছি। সুতরাং ওছমানের চেয়ে আলীই শাসন ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ হকদার, (খ) পবিত্র কুরআনের পরিত্যক্ত ছহীফা সমূহ পুড়িয়ে দেয়া (গ) মর্যাদাশীল জ্ঞানী ছাহাবীগণকে বাদ দিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে চাকরী দেওয়া (ঘ) স্বজনপ্রীতি স্বরূপ নিকটাত্মীয়দেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সম্পদ প্রদান করা প্রভৃতি।[১০]

উক্ত মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী দীর্ঘদিন প্রচারণা চালিয়ে মিসর, কূফা, বুছরার চরমপন্থীদেরকে ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলে একদা তাঁর নিকট উক্ত অভিযোগ সমূহ পেশ করা হয়। ফলে ওছমান (রাঃ) জনসম্মুখে সকল অভিযোগ খণ্ডন

৬. *আহমাদ, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান, ১৯৮৮ খৃঃ/১৪০৮ হিঃ), ৭/৩১০ পৃঃ।*
৭. *আহমাদ, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/৩১১ পৃঃ।*
৮. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীকঃ মুহাম্মাদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/১১৬ পৃঃ টীকা-১।*
৯. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) (দামেস্কঃ মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৪হিঃ), পৃঃ ৬২২; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৪১-৪২ পৃঃ; আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ১৯২-৯৩।*
১০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৭৪ ও ১৭৮ পৃঃ; মুখতাছারু সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬২৬।*

করলে সবকিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং প্রকৃত মুসলমানরা মর্মাহত হয়ে ফিরে যায়।[১১]

ওছমান (রাঃ)-কে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার জন্য দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালিয়ে আসা চরমপন্থী দলটি সবশেষে মদীনার মুসলমানদের অস্বস্তিকর পরিবেশ অবলোকন করে সুযোগ বুঝে খলীফাকে হত্যা করার জন্য উপরোক্ত অঞ্চল সমূহ থেকে যেন বিদ্রোহীরা সত্বর একত্রিত হয় সেজন্য পত্র প্রেরণ করে এবং দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য ওছমানকে হত্যা করাই আজকের দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা দেয়। (يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم) ফলে ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিসর, কূফা, বছরা থেকে নরপশুরা রওয়ানা হয়। বিশেষ করে কেবল মিসর থেকেই প্রায় ৬০০ থেকে ১০০০ বিদ্রোহী মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। মদীনার মুসলমানগণ তাদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে পারবে এই আশংকায় তারা মানুষের মাঝে প্রচার করে যে, তারা কেবল হজ্জ করার জন্যই এসেছে। অতঃপর আলী (রাঃ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হ'লেও পরে অনুমতি প্রার্থনা করে মদীনায় প্রবেশ করে।[১২]

তারা মদীনায় ঢুকে কৌশলে ওছমান (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করে। প্রথমে তাকে মসজিদে ছালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়। তারাও তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করত। জীবনের শেষ জুম'আয় খুৎবা দেওয়াকালীন তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করলে তিনি মিম্বর থেকে পড়ে যান এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ইবনু আবী হাবীবাহ বলেন, فلم أر يوما أكثر باكيا ولاباكية من يومئذ 'সেদিন তিনি এতো ক্রন্দন করেছিলেন যে, অনুরূপ ক্রন্দনকারী কোন পুরুষ বা মহিলাকে এযাবৎ আমি আর কোনদিন দেখিনি'।[১৩]

অতঃপর তারা ওছমান (রাঃ)-এর অবরোধের উপর আরো কঠোরতা আরোপ করে, সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়, মসজিদে ছালাত আদায় করা হ'তে বাধা দেয়, মুসলমানদের জন্য প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁরই ক্রয় করে দেওয়া 'রুমা' কূপ থেকে পানি পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতঃপর দীর্ঘ চল্লিশ বা সাতচল্লিশ দিন অবরোধ করে রেখে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মাযলূম অবস্থায় একজন মহান খলীফাকে অবর্ণনীয় আঘাতে চরমপন্থী খারেজীরা হত্যা করে। দরজা খুলতে না পেরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, কেউ জানালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। ছিয়াম অবস্থায় পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা কালীন[১৪] সময়ে'গাফেক্বী বিন হারব' নামক ঘাতক তাঁর মুখমণ্ডলে ও মাথার অগ্রভাগে অস্ত্রাঘাত করে। রক্তের ফিনকি ১৩৭নং আয়াতের فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ '(তোমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) উপর পড়লে ঐ নরখাদক কুরআনকে পদাঘাত করে আছড়িয়ে ফেলে দেয়। ওছমান (রাঃ)-এর শোণিত ধারায় সেদিন পবিত্র কুরআন রঞ্জিত হয়। তাঁর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ক্বারাফাছাহ বাধা দিতে আসলে সাওদান বিন হামরান তার আঙ্গুলগুলি কেটে নেয় এবং পিছনে চরমভাবে আঘাত করে।[১৫]

হাফেয ইবনু আসাকির বর্ণনা করেন, ওছমান (রাঃ) মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আমর ইবনুল হাম্‌ক নামক ব্যক্তি লাফিয়ে উঠে তাঁর বক্ষে চেপে বসে এবং ঐ অবস্থায় ছয়বার অস্ত্রবিদ্ধ করে তাঁকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দেয়। ওছমান (রাঃ) মাথাটা কুরআনের পার্শ্বে পড়ে থাকতে দেখে পা দ্বারা লাথি মেরে দূরে নিক্ষেপ করে এবং বলে উঠে, ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم 'আজকের দিনের ন্যায় কোন কাফেরের এত সুন্দর মুখমণ্ডল কখনো দেখিনি এবং এরকম অধিক সম্মানীয় কাফেরের বাসস্থানও কোনদিন দেখিনি'। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঐ পশুরা তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভুখা-নাঙ্গা অবস্থায় রেখে বাড়ীর সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। এমনকি একটি পান পাত্র পর্যন্ত রাখেনি।[১৬]

পৃথিবীর ইতিহাসে জান্নাতের আগাম সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব তৃতীয় খলীফা ৮২ বছরের বৃদ্ধ অতি সরল মানুষটিকে চরমপন্থী খারেজীরা ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখে জুম'আর দিনে এমন নির্মমভাবেই হত্যা করে। শুধু তাই নয়, চরমপন্থীরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করতে এবং ইহুদীদের গোরস্থানে দাফন করতে পর্যন্ত চেয়েছিল (وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه... وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود)[১৭] এরা মানুষ নামের কলংক, নির্বোধ পশুর চেয়েও জঘন্য, মুসলমান হওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। তারা ওছমান (রাঃ)-এর মত একজন মহান ব্যক্তিকে জঘন্যভাবে হত্যা করেও আত্মতৃপ্তি পায়নি। অথচ তারা মুসলমানের মধ্যেই ছিল, মসজিদে নববীতে তাঁরই পিছনে ছালাত আদায় করত। এমনকি এমনভাবে অবস্থান করছিল যে, ছাহাবীগণ তাদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এভাবে স্বর্ণযুগেই মুসলমানদের মধ্যে গোপন সূত্রে অবস্থান করে খারেজী বা চরমপন্থীদের উত্থান হয়। এক্ষণে আমরা তাদের ধ্বংসাত্মক আক্বীদা এবং তাদের বিকাশকাল আলোচনা করব।

[চলবে]

---

১১. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/১৭৮-১৭৯ পৃঃ।
১২. ঐ, ৭/১৮০-৮১ পৃঃ।
১৩. শায়খ মুহাম্মাদ আল-খাযারী বেক, ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ আল-কুবরা, তাবি), পৃঃ ১৬৪-৬৫); আল-বেদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/১৮৩ পৃঃ।
১৪. আবী নু'আইম আল-আছবাহানী, মা'রেফাতুছ ছাহাবা, তাহক্বীক্বঃ ডঃ মুহাম্মাদ রাবী ওছমান (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল হারামাইন, ১৯৮৮ খৃঃ/১৪০৮ হিঃ), ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ।
১৫. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬২৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ ৭/১৯৭ পৃঃ।
১৬. ঐ, ৭/১৯৩-১৯৪ পৃঃ।
১৭. মা'রেফাতুছ ছাহাবা ১/২৫০ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৯৯-২০০।

আমার আব্বাকে কেন গ্রেফতার করা হ'ল!

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

আমার আব্বা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। তিনি এদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর যাবত তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে আসছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নামক জাতীয় ভিত্তিক একটি সংগঠনের তিনি আমীর। এর আগে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবন গঠনের দাওয়াত দিতে থাকেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কুরুচিপূর্ণ ও লজ্জাষ্কর সংবাদ কতিপয় চিহ্নিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা যে পরিকল্পিত বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা রীতিমত হাস্যকর, দুঃখজনক ও কাপুরুষোচিত। তাঁর বিরুদ্ধে রাতারাতি ডজন ডজন মামলা দায়েরও আমাদেরকে যারপর নেই হতবাক ও বিস্মিত করেছে। যার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যাবতীয় অন্যায়, যুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস-বোমাবাজির বিরুদ্ধে রুদ্র কঠোর, যার প্রতিটি বক্তব্য, লেখনী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার, তিনিই এখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলির অভিযোগে অভিযুক্ত।

আমি মনে করি, আমার আব্বার মত একজন ব্যক্তিত্বকে অন্যায়ভাবে ডাহা মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে বর্তমান সরকার মানবাধিকারের পরিপন্থী কাজ করেছে। তথাকথিত 'বাংলা ভাইয়ের' মত একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরকে একাকার করে অশ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধন ও সচিত্র খবর পরিবেশন করে বর্তমানে যে মিডিয়া সন্ত্রাস চলছে এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।

আমার আব্বা এদেশের একজন খ্যাতনামা কলম সৈনিক। আমরা ছোট থেকেই তাঁকে দেখেছি সার্বক্ষণিক বইয়ের ভুবনে, লেখনীর জগতে। বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনা আর লেখনী ছাড়া অনর্থক কোন কাজে আমরা তাঁকে দেখিনি। তাঁর লেখনী সম্পর্কে সাহিত্যিক, গবেষক মহলসহ শিক্ষিতজন মাত্রই অবগত। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত এদেশের সুপরিচিত ও সাড়া জাগানো একটি গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক' নিয়মিতভাবে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করে আসছেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও সর্বমহলেই পরিচিত। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এ [illegible] আন্দোলন সম্পর্কে সমগ্র [illegible] বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে [illegible] নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী প্রমুখ বিদ্বানগণের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরম খাঁ, সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী সহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেশের জন্য যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন। আমার আব্বাও ঐ ধারাতেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালনা করে আসছেন। মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনের কোন কার্যক্রম কখনই গোপনীয় ছিল না; বরং সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই প্রকাশ্য। তাঁর রচিত তেইশেরও অধিক বই বাজারে বেরিয়েছে; আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

যখন থেকে দেশবিরোধী কথিত জঙ্গীবাদী চক্র তাদের অপতৎপরতা শুরু করে তখন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে আব্বার সুস্পষ্ট বক্তব্য ও লেখনী প্রকাশিত হয়ে আসছে। যেকোন চরমপন্থা বা জঙ্গীবাদকে তিনি ইসলামের প্রারম্ভিককালের খারেজীদের ভ্রান্ত আক্বীদা গণ্য করে ধিক্কার জানিয়েছেন তীব্রভাবে। এদের বিরুদ্ধে তিনি যে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য, ক্ষুরধার লেখনী ও সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন, আমাদের বিশ্বাস এমন মন্তব্য আর কেউ করেননি। যেমন-

তিনি তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তবন্যা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদী প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ-সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।

একই বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্রমেই রাষ্ট্রঘাতি চক্রের চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে ইসলামকে ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনী'-র নামে সন্ত্রাসী বাহিনী সৃষ্টির ন্যায় এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক তারা দেশীয় কিছু লোক দিয়ে 'দ্বীন কায়েমের' অপব্যাখ্যা [illegible] লিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করা [illegible] অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত [illegible]

একই বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র হোক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ।'

শুধু তাই নয় বরং এই চরমপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য শুরু থেকেই 'আন্দোলন' ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীদেরকে অসংখ্য লেখনী, বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মূলতঃ দেশ বিরোধী যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান খুবই সুস্পষ্ট। 'আত-তাহরীক' পত্রিকাসহ অন্যান্য বইপত্রের লেখনীই তার প্রমাণ। বিশেষ করে দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে 'সম্পাদকীয়' কলামে তিনি পেশ করেন সুচিন্তিত মতামত, দেশবিরোধী চক্রান্ত নস্যাতে অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় উপহার দেন চতুর্মুখী পরিকল্পনা। মে ২০০১ 'স্বাধীনতা রক্ষায় শপথ নিন', মার্চ ২০০২ 'ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়াল রূপ', নভেম্বর ২০০২ 'অপারেশন ক্লীনহার্ট', সেপ্টেম্বর ২০০৩ 'প্রকৃত জিহাদই কাম্য' সম্পাদকীয়গুলো পাঠ করলে এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হ'ল রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা অতি সাম্প্রতিক নিবন্ধ 'ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'। যেটি 'দৈনিক ইনকিলাব' ২৫শে ডিসেম্বর'০৪ 'দৈনিক খবরপত্র' ২৬শে ডিসেম্বর'০৪ তারিখে এবং মাসিক 'আত-তাহরীক' জানুয়ারী'০৫-এর সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃত দেশপ্রেমিককে এই লেখনী উজ্জীবিত করেছে। পক্ষান্তরে উন্মোচিত করেছে দেশবিরোধী চক্রের মুখোশধারী অবয়ব। সম্ভবতঃ এই লেখনী প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার মিডিয়াগুলি আব্বার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইসলামের শত্রু, দেশের শত্রু ও ইসলামপ্রিয় মানুষের শত্রু চক্রসমূহ আব্বার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেছে। এর সাথে যোগ দিয়েছে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত আরেকটি চক্র। বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই চক্রটি নানাভাবে এ আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ময়দানে নামে। সাজানো হয় অসংখ্য মিথ্যা মামলা। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে প্রশাসনের একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি। ফলে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হন আব্বা। উক্ত ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের পূর্বে আব্বা শা[illegible]বেই সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে [illegible]ন। অবশ্য আব্বার বিরুদ্ধে তার দায়েরকৃত [illegible] মামলা ইতিমধ্যে খারিজ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে চিহ্নিত মহল দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ কিছু প্রচার মিডিয়া, যারা এদেশের স্বাধীনতা [illegible]রিচিত। পূর্বে এদের বিরুদ্ধে [illegible]াম। কিন্তু এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি [illegible] মহলগুলি কত বেশী ধূর্ত, মিথ্যুক, ঔদ্ধত্বপূর্ণ ও স্বাধীন রাষ্ট্র, সরকার ও সুশীল সমাজের জন্য কত মারাত্মক হুমকি।

আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এমন একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সুসাহিত্যিক, দেশপ্রেমিককে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তিন নেতাসহ আজ গ্রেফতার করা হয়েছে। আহলেহাদীছ জামা'আতের বিশাল বাৎসরিক তাবলীগী ইজতেমা'০৫ বন্ধ করা হয়েছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নওদাপাড়াসহ দেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কার্যালয়সমূহে তল্লাশি চালিয়ে, বইপত্র জব্দ করে, নানারকম হয়রানি করে শিক্ষার্থী এবং সাংগঠনিক দায়িত্বশীলশূন্য করা হচ্ছে। মসজিদকে মুছল্লী শূন্য করা, সভা-সম্মেলনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ আহলেহাদীছদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নেতাকর্মীসহ দাড়ি-টুপি পরিহিত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আহলেহাদীছগণ এ মাতৃভূমিতে জন্ম নিয়েও তাদের এ ভূমির কোন অধিকার নেই, যেন তারা এদেশের মানুষই নয়।

প্রশাসনের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ দেশের ইসলামী চিন্তাবিদ, ওলামায়ে কেরাম, জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিতমহল এবং ইসলামপ্রিয় সর্বস্তরের জনগণ আজ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ, শংকিত, দুঃখিত, মর্মাহত ও গভীরভাবে শোকাহত।

আমি জোট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই! আব্বাসহ অন্য তিনজনকে কেন গভীর রাতে স্ব স্ব বাসভবন থেকে কৌশল করে থানায় নিয়ে গ্রেফতার দেখানো হ'ল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রফেসর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এভাবে গ্রেফতার করে রাত্রি দু'টা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত শীতের মধ্যে সাধারণ পোষাকে দীর্ঘক্ষণ কেবল বসিয়ে রাখার মাধ্যমে সরকার কি প্রকারান্তরে দেশেরই মান ক্ষুণ্ণ করেনি? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের প্রতি এমন মানহানিকর আচরণের নযীর পৃথিবীতে আর আছে বলে মনে হয় না। তাঁর মত একজন নিরীহ নির্দোষ মানুষকে গ্রেফতার করে আহলেহাদীছদেরকে করা হয়েছে নেতৃত্বশূন্য, জাতিকে করা হয়েছে লেখনী ও সাহিত্যহারা, জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হ'তে বঞ্চিত হয়েছে অসংখ্য শিক্ষার্থী, তাঁর বৃহদাকার গবেষণা লাইব্রেরী পড়ে রয়েছে জ্ঞান আরোহীশূন্য, আমাদেরকে করা হয়েছে অভিভাবকহারা। মনে হচ্ছে যেন এ প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও এখানে আমাদের থাকার এতটুকু অধিকার নেই। আমরা একটি মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি যে, আব্বা ইসলাম, দেশ ও জনগণের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান করে দেশবিরোধী চক্রের কোপানলে পড়ার সাথে সাথে ইসলামপন্থী জোট সরকারেরও মারাত্মক ও আত্মঘাতি সিদ্ধান্তের শিকার হবেন। প্রাণপ্রিয় ইসলাম, প্রিয় দেশ ও লালিত স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে হিমাদ্রির ন্যায় অবস্থান গ্রহণ করাই কি আব্বার অপরাধ! তাই আজ আমাদের পাশে কেউ নেই। তবুও জোট সরকারের প্রতি বিনীত আবেদন, নিরপেক্ষভাবে আব্বাকে যাচাই করুন। তাঁর লেখনীগুলি পড়ে দেখুন! আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনারা বুঝবেন যে, তিনি যাবতীয় [illegible]শকতার ঘোর বিরোধী।

পরিশেষে জোট সরকারের প্রতি আব্বাসহ অন্যান্য সকল নেতা-কর্মীর অবৈধ আটকাদেশ বাতিল করতঃ তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবীসহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাবতীয় হয়রানী বন্ধের আবেদন জানাচ্ছি এবং প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

ইতিহাসের শিক্ষা

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও নাট্যকার জর্জ বার্ণাডশ' খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলাম এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সকল যুগে সকল মানুষের ধর্ম' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হ'তে পারে। আবার আরেকজন অমুসলিম মনীষী মন্তব্য করেছেন, 'ইসলাম যদি হয় স্রষ্টার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ তাহ'লে আমরা ইসলামেই বাঁচি এবং মরি'।

অমুসলিমরা কখনও কখনও ইসলাম সম্পর্কে খুব উচ্চ মত ব্যক্ত করেছেন এবং ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলে মুখে স্বীকার করেছেন। তবে যারা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেও অনুসারী হয়না, তাদের ঐসব প্রশংসাবাক্য শুনে উল্লসিত হবার কারণ নেই। কেননা যারা কোন কিছুকে ভাল বলার পরও তা গ্রহণ করে না, তারা হয় মিথ্যাবাদী, নয় প্রতারক। যা ভাল বলে জানি, তা মেনে চলিনা, আর যা মেনে চলি তা ভালবাসি না, তা কি করে সত্য হয়?

সেই বার্ণাডশ'-ই বলেছেন, 'Beware of the man whose God is in the skies'. অর্থাৎ 'যে লোকের স্রষ্টা (আল্লাহ) আসমানে থাকেন, তার থেকে সাবধান হও'। এটা কেমন কথা হ'ল? এখানে আসমান দ্বারা অদৃশ্যকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামের অনুসারীরা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্যে বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহ্‌র অবস্থান আসমানে আরশের উপরে, যেখানে কোন মানুষের দৃষ্টি পৌঁছায় না। আর এরূপ বিশ্বাসীদেরই পথপ্রদর্শক আসমানী কিতাব আল-কুরআন। মহানবী (ছাঃ) এই কুরআনের বাণীই প্রচার করেছেন। তার প্রচারিত কিতাব অনুসারীদের থেকে যিনি সাবধান থাকার জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, তিনি কোন্ কিসিমের ব্যক্তি তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। তাহ'লে (বাংলা প্রবাদ বাক্য হিসাবে) বলতেই হবে, 'ভূতের মুখে রাম নাম' মানায় না।

'ইহুদী-খ্রীষ্টানদের 'গড'-এর পুত্র আছে। 'গড' শব্দের লিঙ্গান্তর 'গডেস'ও যখন তারা বলে [illegible] ধরে নেওয়া যায় যে, তার স্ত্রীও আছে। আর [illegible] তো শুধু এ পর্যন্তই নয়। তাদের ঈশ্বরের পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাই-বোন, শ্যালক-শ্যালিকা, মামা-মামী, মাসী-পিসী, পিতামহ-মাতামহ, কী না আছে? পৃথিবীর মানুষের মত সবকিছুই আছে। মানবীয় আদি ব্যাধিও তার রয়েছে। এইসব মানবীয় কারণে হিন্দুর গডও অনেক। এরা আবার সপরিবারে কিংবা পরে পরিবার গঠন করে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য। এরা দুষ্টুমী করলেও তা লীলায় পরিণত হয়। যেমন গড শ্রীকৃষ্ণ ননীচুরি করে খেতেন, বৃন্দাবনে পরকীয়ায় লিপ্ত হ'তেন। সেগুলি ছিল তার লীলা। কেননা গডের কাছে তোসবই তার নিজের সৃষ্টি। তা থেকে তিনি যেমন খুশি তেমনই ভোগ করতে পারেন। তাতে কার কী বলার থাকতে পারে? এই মানবীয় স্বভাবের গডে যারা বিশ্বাসী তাদের প্রতি কোন আশংকা পোষণ করেন না জর্জ বার্নার্ডশ'। তার যত শংকা তা ঐ একত্ববাদে বিশ্বাসী ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের জন্য। তাহ'লে পরিষ্কার বোধগম্য যে, অমুসলিম কখনও মুসলমানের মিত্র নয়। বস্তুতঃ এরা মুসলমানদের কিছুই পসন্দ করে না। কখনও মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করে না। যদি মুখে কোন হিতবাক্য উচ্চারণ করে, তাহ'লে মনে করতে হবে যে, তারমধ্যে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনেও তা উল্লিখিত হয়েছে। তাই শৃগালের মুখে প্রশংসা শুনে বিগলিত হবার কোন যুক্তি নেই। সেক্ষেত্রে 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়' ভাবাই সঙ্গত।

বর্তমান পাকিস্তানের গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে তৎকালীন খ্রীষ্টান শাসকরা কেন খাতির করত? খাতির করার কারণ ছিল, 'এই শিকল দিয়েই শিকল তোদের করবরে বিকল' এর মতই। গোলাম আহমাদকে তারা ধর্মান্তরিত করতে পারত। কিন্তু তা করেনি। কেননা তাতে শুধু তাকে একাই দলে পাওয়া যেত। তাতে লাখো লাখো মুসলমানের সর্বনাশ ঘটান যেতনা। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সেকালে কিছু মুসলমানের ঈমান নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল বলে আজ মুসলমানদের মধ্যেই একটা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়ে ইবলীসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। খাঁটি মুসলমানরা তাদেরকে কখনই মুসলমান বলে স্বীকার করে না। তার প্রধান কারণ, তারা খতমে নবুঅতে বিশ্বাসী নয়। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবে যারা বিশ্বাস করে, তারাই ইসলামের অনুসারী খাঁটি মুসলমান। কুরআনে আল্লাহ শেষ নবীকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র কিতাব মানে না, তারা কী করে মুসলমান হয়? তাই বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের দাবী গোলাম আহমাদকে যারা নবী বলে স্বীকার করে, তাদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করা হোক। প্রায় সকল মুসলিম দেশের সরকার এ দাবী পূরণ করছেন। তবে যারা অমুসলিম দেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে, তাদেরকে আর পায় কে? তাই মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে আইনীভাবে বয়কট করলেও, তাদের দাগাবাজি বন্ধ করা যাবে না। কেননা এই সম্প্রদায়টি যাদের [illegible] সৃষ্টি হয়েছে, তারা বরাবরই তাদের সহায়[illegible]ভেবে দেখুন! ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদেরকে [illegible] না দিয়েছে, যার ব্যথা আখেরতক থেকে যাবে।

আমাদের বাংলাদেশে আবার এক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এদেরকে কেউ বলেন সূফী সাধক, কেউ বলেন, ফকীর-দরবেশ। মূলতঃ এরাও তাদের মতই পথভ্রষ্ট। অথচ আমাদের দেশের একদল প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবী এদেরকে নিয়ে খুব নাচানাচি করেন। এদের মতবাদ তাদের বিবেচনায় 'ফিলোসফী'। তাদের জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে সভা-সিম্পোজিয়াম হয়, সেমিনারের আয়োজনও থাকে। এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে লালন ফকীরকে নিয়ে। আর তাকে নিয়ে লাফালাফি করে তথাকথিত মুসলমানরাই। লালন তার নিজের সম্পর্কে বলেন,

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।*

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন বলে জাতির কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তস্‌বী গলে তাইতোরে জান ভিন্ন বলে,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কারে'।

অর্থাৎ লালন ফকীর বলতে চায়, মানুষতো মানুষই, তার আবার জাত ধর্ম কী? তাহ'লে পশুতো পশুই, তার আবার ছাগল-গরু কী? আমরা জানি, আসলে তা ঠিক নয়। আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার বুকে চলার জন্য ধর্মপালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। মুসলমানদের বিশ্বাস মতে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম একটাই- তা ইসলাম। যারা তা থেকে খারিজ হয়ে গিয়ে পঞ্চমাকার সাধনায় লিপ্ত হয় তারা ভ্রান্ত। মুসলমানকে তাদের থেকে সাবধান থাকা অত্যাবশ্যক।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, লালনকে নিয়ে মুসলমানরা যত মত্ত হয়, অমুসলমানরা তত নয়। মুসলমানকেই শয়তানে পায় বেশী করে। কারণ শয়তানতো সর্বদা মুসলমানদের পেছনেই লেগে থাকে। অমুসলমানদের নিয়ে তার কোন শংকা নেই। সে জানে তারা মাতাল হ'লেও তালে ঠিক থাকবে। তারা ইসলামের গুণগান মুখেমুখে আওড়ালেও মনে মনে অবস্থান করা থেকে একটুও নড়বে না। পাগলা কানাই হিন্দু হয়েও বলেছিল,

'পড়ো রাব্বিল আলামিন যত মোমিন মুসলমান,
তোমরা ঠিক রাখো ঈমান।
আমি কানাই সুপথে নাই কিসে করেন পরওয়ার,
ভোলামন তাই বুঝে কর কারবার'।

কি করেছেন পাগলা কানাই? তার যা করার, তাই করে গেছেন, মুখে তিনি যা-ই বলুননা কেন। একদল আহমক মুসলমানতো ঐ পাগলা কানাইয়ের মতই দুই নৌকায় পা রেখে একুল ওকুল দু'কুলই হারাচ্ছে। যাদের চোখে প্রগতির অঞ্জন, তারা যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, তাদের দৃষ্টি কখনও স্বচ্ছ হবে না।

মুসলমানদের ঈমান হা[illegible] পশ্চাতে লেগে আছে। দুনিয়ায় তার যোগ্য [illegible] সংখ্যাও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদের মিশন [illegible] জোরদার হচ্ছে। এ দেশে আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আযাদ, তসলিমা নাসরিনের গুণগ্রাহীর সংখ্যা একেবারেই অল্প নয়। তা যদি না হবে তাহ'লে তাদের 'গসপেল' চলছে কিসের জোরে? তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে হ'তে আবার খড়কুটো এসে জোটে কোথা হ'তে? এরা ইসলামকে বিলুপ্ত করার ব্রত নিয়ে যেন জন্মেছেন। সুযোগ পেলেই খোঁচা না দিয়ে ছাড়ছে না। 'সেন্টার ফর হিউম্যান সিকিউরিটি' আয়োজিত সেমিনারে হুমায়ুন আজাদ মসজিদ-মাদরাসার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন যে, মসজিদ-মাদরাসায় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মসজিদ-মাদরাসা কি মাস্তানদের আড্ডাখানা সেখানে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ [illegible] কিংবা তা কি সামরিক বিদ্যা শেখানোর [illegible] হুমায়ুন আজাদ বলতে চান যে, পরহেযগার [illegible] সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। তাই মসজিদের উপরে তার আক্রোশ। সাধারণতঃ মাদরাসা শিক্ষিতরাই পরহেযগার এবং হয়ত তাই মাদরাসার প্রতি তিনি ক্ষেপে আছেন। তিনি 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' যে উপন্যাস লিখেছেন, তাতে মুত্তাক্বী মুসলমান এবং মাদরাসার ছাত্র সমাজের নিন্দাবাদ করেছেন। তাতে তাদের ব্যাভিচার এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা পরায়ণতার মিথ্যা কাহিনী লিখেছেন। সেই বইকে কেন্দ্র করে তিনি বেদম মারও খেয়েছিলেন। সেই মার যে তিনি পরহেযগার মুসলমান কিংবা মাদরাসার ছাত্রদের হাতে খেয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ নিশ্চয়ই তার কাছে নেই। তবু তার ক্রোধের কারণ আন্দাজ নিয়ে তিক্ততা বাড়ানো কি উচিত হবে? আর দেশে যত খুনী, সন্ত্রাসী, ধর্ষক, কালা জাহাঙ্গীর, পিচ্ছি হান্নান, এরশাদ সিকদাররা ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে কার মসজিদ-মাদরাসার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? তাই বলছি, মুখে যা আসে, তা-ই বলা সাজে না। আর এই বলগাহারা লোকদের যারা ধর্ম নিয়ে চ্যাংড়ামো করে, যা সত্য নয় তাই বলে এদের শায়েস্তা করার জন্য 'ব্লাশফেমী' আইন থাকা যরূরী বলে আমার মনে হয়। তা না হ'লে, এরা সংঘাত সৃষ্টি করবে, ভাল মানুষের চরিত্র হনন করবে, পরিষ্কার পানি ঘোলা করে ছাড়বে।

অতীতেও দেশে বহু মীরজাফর ছিল। তারা সিংহাসনের লোভে, ক্ষমতা প্রতিপত্তির লোভে, নয়তো হালুয়া-রুটির লোভে স্বজাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। তার ফলে তারা কেউ হয়েছে লর্ড ক্লাইভের গাধা, কেউবা অন্য কারো। তাতে স্বদেশ, স্বজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চরমভাবে। আর তারাও মূলতঃ খুব একটা লাভবান হয়নি। বর্তমানে এখন একদল লোক নিজেদেরকে মুসলমান নামে পরিচয় দিয়েও আরেক দল মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে, তাতে লাভ হবে কার? বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে যদি সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, বিশ্বে যদি এদেশকে সন্ত্রাসী এবং সাম্প্রদায়িক দেশ বলে পরিচিত করা হয়, তাতে লাভটা [illegible] কি? কি উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা প্রচার?

[illegible] উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছেই। সেটা হ'ল, দেশে যেন [illegible] মুসলমানদের উত্থান না ঘটে। যারা ধর্মের ধার ধারে না, তাদের কাছে ধর্মপ্রাণ মানুষকে অসহ্য লাগে। এদেরকে দমিয়ে রাখতে পারলে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা দেশে অবাধে যথেচ্ছাচার চালাতে পারে। তাই এসব হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তাইতো মাঝে মাঝে শোর ওঠে তালেবান, আল-কায়দা, হরকাতুল জেহাদ আতংকের। বিশ্বের বর্তমান স্বঘোষিত মোড়ল মার্কিন প্রশাসন এখন তালেবান, আল-কায়দা নির্মূলের লাইনে আছে। সুতরাং বাংলাদেশে থাক কিংবা না থাক, তালেবান, আল-কায়দার অস্তিত্বের কথাটা প্রচার করলে, মার্কিনীরা [illegible] পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, যারা সেই আতং[illegible] সর্বনাশের রাস্তা যুগে যুগে এভাবেই পরিষ্কার হয়েছে। কথায় বলে আহম্মকেরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। আর যখন দাঁতের বারোটা বাজে তখন আর করারও কিছু থাকে না। পরিশেষে শুধু এটুকুই বলতে চাই, আমাদের সকলেরই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

সন্ত্রাস ও ইসলামঃ সংবাদপত্রের ভূমিকা

*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান**

ইদানিং খুবই অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ইসলামকে চিত্রিত করা হচ্ছে একটি জঙ্গি ও সন্ত্রাসী মতাদর্শ বা ধর্ম হিসাবে। মুসলিমদেরকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মৌলবাদী, উগ্রপন্থী ইত্যাদি উপাধিতে। একটি চিহ্নিত মহল এবং কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ এবং টুপি-দাড়িওয়ালা আলিম সমাজ ও ইসলামী দলের সদস্যগণকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করতে এতো বেশী মনোনিবেশ করেছে যে, মনে হচ্ছে এরা বাস্তবিক পক্ষে সন্ত্রাসী হোক বা না-ই হোক গোয়েবলসীয় কায়দায় তাদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়েই ছাড়বে। সর্বহারা পার্টির সদস্যরা শত শত লোককে নির্মমভাবে ফ্যাসিবাদী কায়দায় হত্যা করলেও তা সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করতে পারেনি। অথচ কথিত 'বাংলা ভাই' বা 'আব্দুর রহমান'রা দাড়ি আর টুপির কারণে অল্পদিনেই সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ইসলাম সম্পর্কে বাংলা ভাই গংদের আদৌ কোন জ্ঞান আছে কি-না, বা তারা জীবনে কখনো মাদরাসায় পড়েছে কি-না, তার কোন তথ্য প্রমাণ না থাকলেও সকল দোষ চাপানো হচ্ছে ইসলামপন্থী ও ইসলামের উপর।

কিছু প্রচার মিডিয়ার আচরণ দুঃখজনকভাবে বিমাতাসুলভ ও একদেশদর্শী। এদের সংবাদ শিরোনাম দেখেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এরা বিদ্বেষপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিউজ করেন। তাদের এ আচরণ সংবাদপত্রের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, সর্বোপরি এ জগতের ভাবমূর্তি কতখানি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে, তা সাংবাদিক ভাইয়েরা অনুধাবন করছেন কি-না জানি না, তবে আমরা সাধারণ মানুষ কিন্তু ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছি। যেকোন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে হ'লে গোটা চার পাঁচটি পত্রিকা না পড়লে সত্যতার ধারে-কাছে যাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়ে। একটি ঘটনা সম্পর্কে চার পাঁচটি পত্রিকার চার পাঁচ রকমের সংবাদই প্রমাণ করে যে, সংবাদপত্রের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষতার কি করুণ হাল।

শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক সর্বকালীন ও সার্বজনীন মতাদর্শ ইসলাম সম্পর্কে যাদের পড়াশুনা আছে তারা খুব ভাল করেই জানেন যে, ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। নির্বিচারে মানব হত্যাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে এই বলে যে, 'মানুষ হত্যাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। তাই অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করো না' *(আন'আম ১৫১)*।

একজন ব্যক্তির অন্যায় হত্যাকে সমগ্র মানব জাতির হত্যা হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলাম মানব হত্যার ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'সংগত কারণ ছাড়া (কারো খুনের বদলা কিংবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপরাধ ব্যতীত) যদি কেউ কোন একটি মানুষ হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানব সত্তাকে হত্যা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি অন্যায় হত্যার কবল থেকে একটি জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*।

কারো প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা, বিদ্বেষ, পূর্বশত্রুতা ইত্যাদি কারণে মানুষ যেন বাড়াবাড়ি না করে, সীমালংঘন না করে সে বিষয়েও ইসলাম স্পষ্ট হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছে, 'কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বেইনছাফী করতে প্ররোচিত না করে। ইনছাফ কর, তা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৮)*।

হত্যা, সন্ত্রাস ও বিপর্যয় রোধে ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় তাদের শাস্তি হ'ল, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে' *(মায়েদাহ ৩৩)*।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছ পাঠ করলে একজন সাধারণ লোকও সহজেই বুঝতে পারবে যে, সন্ত্রাস ও বিপর্যয় রোধে ইসলাম নির্দেশিত ব্যবস্থা কতই না সুন্দর।

একবার ওকাল বা ওরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলে আবহাওয়া তাদের অনুকূল হ'ল না, ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে যাকাত লব্ধ উটের কাছে যেতে এবং সেগুলির দুধ ও পেশাব পান করতে অনুমতি দেন। ঔষধ হিসাবে উটের দুধ ও পেশাব পান করে তারা সুস্থ হয়ে উঠল। অতঃপর তারা পালের রাখালকে হত্যা করে উটগুলি নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সংবাদ এলে তিনি বিষয়টি অনুসন্ধান করে সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠান। তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাযির করা হ'লে তিনি তাদের হাত পা কেটে গরম লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে বিজন প্রান্তরে ফেলে আসার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫৩৯)*।

একটি শান্তিপূর্ণ সমাজে, যেখানে সকল নাগরিক তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার পুরোপুরি ভোগ করে থাকেন, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিটি নাগরিকের একান্ত কর্তব্য। ইসলামের জিহাদ, কিতাল বা লড়াই হ'ল শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য, এগুলি বিঘ্নিত করার জন্য নয়। একবার এক ব্যক্তি হযরত সা'দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহরই জন্য হয়'। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, 'আমরা লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল হয়েছে; আর তুমি ও তোমার সাথীগণ লড়াই করতে চাও ফিতনা সৃষ্টির জন্য' *(ছহীহ বুখারী (মীরাট ছাপা) ২/৬৪৮ পৃঃ 'তাফসীর' অধ্যায়; তাফসীরে ইবনু কাছীর (বৈরুত ছাপা, ১৯৮৯ খৃঃ/১৪০৯ হিঃ), ১/২৩৪, সূরা বাক্বারা ১৯৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এতে বুঝা যায়, সভ্য, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে জিহাদ ও

* *সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ।*

ক্বিতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ নেই।

একটি মতাদর্শকে জানতে হ'লে তার দর্শন, কর্মকৌশল, লিটারেচার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে। সে মতাদর্শের কিছু অনুসারীর আচার-আচরণ দিয়ে মতাদর্শকে মূল্যায়ন করা যৌক্তিক নয়। তেমনি ইসলামের দর্শন, কর্মকৌশল ও বিধিবিধান জানতে হ'লে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত তথ্যাবলী সম্পর্কে। মুসলিম নামধারী গুটি কতেক লোকের মাধ্যমে কোন খারাপ কাজ সংঘটিত হ'লে সেজন্য মহান ইসলামের উপর সেই কাজের দায়ভার চাপানো কোনভাবেই যুক্তিসংগত হ'তে পারে না। কোন পাদ্রীর শিশু নির্যাতন ও সমকামিতার দায়ভার যেমন খ্রীষ্ট ধর্মের উপর চাপানো যাবে না, কিছু উগ্র হিন্দু কর্তৃক মসজিদ ভাঙ্গা বা মুসলিম নিধনকে হিন্দু ধর্মের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তেমনি মুসলিম নামধারী কোন ব্যক্তি যদি সন্ত্রাসের সাথে জড়িত আছে বলে প্রমাণিত হয়, সেজন্য ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয়দাতা এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সন্ত্রাসী বলার সুযোগও নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সন্ত্রাসী সন্দেহে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে দেশের স্বনামধন্য কয়েকজন আলেম রয়েছেন। আছেন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা প্রফেসর। যারা পড়াশুনা ও গবেষণা নিয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকেন তাদের মত ব্যক্তিগণকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বিভিন্ন যেলায় হত্যা, ডাকাতী, বোমা হামলা সহ একাধিক ন্যাক্কারজনক মামলার সাথে জড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ। আইনের দৃষ্টিতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্দোষ। কিন্তু কিছু কিছু সংবাদপত্রের প্রচারণা দেখে মনে হচ্ছে, তারা এসব গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণের সন্ত্রাসী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা লাভ করে ফেলেছেন। অতএব, তাদের মর্জি মাফিক যতদ্রুত সম্ভব তাদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি বিধান করে ফেলা দরকার।

অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি তদন্ত করার জন্য বিশেষ সংস্থা রয়েছে, রয়েছে বিচার বিভাগ। তাদের কাজ তাদেরকেই করতে দেওয়া উচিত। সংবাদপত্রের কাজ হ'ল সঠিক ও প্রামাণ্য তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরা; অতিরঞ্জিত, উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করা নয়। এ কাজটি সংবাদপত্রের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই করা প্রয়োজন। নিরপেক্ষতার জন্য তো বটেই। তা না হ'লে এমনও হ'তে পারে, যাকে বা যাদেরকে জঙ্গীবাদী সন্ত্রাসী বলে সিদ্ধান্তমূলক সংবাদ ছাপানো হচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের পর হয়ত নির্দোষ প্রমাণিত হবেন; আদালত কর্তৃক বে-কসুর খালাসপ্রাপ্ত হবেন; তখন এ সকল সংবাদপত্রের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও ভাবমূর্তি দারুণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। এরা নিজেরা তথ্য-সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হবে মানুষের হৃদয়ে।

সংবাদপত্রের মত একটি মহতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উঠে গেলে এবং এ প্রতিষ্ঠানটি নিজেরাই তথ্য সন্ত্রাসী হিসাবে মানুষের কাছে চিহ্নিত হ'লে দেশ ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে তার দায়ভার নেবে কে?

মিডিয়া সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয়

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

গত ২২শে মার্চ ২০০৫ দেশের প্রায় সবগুলি পত্রিকার প্রথম পাতায় তথ্যসন্ত্রাস বিষয়ক একটি রিপোর্ট ছিল। হাতের কাছে পাওয়া কয়েকটি পত্রিকার এ বিষয়ক শিরোনামগুলি তুলে ধরছি। দৈনিক প্রথম আলো- 'বিচারপতি ফয়েজীর এলএলবি সনদ নিয়ে প্রতিবেদন, ৭ সাংবাদিকের জেল-জরিমানা', দৈনিক আমার দেশ- 'বিচারপতি ফয়েজীর এলএলবি সনদ জাল প্রমাণিত হয়নি, প্রথম আলো ও ভোরের কাগজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দণ্ড', দৈনিক ইনকিলাব- 'আদালত অবমাননার রায়, প্রথম আলো ও ভোরের কাগজের সম্পাদক প্রকাশকসহ দণ্ডিত ৭', দৈনিক নয়াদিগন্ত- 'বিচারপতি ফয়েজীর সনদ প্রতিবেদন প্রশ্নে হাইকোর্টের রায়, প্রথম আলো ও ভোরের কাগজের সম্পাদক প্রকাশকের জেল জরিমানা', "The Daily Star" "JUDGE'S CERTIFICATE CASE, HC convicts editors, publishers, reporters of contempt." এই গেল শিরোনাম। এবারে বিস্তারিত।

গত বছরের ৩০শে অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলো ও ভোরের কাগজে হাইকোর্টের বিচারপতির এলএলবির সনদ জাল এবং এলএলবি পাস না করেই বিচারপতি, শীর্ষক সংবাদ পরিবেশনের দায়ে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি ফয়সল মাহমূদ ফয়েজীর পিতা মুহাম্মদ ফায়েজ বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দু'টির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত ৯ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, প্রকাশক মাহফুজ আনাম, রিপোর্টার একরামুল কবির বুলবুল, মাসুদ মিলাদ, দৈনিক ভোরের কাগজের সাবেক সম্পাদক আবেদ খান, প্রকাশক সাবের হোসেন চৌধুরী, রিপোর্টার সমরেশ বৈদ্যের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করে এবং ২৪ নভেম্বর আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আদালতে তারা হাজিরা দেন। এ মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবির দীর্ঘ শুনানি শেষে ২১শে মার্চ এ রায় প্রদান করে।

আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্ট প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, প্রকাশক মাহফুজ আনাম এবং প্রতিবেদক একরামুল হক বুলবুল ও মাসুদ মিলাদ প্রত্যেককে ১ হাযার টাকা করে জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হ'লে তাদের একমাস কারাবরণ করতে হবে বলে আদালত নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে ভোরের কাগজের প্রতিবেদক সমরেশ বৈদ্যকে আদালত দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। একই সঙ্গে তাকে ২ হাযার টাকা জরিমানা করা হয়, অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন আদালত। প্রতিবেদনের সঙ্গে ভোরের কাগজে বিচারপতি ফয়সাল

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

মাহমুদ ফয়েজীর ছবি প্রকাশের দায়ে প্রতিবেদক সমরেশ বৈদ্যকে এই সাজা দেওয়া হয় বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে ভোরের কাগজের সাবেক সম্পাদক আবেদ খান ও প্রকাশক সাবের হোসেন চৌধুরীকে ১ হাযার টাকা করে জরিমানা করেছে আদালত। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাদের কেও একমাস কারাবরণ করতে হবে।

বিচারপতি ফয়েজীর পিতা মুহাম্মাদ ফয়েজ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সচেতন মহলও এতে কিছুটা খুশী হয়েছেন। কারণ এভাবেই মিথ্যা মানহানিকর রিপোর্ট প্রকাশ করে কতিপয় চিহ্নিত পত্রিকা এদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব, জঙ্গীবাদ বিরোধী আন্দোলনের সিপাহসালার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রফেসর **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** আজ গ্রেফতার করিয়েছে। পণ্ড করেছে লক্ষ মুসলমানের সমাগম কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা। সেই সাথে আন্দোলনের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব প্রথিতযশা আলেম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ সালাফী, আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ও গাংণী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ,ডি গবেষক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে গ্রেফতার করায়।

পরিকল্পিতভাবে সিন্ডিকেট রিপোর্টগুলি প্রায় একই সুরে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। এমন সব হাস্যকর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট পরিবেশন করা হয়, যা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষও করতে পারে না। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'আগে শুনতাম '১' থেকে '১১' হয়। এখন দেখি '০' থেকেও ১১ হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই, পত্রিকার সুবাদে তিনিই হন তাদের প্রধান। সহজ করে বলি, জঙ্গীবাদ বিরোধী বই, লেখা, বক্তৃতা, বিবৃতি, নোটিশ ও যাবতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে যিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, আজ তিনি হয়ে গেলেন জঙ্গী নেতা, সন্ত্রাসী ও জেএমবি প্রধান। ধিক ঐ সাংবাদিকতা নামক তথ্যসন্ত্রাসের। তিলকে তাল করে এ ধরণের মিথ্যা সংবাদ জনসমক্ষে প্রচার করাই 'মিডিয়া সন্ত্রাস'।

দেশের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদকে প্রথম আলোর আলপিনের এক সংখ্যায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ কি? তিনি বলেন, নিজেকে চেনা। পরে সাহিত্য বিশারদদের এক সভায় তার ব্যাখ্যা হয় এরকম নিজের সাথে কপটতা না করে চলাই নিজেকে চেনা। এটা আসলেই কঠিন কাজ। সাংবাদিকতার মহান পেশায় নিয়োজিত হয়ে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ যদি থাকে, তাহ'লে অন্যের চরিত্র হননের মত ঘৃণ্য কাজটি করা মোটেও সম্ভব নয়।

পত্রিকার স্বতন্ত্রতা আছে এবং থাকবে। যেমনঃ এই ঘটনার সময় প্রতিদিন দেশের সবগুলি পত্রিকায় কেন্দ্রীয় সংগঠন ও যেলা সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ প্রেরিত হয়। ডানপন্থী কিছু পত্রিকা এগুলি ছাপে। কিন্তু বামপন্থী কতিপয় চিহ্নিত পত্রিকা এসবের তোয়াক্কাই করেনি। এটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কোনটা ছাপা হবে এবং কোনটা ছাপা হবে না, এটা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্রিক বিষয়। কিন্তু অন্যের চরিত্র হননের আগে তার সাথে আলাপ-আলোচনা না করেই অনির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বহীন সংবাদ পরিবেশন করাটাও কি 'স্বাতন্ত্রিক' পর্যায়ে পড়ে? আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কতিপয় কাল্পনিক গল্প পত্রিকার পাতায় অবলোকন করে আমরা বিস্মিত।

'বাসা' কে 'আস্তানা' আর 'জিহাদী বক্তব্য'কে 'জঙ্গীবাদী বক্তব্য' হিসাবে তুলে ধরে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এটা সাংবাদিকতার কৌশল। কিন্তু প্রমাণহীনভাবে নেতৃবৃন্দকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী বলা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় কৌশল। এ কারণে ধারণা করা যায় যে, ঐসব সাংবাদিক তথ্যের চেয়ে স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। নাহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে কিভাবে সম্বোধন করতে হয়, সেটাও তখন সাংবাদিক বন্ধুরা ভুলে গিয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ তথ্যাবলী বিবেক-বিবেচনাহীনভাবে পরিবেশন করতে।

সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা যদি ধৈর্য সহকারে শোনেন, তাহ'লে দৈনিক ইনকিলাবের ২২ মার্চ ২০০৫ তারিখে ব্যাক পেজের একটি বিরাট শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদটি তুলে ধরতে পারি। 'সাংবাদিকদের জন্য বিদেশী দূতদের সখ্য ও ট্যুরের লোভনীয় টোপ, উত্তরাঞ্চলে মুসলিম জঙ্গীবাদের ধুয়া তোলে গোপন আন্দোলনে নেমেছে এনজিওরা' শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটিতে ইনকিলাবের বগুড়া সংবাদদাতা মহসিন রাজু উল্লেখ করেন, 'গত তিন মাস ধরে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্যন্ত জনপদে অবস্থিত মসজিদ মাদরাসা, খানকাহ শরীফসমূহে লাগাতার পুলিশী অভিযানে একশ্রেণীর দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকার কথিত মুসলিম জঙ্গীদের অস্তিত্ব ও ট্রেনিং কেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও জঙ্গীদের নামে অভিযোগকারী এনজিওরা প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনে নেমে পড়েছে। এনজিওদের কথিত মুসলিম জঙ্গী বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে গত ২১ মার্চ বগুড়ায় 'ফেডারেশন অব এনজিও' নামের সংগঠনের ব্যানারে স্থানীয় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে বেলা ১১ টায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বিভিন্ন এনজিওর ৪০/৫০ জনের মত নারী ও পুরুষ সংগঠক মিলিত হয়ে বগুড়ার ডিসি ও এসপি বরাবরে পৃথক দু'টি স্মারকলিপি পেশ করে। এই সমাবেশের আগে গত এক পক্ষকাল সময়ে বগুড়ার একটি খৃষ্টিয়ান সংস্থার মিলনায়তনে ও অন্য একটি কট্টর নাস্তিকতাবাদ প্রচারকারী সংস্থার অফিসে বিশেষ মতাদর্শবাহী হিসাবে চিহ্নিত কয়েকটি এনজিওর বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বৈঠকেই বগুড়া তথা উত্তরাঞ্চলে পুলিশ কর্তৃক মুসলিম জঙ্গীদের গ্রেফতার ও তাদের কল্পিত আস্তানা ধ্বংসে পুলিশের ব্যর্থতা এবং

এনজিওদের নিরাপত্তা বিধানে কথিত অপারগতায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি এইসব বৈঠকে দেশ ও ইসলাম ধর্ম বিরোধী প্রচারণায় নিয়োজিত কিছুসংখ্যক সাংবাদিককে ডেকে তাদেরকে আরো বেশী বেশী করে মুসলিম জঙ্গীদের দ্বারা এনজিওদের তৎপরতায় বাধা দেবার কাহিনী স্ব স্ব পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কথিত মুসলিম জঙ্গীদের তৎপরতার কল্পিত কাহিনী তৈরী ও তা প্রচারকারী সাংবাদিকদের কিছু বিদেশী রাষ্ট্রের দূতদের সাথে সখ্যতার সুযোগ দেওয়া এবং বিদেশী বিভিন্ন মিডিয়ায় কাজ জুটিয়ে দেবার জন্য সভাগুলোতে লোভনীয় অফার দেওয়া হয় বলেও জানা যায়। এছাড়াও যেসব এনজিও সরাসরি বিদেশী ফাণ্ডে উন্নয়নের নামে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়ায় জড়িত ঐসব এনজিওর তথাকথিত উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের কাহিনীসমূহ প্রচারকারীদের জন্য বিদেশ সফরসহ 'ল্যাপটপ' কম্পিউটার এবং বিদেশে ট্যুরের ব্যবস্থার অফার দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়'।

আমি পুরো রিপোর্টটি তুলে ধরেছি একারণে যে, সুবিবেচক সাংবাদিকবৃন্দের এই 'পরিকল্পনায়' নিজের সম্পৃক্ততা আছে কি-না তা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আর ডঃ গালিবের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলি অবমূল্যায়নকে কি সাংবাদিকতার আওতামুক্ত করা যায় না? বিজ্ঞাপনের লোভে এলোমেলো লেখার Strategy কি স্বচ্ছ সাংবাদিকতায় আবশ্যক? মানুষের বক্তব্য বা লেখনীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন কি খুব বেশী যরূরী? চটকদার তথ্য যখন বিভ্রান্তিমূলক ও অন্যের মানহানিকর হয়, তখন সেসব তথ্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় কি? আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি সমাজ গঠনমূলক ও দেশ প্রেমিক সংগঠন এবং এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জঙ্গীবাদ বিরোধী, সমাজ ও দেশ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার পরও তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা কি ছোটখাটো অন্যায়? টাকার বিনিময়ে সাংবাদিকতার আদর্শ বিসর্জন যদি কেউ দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত নয়? সত্যিকার অর্থে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা আছে, না নেই?

জঙ্গীবাদের ধুয়া তোলে এইদেশ থেকে আহলেহাদীছদের উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা কেন? জঙ্গীবাদের সাথে আহলেহাদীছের একাকার করে মিশ্রিত সংবাদ পরিবেশনে সে সময়ে মনে হয়েছে যেন আহলেহাদীছরা বানের জলে ভেসে আসা খড়কুটো। সংবাদিক ভাইদের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরোধ, একটু ভেবে দেখুন আজ আপনারা কলম ধরেছেন দেশের একজন খ্যাতনামা আলেমের বিরুদ্ধে। যদি মনে করেন দ্বীনি আলেম হওয়া খুব দোষের তবুও তো লিখছেন একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে। আপনিও তো এই মুসলিম জাতিরই একজন। আজ সারা বিশ্বে অত্যাচারিত, নির্যাতিত এই মুসলিম সমাজের একজন হিসাবে নগণ্য হলেও তিনি যতটুকু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তার প্রতি সমর্থন না করতে পারেন অন্ততঃ রোধ করতে চাওয়াটা কি আপনাদের ঠিক হচ্ছে? আল্লাহ আপনাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং একজন মুসলিম হিসাবে আত্মপরিচয়ে গর্বদীপ্ত হওয়ার তৌফিক দিন।

প্রফেসর ডঃ গালিবের গ্রেফতার ও কিছু কথা

*এস. আলম**

গত ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২-টায় নওদাপাড়া, রাজশাহীর নিজ বাসভবন থেকে প্রায় ৩ শতাধিক র‍্যাব, পুলিশ, আর্মড ব্যাটেলিয়ান ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যের উপস্থিতিতে কমাণ্ডো স্টাইলে গ্রেফতার করা হয় দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে**। একইভাবে নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় সংগঠনের নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীকে এবং 'তাবলীগী ইজতেমা'০৫' উপলক্ষে কেন্দ্রে আগত দু'জন নেতাকে। জাতীয়ভাবে রাজশাহীতে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ তাবলীগী ইজতেমা শুরু হওয়ার ঠিক দু'দিন আগে এ ঘটনা ঘটানো হ'ল। ১৪৪ ধারা জারী করে বন্ধ করা হ'ল বিগত পনের বছর ধরে অব্যাহত ধারায় চলে আসা বড় ধর্মীয় সমাবেশ তাবলীগী ইজতেমা। ইজতেমা বন্ধ করে দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে দেওয়া হ'ল চরম আঘাত। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হ'ল তীব্র ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সকলের প্রশ্ন ইজতেমা প্রস্তুতির লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ কে দিবে?

নওদাপাড়া মাদরাসা এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত করা হ'ল। পুরা রাজশাহী মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেন শুরু হ'ল অঘোষিত কার্ফু। মোতায়েন করা হ'ল বাইরের যেলা থেকে আনীত হাযার হাযার নিরাপত্তা বাহিনী। নওদাপাড়া মারকাযের পার্শ্ববর্তী রোডগুলিতে প্রদর্শিত হ'ল র‍্যাব বাহিনীর স্লো মোশনের এ্যাকশনধর্মী ভীতিকর টহল।

এ অবস্থায় নওদাপাড়া মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক সহ গোটা এলাকাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল মারাত্মক ভয়-ভীতি ও চরম আতংক। ঐ দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা আজ অবস্থান করছি ইরাক, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীনের মত বিভীষিকাময় যুদ্ধ ফিল্ডে। অথচ এ যুদ্ধ ছিল দেশের একজন খ্যাতনামা আলেম, সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষাবিদকে ধরার জন্য। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে এ কি ধরণের প্রশাসন আমাদের! এ দেশের সুযোগ্য সন্তান ডঃ গালিব তো পালানোর মত ব্যক্তি নন। তাঁকে ধরার জন্য গভীর রাতে এই বিশাল বাহিনীর প্রহসনের তাৎপর্যটা কি?

ডঃ গালিব সহ তাঁর সহযোগীদেরকে গ্রেফতার দেখানো হ'ল ঠিক তখন, যখন আমেরিকায় দাতা সংস্থার বৈঠক চলছিল। চাপ আসছিল বাংলাদেশ সরকারের উপর যেন

* চৌগাছা, যশোর।

Contents

বাংলাদেশকে জঙ্গী মুক্ত করা হয়। নইলে বৈঠকে বসতে দেওয়া হবে না। এ কথা সত্য যে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে গ্রেনেড, বোমা হামলা, হত্যা ও অস্ত্রবাজীর প্রবণতা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। আর এ ব্যাপারে প্রশাসন খুব একটা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পরিশেষে সরকার ধরাশায়ী হ'ল মোড়ল গোষ্ঠীর কাছে অপমানের সাথে। অথচ অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তার জের শুরু হ'ল নিরীহ সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানির মধ্য দিয়ে। একই সাথে নিষিদ্ধ করা হ'ল কথিত দু'জঙ্গী সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'। যার নেতৃত্বে রয়েছে যথাক্রমে শায়খ আব্দুর রহমান ও ছিদ্দীকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই। আলোচ্য নিবন্ধে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং তাঁর সংগঠনের সাথে জঙ্গীবাদের কোনরকম সমর্থন ও সাদৃশ্য না থাকা স্বত্ত্বেও কেন তাঁর উপর আক্রমণ আসল, এ বিষয়ে কয়েকটি দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিগত ২০০১ সনে তারিখে আর্থিক দুর্নীতিসহ সংগঠন বিরোধী বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত কর্মকাণ্ডের জন্য জনৈক ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে উক্ত ব্যক্তি ডঃ গালিব এবং সংগঠনের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশে ফেটে পড়ে। সে তার কিছু সহযোগীকে নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কার্যক্রম নস্যাতে উঠে পড়ে লাগে। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে মানহানিকর উক্তি ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়। দায়ের করে অসংখ্য মিথ্যা মামলা। আনা হয় কোটি কোটি টাকা ও সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ। শুরু হয় সরকারী বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তদন্ত। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বহিষ্কৃত ঐ নেতা আপ্রাণ চেষ্টা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও খুব একটা সফল হয়নি। বিগত ২৫ জুন ২০০৩ বগুড়া 'ক' অঞ্চল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ঐ বহিষ্কৃত ব্যক্তির দায়েরকৃত তার ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় ডঃ গালিব ও বগুড়া যেলা সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে মামলায় অব্যাহতি দেওয়া হয়। এভাবে প্রতিটি ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে সে দারুণভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। অবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত সাংবাদিক নামের এক ধূর্ত সহকারী রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে কিছু পত্র-পত্রিকা বাগে নিয়ে আসে। কথিত ঐ নেতা এবং স্বার্থান্বেষী সহকারী রেজিষ্ট্রার ডঃ গালিবকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য হেন কাজ নেই যা করে নি। শুধু অর্থনৈতিক কেলেংকারীর ছাপ দিয়ে যখন হ'ল না তখন নতুন ফন্দী বের করল যেভাবেই হোক তাকে জঙ্গী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী বানিয়ে জেল খাটাতে হবে। তারা গ্রেফতারের কিছু দিন পূর্বে বলেছিল 'তোমাদের আমীর সাহেবকে আপোষ করতে বল, না হ'লে তাকে দেড়-দু'মাসের মধ্যে জেলে ঢুকতে হবে'। হ'লও তাই। হঠাৎ করে কথিত জঙ্গীরা যেখানেই ধরা পড়ল সেখানেই বলে দিল ডঃ গালিব তাদের শীর্ষ নেতা। আর মুহূর্তের মধ্যে এগুলো পূর্ব পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী দেশীয় এবং বিদেশী প্রচার মিডিয়াতে দারুণভাবে কভারেজ পেল। এর প্রতিবাদে ডঃ গালিব তার সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজশাহীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তার প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন, এগুলো সবই ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তাঁর সংগঠনে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই।

এরপরেও কতিপয় চিহ্নিত সাংবাদপত্র উল্টা-পাল্টা রিপোর্ট করে তাঁর সংগঠনকে জঙ্গীদের সাথে একাকার করে দেখায়।

এখন প্রশ্ন হ'ল, কথিত ঐ জঙ্গীদের উদ্ভট স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই তাঁর মত একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদকে শুধুমাত্র সন্দেহের উপর এভাবে গ্রেফতার করা হ'ল কেন? জোট সরকার এমন একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কি একবারও ভেবে দেখেছে? এতদিন ধরে সরকার অস্বীকার করে আসছিল যে, বাংলাদেশে কোন জঙ্গী সংগঠন নেই। অথচ হঠাৎ করে জঙ্গী নামে নিষিদ্ধ করা হ'ল দু'টি সংগঠনকে? আর গ্রেফতার করা হ'ল মূল নেতা হিসাবে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। কিন্তু কথিত সেই জঙ্গীরা কোথায় গেল? তাদের বাদ দিয়ে কেন ধরা হচ্ছে নিরীহ আহলেহাদীছ নেতাদের? কেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হ'ল? এসব কার স্বার্থে?

বাগমারায় পুলিশী হেফাযতে কিছুদিন পূর্বে 'জামাতুল মুজাহেদীন' নেতা আব্দুর রহমান এবং বাংলাভাইয়ের বৈঠকের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয় পত্রিকায়। কিন্তু ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনকে কথিত জঙ্গীবাদ ও জঙ্গীদের সাথে একাকার করা হচ্ছে কেন? এতে কি স্বার্থ সরকারের? ডঃ গালিবকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে কয়েকদিন পর সাজানো হ'ল ৮/১০টি ডাহা মিথ্যা মামলা। হত্যা, ডাকাতি, বোমা হামলা আরও কত কি। ভাবতে অবাক লাগে, জোট সরকার আগুন নিয়ে এ কি খেলা শুরু করল? সচেতন মহলের প্রশ্নঃ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসরকে পর্যন্ত শেষে কথিত দু'সংগঠনের নেতা বানিয়ে দিলেন? এ অন্যায়-অত্যাচারে দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ সমগ্র মুসলিম জনতা আজ দারুণভাবে মর্মাহত, ক্ষুব্ধ ও শংকিত।

তাঁকে একের পর এক রিমাণ্ডে নিয়ে হয়রানি করেই চলেছে সরকার। হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেশবাসীসহ গোটা বিশ্ববাসীকে দেখানো হচ্ছে যে, সরকার এবার একজন জঙ্গী নেতাকে গ্রেফতার করেছে। জাতির বিবেককে স্তব্ধ করে শুধু ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এ ধরণের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখানো হ'ল। এ দৃশ্য অশ্রুসিক্ত করেছে প্রতিটি বিবেকবান হৃদয়কে। সরকারের মনে রাখা উচিত গত সরকার ওলামায়ে কেরামকে ঘৃণা করে ক্ষমতা হারিয়েছে। আগামী নির্বাচনও বেশী দূরে নয়।

তাদের কথা অনুযায়ী ধরা যাক ডঃ গালিব একজন অপরাধী। কিন্তু তিনি কি ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারী নন? সে সুযোগও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। মামলার নকল কপি দেয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেউ বলছে, এসপি নিষেধ করেছেন, কেউ বলছে, ডিসি নিষেধ করছেন ইত্যাদি। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, 'দেশের প্রত্যেক নাগরিক সমানভাবে ন্যায়বিচার পাবার অধিকারী'। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের

৩১ ধারায় উল্লেখ আছে, To enjoy the protection of the law, and to be treated in accordance with law, and only in accordance with law, is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Bangladesh, and in particular no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. ধারাবাহিক ও নাটকীয়ভাবে এতগুলো মামলা সাজানোর পরও অন্ততঃ কি তাঁকে উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না?

তৃতীয় বিশ্বের এই গরীব দেশটির মানুষ মানবাধিকারের ব্যাপারে অতটা সচেতন নয়, বরং মযলুম হওয়াটাকেই তারা স্বাভাবিক মেনে নিয়েছে। জনাব ডঃ গালিব আজ যদি অন্য কোন দেশে এই পরিণতির শিকার হ'তেন তাহ'লে সেখানে অবশ্যই মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের প্রশ্নে ব্যাপক তোলপাড় হয়ে যেত। দুর্ভাগ্য ডঃ গালিবের, দুর্ভাগ্য মযলুম জনতার, দুর্ভাগ্য স্বাধীন এ মাতৃভূমির। একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া স্বত্ত্বেও নিষ্কলুষ এই ব্যক্তিত্ব বিনা কারণে যেভাবে দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাতে এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক। হিংস্র চিহ্নিত বাম গোষ্ঠী ও তাদের মিডিয়াগুলো ডঃ গালিবের উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে ইতিপূর্বে এ দেশে এমন ঘটেছে কি-না এ বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

অথচ শুধু ডঃ গালিব কেন তাঁর সংগঠনের কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন ধরণের অভিযোগ ছিল না। তাছাড়া তিনি এই জঙ্গীবাদী চরমপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। বিভিন্ন সময় তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য, পত্রিকা, বই-পত্রের লেখনীতে এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম এগুলো সমর্থন করে না।

প্রফেসর গালিব একজন গতিশীল লেখক এবং মৌলিকধর্মী গবেষক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণধর্মী দিকনির্দেশনামূলক লেখনী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বহুদিন যাবৎ। আলোড়নসৃষ্টিকারী পি-এইচ,ডি গবেষণা গ্রন্থসহ এ পর্যন্ত তাঁর ২৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আড়াই শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। পবিত্র কুরআনের তাফসীর, প্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থ মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সহ বেশ কয়েকটি বৃহদায়তন গবেষণা কর্মে তিনি হাত দিয়েছেন। বর্তমানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি অগ্রসর হয়েছেন অনেক দূর। জাতির জন্য যখন তিনি এ ধরণের অতি যরূরী ও মহতি অবদান রেখে চলেছেন, ঠিক সে সময় তাঁর উপর এই অনৈতিক মর্মান্তিক আঘাত সত্যিই দেশ ও জাতির অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকেই ইঙ্গিত করে। অতুলনীয় প্রতিভাধর বাগ্মী ডঃ গালিব কথা বলেন ন্যায়ের পক্ষে ইনসাফের পক্ষে, অন্যায় ও নীতিহীনতার বিপক্ষে। অন্যায়ের সাথে কোন ধরণের আপোষকামীতাকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এজন্য হয়ত তিনি সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষীদের কাছে প্রিয় নন। তাই বলে শেষপর্যন্ত স্বজাতির কাছে এই প্রতিদানই পেতে হবে তাকে? কি বিচিত্র এ দেশ। দেশের জন্য যিনি প্রাণ উজাড় করা ভালবাসা দিয়ে বছরের পর বছর খেদমত করে আসছেন, সে দেশই উল্টো আজ অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাঁকে দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু বানানোর জন্য!

সম্মানিত ইসলামপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক সুধীজন! আপনাদের নিকটে প্রশ্ন, দীর্ঘ ২৫টি বছর যাবৎ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে জ্ঞানের আলো যিনি বিলিয়ে আসলেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ ধরণের হীন জঘন্যতম আপতৎপরতা ও নাশকতাপূর্ণ কাজ কি তাঁর দ্বারা সংঘটিত হ'তে পারে? এমন একটি ফালতু, তুচ্ছ চিন্তাধারা নিয়ে কি মাঠে নামতে পারেন তিনি? অত্যন্ত দুঃখজনক যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসি, শিক্ষক সমিতি সহ প্রায় নয় শতাধিক শিক্ষকমণ্ডলী সৎসাহস নিয়ে তাঁদের এক সহকর্মীকে কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করেননি। আমরা আশা করছি অতি শিঘ্রই তাঁরা জনাব প্রফেসর ডঃ গালিবের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং জাতির একজন মুল্যবান এ্যাসেট হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবেন।

প্রিয় দেশবাসী! দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ অত্যান্ত সৎ, নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, সহজ-সরল, সদালাপী এই ব্যক্তির সন্নিকটে থাকার সুযোগ আল্লাহপাক আমাকে দিয়েছেন। তাঁর চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, জীবন যাপনের ধরন, সহায়-সম্পদের খতিয়ান সম্পর্কে আমি নিজে জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী। দেশের বাড়ীতে গেলে তিনি তার বোনের বাড়ীতে ওঠেন। পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত সামান্য কিছু জমি ছাড়া তাঁর নিজের ক্রয়কৃত কোন জমি নেই। এ পর্যন্ত তিনি নিজস্ব কোন বাড়ী করতে পারেননি। কোন সমৃদ্ধ ব্যাংক-ব্যালান্সের অধিকারীও তিনি নন। সংগঠনের অফিসের উপরে কোয়ার্টারে থাকেন ভাড়া দিয়ে।

পরিশেষে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে বিনীত কণ্ঠে বলব, আপনি এদেশের ১৪ কোটি মানুষের অভিভাবক। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষাগুরু, প্রখ্যাত আলেম, বাগ্মী, দার্শনিক, কলমী জগতের আপোষহীন সৈনিক, সমাজ সেবক ও সংস্কারক, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী সর্বোপরি দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছের অন্যতম প্রতিনিধি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের অমানবিক হয়রানি এদেশের জনগণ ক্ষমা করতে পারবে কি? কুরআন-হাদীছ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আলেম-ওলামাদের প্রতি অপমান আল্লাহ সহ্য করেন না। তার পরিণাম অতীব ভয়ংকর হয়। অতএব, অন্যের দিকে না দেখে আপনার বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া রিপোর্টগুলো ও আনুসঙ্গিক সার্বিক দিকগুলো আপনি নিজে সততার সাথে সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করুন এবং অবিলম্বে নিরপরাধী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ অন্য ৩ জন নেতাকে অবিলম্বে মুক্তি দিন এবং মাদরাসাগুলো সহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক ছাত্র ও ওলামাদেরকে এবং নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানী বন্ধ করুন এবং প্রকৃত অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার করুন। দেশ ও জাতির কল্যাণে কার্যকর অবদান রাখুন। জাতি ও ইতিহাস আপনাকে স্মরণে রাখবে।

প্রসঙ্গঃ সালাম

*রফীক আহমাদ**

'সালাম' আরবী শব্দ। এর অর্থ শান্তি, প্রশান্তি, কল্যাণ, দো'আ, আরাম, বিশ্রাম, আনন্দ, তৃপ্তি ইত্যাদি। 'সালাম' একটি সম্মানজনক, অভ্যর্থনামূলক, অভিনন্দন সুলভ, শান্তিময়, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিপূর্ণ ইসলামী অভিবাদন।

'সালাম' কোন পৃথক ইবাদত নয় এবং ইবাদতের অংশও নয়, আবার ইবাদত হ'তে বিন্দুমাত্র বিচ্ছিন্নও নয়, বরং ইবাদতের পোষাক হিসাবে ব্যবহৃত সম্মানজনক বাণী। পোষাক যেমন বান্দার দেহের আবরণ, সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং ইবাদতের জন্য অপরিহার্য, তদ্রূপ সালামও পরিবার, সমাজ, শিক্ষাঙ্গন, রাস্তাঘাট, সভা-সমিতি, অফিস-আদালত, শহর-বন্দর ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক সম্মানীয় উচ্চারণ ধ্বনি। এই স্বর্গীয় বাণীর নেপথ্যে যে উৎকৃষ্ট উপাদান বিরাজমান তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু কুরআন-হাদীছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হ'তে এর সুদূর প্রসারী মূল্যায়ন অনুসন্ধান করা যায় এবং এর রহস্য, তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়।

মুসলমান মাত্রই অপরিসীম দায়িত্বের ধারক ও বাহক। তন্মধ্যে সালাম আদান-প্রদানও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তবে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহজ। কিন্তু এখানেও অপ্রত্যাশিত অনিয়ম, অবহেলা, ব্যর্থতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এত হালকা ধরণের দায়িত্ব পালনের প্রতিকূলতার নেপথ্যে শয়তানের কৃতকার্যতা অনস্বীকার্য। তাই বর্তমান সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতিশীল পরিস্থিতির উত্তরণ কল্পেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

স্বয়ং প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে এই বাক্যের প্রয়োগবিধি শিক্ষা দেন বা এর প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক ঐ ঘটনার অবলম্বনেই এই পবিত্র নিয়মের প্রচলন হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে (যাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত) সৃষ্টি করে বললেন, যাও ফেরেশতাদের দলকে সালাম কর এবং মন দিয়ে শুন তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। তাই আদম (আঃ) গিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'! (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন 'আসসালা-মু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ' (আপনার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ ওয়া রহমাতুল্লাহ অংশ বৃদ্ধি করলেন।[১]

মূলতঃ সালাম একটি বরকতময় দো'আ এবং আন্তরিক স্বচ্ছতা বিকাশের অন্যতম প্রতিধ্বনি। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা এই দো'আর মাধ্যমে বান্দার ভ্রাতৃত্ব পরীক্ষা করে থাকেন। তাই মানবজাতির জন্য এই বরকতময় দো'আ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা এই সালাম বা দো'আর স্বপক্ষে বলেন,

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ حَسِيْبًا-

'তোমাদেরকে যদি কেউ দো'আ করে, তাহ'লে তোমরাও তার জন্য দো'আ কর, তার চেয়ে উত্তম দো'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী' *(নিসা ৮৬)*।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর উপর রহমতের জন্য দো'আ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৫৬)*।

মানুষকে অত্যধিক ভালবাসার কারণেই উপরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সুশিক্ষার অংশ হিসাবে দো'আর বিনিময়ে আরও উত্তম দো'আ বা সমপরিমাণ দো'আ প্রতিদান করার জন্য আদেশ দান করেছেন।

স্মর্তব্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তরে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতার জোয়ার প্রবাহের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিপাদ্যকে পরবর্তী উম্মতের জন্য আলোড়ন সৃষ্টির এক অনন্য দৃষ্টান্ত রূপে পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ করেন। এই মহাসত্য স্রষ্টার কুদরতের বা ভালবাসার প্রতি মানুষের অর্ন্তদৃষ্টি আকর্ষণ করা।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর প্রিয় হাবীবকে দো'আ ও সালাম প্রেরণ করেই তৃপ্ত হননি, তাঁর রাসূলের জীবন সঙ্গীনি খাদীজা (রাঃ)-কেও সালাম প্রেরণ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন যাতে তরকারী কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যেখানে না কোন শোরগোল এবং না কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকবে।[২]

অন্য এক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন (আমাকে) বললেন, হে আয়েশা! জিবরীল (আঃ)

---

* *নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৭৬, 'গুণাবলী' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গুণাবলী' অনুচ্ছেদ।*

তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, 'ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু' (তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক)। হে রাসূল! আপনি তা দেখতে পান, যা আমি দেখতে পাই না'।[৩]

বর্ণিত হাদীছ দু'টি মোটেও অবোধগম্য নয়, বরং কল্পনাতীত এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা খাদীজা (রাঃ)-কে সালাম প্রেরণের মাধ্যমে নারী জাতির মর্যাদাকে চির উন্নত রাখার এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নযীর স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় হাদীছে জিবরীল (আঃ) নবী নন্দিনী আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম প্রেরণ করে নারী জাতির মর্যাদার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাই আলোচ্য প্রসঙ্গ 'সালাম' সম্পর্কেও অনুসন্ধান করলে আরও অনেক তাৎপর্যময় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। নূহ (আঃ)-এর আমলে ঐতিহাসিক প্লাবন সংঘটিত হয়। তাতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল, পবিত্র কুরআনে তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্লাবন শেষে নূহ (আঃ) সম্পুর্ণ নিরাপদ অবস্থায় তাঁর নৌযান হ'তে অবতরণ কালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ সালাম লাভ করেন। আল্লাহ বলেন,

يَنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ-

'হে নূহ! আমার পক্ষ হ'তে সালাম এবং আপনার নিজের এবং সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলোর উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন' *(হূদ ৪৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ-

'অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, সালাম তিনিও বললেন, সালাম' *(হূদ ৬৯)*।

একই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন,

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ-

'আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, সালাম, তখন তিনিও বললেন, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক' *(যারিয়াত ২৪, ২৫)*।

আসলে 'সালাম' একটি অপূর্ব সৌন্দর্যপূর্ণ অভিবাদন। তিনি সালামকে ইহলোক ও পরোলোক উভয় জগতের মাধুর্যপূর্ণ আবরণে বিস্তৃত করে রেখেছেন। অবশ্য উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইহলোক বা পার্থিব জগতে সালামের প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়নের প্রতিফলন রয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে জান্নাতে সালামের ব্যাপক প্রচলনের সুসমাচার পাওয়া যায়। সেখানে স্বাভাবিকভাবে জান্নাতীরা জান্নাতের বাগিচায় নিজেদের মধ্যে পরস্পর সালাম বিনিময় করবে এবং সালামই হবে তাদের শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা বাণী। এমনকি এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ পরিবেশে আনন্দের আতিশয্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জান্নাত বাসীদের 'সালাম' বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করবেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ- هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلَلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ- لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ- سَلٰمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ-

'এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগূল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে, আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' *(ইয়াসীন ৫৫-৫৮)*।

জান্নাতবাসীদের অভ্যর্থনার অনুকূলে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ-

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে এবং তাদের জন্য তার দরজা উন্মুক্ত করা হবে, তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুমার ৭৩)*।

বিশ্বজগতে বসবাসকারী বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলভুক্তদের অবগতির জন্য আল্লাহ বলেন, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম' *(ইবরাহীম ২৩)*।

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৭৮, 'গুণাবলী' অধ্যায়, 'রাসূলের (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের গুণাবলী' অনুচ্ছেদ।*

জান্নাতবাসীদের জান্নাতে বসবাসকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

'সেখানে তাদের প্রার্থনা হ'ল পবিত্র আপনার সত্তা হে আল্লাহ! আর শুভেচ্ছা হ'ল সালাম, আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' বলে *(ইউনুস ১০)*।

সালামের ঐতিহাসিকতা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। ইসলামকে সুপরিকল্পিতভাবে ও ব্যাপকভাবে মর্যাদায় উন্নীত করার মহান উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সমঝোতার বাণী সালামের আগমন হয়েছে। ইহজগতে পৃথিবীবাসীর জন্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে উহা প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং সালাম যেকোন ঈমানদার বান্দার নিকট প্রাতঃস্মরণীয় ঘটনা।

তবে বেহেশতের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রস্থলেও সালামের সুদৃঢ় ভিত্তি যেকোন কোমল হৃদয় ব্যক্তিকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। উপরের আয়াতগুলিতে বেহেশতবাসীদের মধ্যে সালাম অত্যুৎকৃষ্ট বাক্যরূপে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যেহেতু বেহেশতে কোন অসার বা অপ্রয়োজনীয় বাক্য নেই, উৎকৃষ্ট বাক্যই সেখানকার মূখ্য বিষয়। তাই সেখানে সালাম-কে উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর একে ধরণীর বুকে অবতীর্ণ করা হয়েছে অতীব সম্মান ও মর্যাদা সহকারে। এখানে আল্লাহ্র প্রতিটি বিশ্বাসী বান্দা 'সালাম'-এর মর্যাদাকে বেহেশত তুল্য জ্ঞানেই ব্যবহার করবে। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকেই সালাম এর প্রয়োগ বিধি উৎসারিত, অনুপ্রাণিত ও সমাদৃত। কুরআনের আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী এক মুসলমান অন্য মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করতে চাইলে, সেখানে গিয়ে প্রথমে গৃহবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম বলতে হবে, তারপর অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে। এই বিধানকে মুসলিম সমাজের অঙ্গীভূত করার মহৎ লক্ষ্যে আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ' *(নূর ২৭)*।

উপরের আয়াতে সালামের যথাযথ ব্যবহার ও সুন্দরতম পূণ্যজ্যোতি বিকশিত হয়েছে। আল্লাহ্র বহু গুণবাচক নাম রয়েছে, এগুলি সবই বরকতময় ও শীর্ষ[illegible] ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। 'আস-সালাম' ও তন্মধ্যে একটি নাম। এর দ্বারা আল্লাহ বিশ্বজগতের শান্তি প্রদান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সুদূর অতীতের নবী-রাসূলগণ যখনই আল্লাহদ্রোহীদের অত্যাচারে নির্যাতিত হ'তেন বা হওয়ার উপক্রম হ'তেন তখনই তাঁদের শান্ত্বনার প্রয়াসে শান্তি বাণী 'সালাম' প্রেরিত হ'ত। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণে পাওয়া যায়,

سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ 'ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক' *(ছাফফাত ১০৯)*। سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ 'মূসা ও হারূণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক' *(ছাফফাত ১২০)*। سَلٰمٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ 'ইলিয়াসের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' *(ছাফফাত ১৩০)*।

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

'পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিমিত্ত' *(ছাফফাত ১৮১, ১৮২)*।

উপরে বর্ণিত পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সালাম একান্ত মৌলিক ও তাৎপর্যময় এবং নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনা। অনুরূপ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'ফেরেশতা তাদের জান কবয করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। তোমরা যা করবে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ৩২)*।

পার্থিব জগতে মানবজাতিকে অগণিত সমস্যার মুকাবেলা করতে হয় এবং চিরাচরিত নিয়মে তা অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তে যে সংকটজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয়। কারণ ঐ মুহূর্তের ঘটনা সন্দেহাতীতভাবেই অলৌকিক এবং অসামান্য।

উপরের আয়াতে আমরা ঈমানদার ও মুমিন বান্দার সশ্রদ্ধ বিয়োগ বা পরলোকগমনের সুসংবাদ অবলোকন করেছি। কিন্তু পরক্ষণেই অবিশ্বাসী ও কাফের বান্দার মৃত্যু দশাও বর্ণিত হয়েছে। এদের মৃত্যু সংবাদের প্রত্যাদেশে মহান আল্লাহ বলেন,

'ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের [illegible] কেমন হবে? এটা এজন্য যে, তারা [illegible] করে, যা [illegible]

এ পৃথিবী মানব জাতির জন্য একটি সাময়িক আবাসস্থল। অথচ এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষকে ঘিরে কত আয়োজন, কত আড়ম্বর, কত নিরাপত্তা, তার সঠিক বর্ণনা জানা, শোনা, বলা, লিখা এমনকি কল্পনা করাও অসম্ভব। অবিশ্বাসীদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহেই মহামূল্যবান। তবে তাদের এই নিষ্ফল প্রয়াসের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতেই নয়, যদিও তারা তাই মনে করে। কারণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরই মানব জাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরকালীন জীবন আরম্ভ হয়ে যায়।

যারা কুরআনে বিশ্বাসী তাদের জন্য উপরোক্ত মৃত্যু সম্পর্কিত আয়াতগুলি দিবালোকের ন্যায় সত্য। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য ইহকাল, পরকাল ও মৃত্যু সবই সমান। যাহোক বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয়েই মরণের সম্মুখীন হয়। এই মহা সত্য অবলম্বনেই সালাম দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় সৌভাগ্যবান মৃত্যু পথযাত্রীকে। সুতরাং সালামের অসামান্য উপযোগিতা নিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ তা'আলা নীরবে ও সংগোপনে সালামের ভুবণবিখ্যাত আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন, যা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করতে ভুল করে ফেলি। প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের মাঝে অপর্যাপ্ত সালাম বিতরণ করা হয়। উহা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের অনন্য কারুকার্য ও মাধুর্য।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম, তখন বলতাম, 'আসসালামু আলাল্লাহি ক্বাবলা ইবাদিহী' বান্দাদের আগে আল্লাহ্‌র উপর সালাম। আসসালামু আলা জিবরীলা, আসসালামু আলা মীকালা, আসসালামু আলা ফু-লানিন' নবী করীম (ছাঃ) ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আল্লাহ নিজেই হ'লেন সালাম। যখন তোমাদের কেউ ছালাতে বসে, তখন যেন বলে, 'আত্তাহিইয়াতু লিল্লাহে ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়ারহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকা-তুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালেহীন'। সে যখন এটা বলবে তখন সাথে সাথে আসমান-যমীনে যত ছালেহ ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাহ আছে, সবার নিকট সালাম পৌঁছে যাবে। অতঃপর আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু বলে যা ইচ্ছা দো'আ করবে'।[৪]

অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) ছালাত শেষে তাঁর ডান দিকে সালাম প্রদান করতেন এই বলে, 'আসসালামু আলাইকুম ... বাম দিকেও সালাম প্রদান ... ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে।

পার্থিব জগতের সর্বত্র কিভাবে সালাম আদান প্রদান করতে হবে, এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীছের উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হ'লঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী বসা ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম প্রদান করবে'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম করা'।[৬]

আবু আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, সে তার আরেক মুসলমান ভাইয়ের সাথে পরপর তিন দিন একাধারে এমনভাবে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ রাখে, যখন দু'জন দেখা হয়, তখন একজন একদিকে আরেকজন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে যে প্রথম সালামের সূচনা করে, সেই উত্তম।[৭]

বর্তমান সমাজে মোটামুটিভাবে সালামের প্রচলন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হয় না। আমাদেরকে এ বিষয়টি খেয়াল রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি অবলম্বনে সালাম বিনিময় করতে হবে। আসুন! আমরা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ে তুলি এবং পার্থিব জীবনে সালামের শিক্ষা গ্রহণ করি, আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

---

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯, 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ।

৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৩, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।
৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩০, অধ্যায় ঐ।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

ঝলক জুয়েলার্স
... সাঈদুর রহমান
... রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
...কারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

দিশারী

‘দাওয়াত ও জিহাদ’ বইয়ের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

‘আজকাল কিছু কিছু সংবাদপত্র পড়লে মনে হয় যেন তারা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে’। গত ৭ মার্চ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, মোরশেদ খানের উপরোক্ত মন্তব্যের সাথে একমত হয়ে আমরাও নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, কতিপয় সংবাদপত্র মনে হয় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীর, মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং তার সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই যে, যে করেই হোক তাঁকে জঙ্গী নেতা প্রমাণ করতেই হবে। সম্পৃক্ত করতে হবে কথিত জামাআতুল মুজাহিদীনের সাথে। ক্ষুণ্ন করতে হবে দেশ-বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তি। স্বাধীন এই মুসলিম দেশটিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করতে হবে একটি জঙ্গী, সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে। এক্ষেত্রে তারা নতুন সংযোজন হিসাবে বেছে নিয়েছে তাঁর রচনাবলীকে। শিরোনাম দেখেই লুফে নেওয়া হয়েছে **‘দাওয়াত ও জিহাদ’** বইটিকে। ‘জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই ছিল ডঃ গালিবের লক্ষ্য’, ‘ডঃ গালিবের লেখা একটি বইয়ে তার জঙ্গী কানেকশনের তথ্য’ ‘জঙ্গী তৎপরতার দায়ে অভিযুক্ত ডঃ গালিবের জঙ্গী কানেকশনের আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য’ ইত্যাকার মুখরোচক শিরোনাম সহ প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে।

আমরা যারপর নেই হতবাক ও বিস্মিত হয়েছি বইটির ন্যক্কারজনক অপব্যাখ্যা দেখে। হতাশ হয়েছি এ কারণে যে, তথাকথিত সাংবাদিক বন্ধুগণ যে, গভীর থট (Thought) নিয়ে রচিত উক্ত ছোট্ট বইটির মর্মার্থ অনুধাবন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে বইয়ের ভিতরে নজর বুলানোর আগে প্রচ্ছদে তরবারীর মত লেখার ডিজাইন দেখে তারা আলবত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন যে, এই তো পেয়েছি ডঃ গালিবের জঙ্গী কানেকশনের চাঞ্চল্যকর কাহিনী। আর সেকারণেই নেগেটিভ মানসিকতার সর্বাত্মক পরিস্ফূটন ঘটিয়েছেন তাদের লেখনীতে। এক রকম জোর করেই তাঁকে জঙ্গী বানানোর মারাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছেন তারা। প্রচ্ছদ নিয়েই লিখেছেন লাইনের পর লাইন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর **‘দাওয়াত ও জিহাদ’** বইয়ের কোন পৃষ্ঠায় কি বলেছেন যে, সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করতে হবে? তখন বন্ধুগণ নিশ্চয়ই ‘লা জওয়াব’ হ'তে বাধ্য হবেন। কেননা এ রকম কোন লাইন বা ভাব উক্ত বইয়ের কোন প্রান্তেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। উক্ত বইয়ে জিহাদ সম্পর্কিত যে বক্তব্যগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তাদের মগজ তা সঠিক অর্থসহ ধারণ করতে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তারা গোলকধাঁধায় পড়েছেন এবং মুহূর্তেই জঙ্গী কানেকশনের মিথ্যা ও চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কারের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। তার আরেকটি কারণ এই হ'তে পারে যে, তারা বইটি হাতেই নিয়েছেন আমীরে জামা'আতকে জঙ্গীবাদী বানানোর মানসিকতা নিয়ে। ফলে এর মধ্যে ভাল কিছু থাকলেও তা তাদের নজরে পড়েনি।

আসলে আরবী পরিভাষা ‘জিহাদ’ শব্দটিতেই আমাদের যত আতঙ্ক, ভয়, শংকা ও বিরোধিতা। অথচ এই জিহাদ শব্দেরই বাংলা পরিভাষা হচ্ছে- যুদ্ধ, লড়াই, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, সাধনা প্রভৃতি। মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর, ওহোদ, খন্দক সহ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। ওহোদের ময়দানে কাফেরদের প্রস্তরাঘাতে তাঁর দু'টি দাঁত ভেঙ্গেছিল। মর্মান্তিক ভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন তায়েফের ময়দানে। ১৯৭১ সালে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তার আগে ব্রিটিশ বিরোধী অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম এই উপমহাদেশে সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) ‘জিহাদ আন্দোলন’, মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী তীতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১ খৃঃ) ‘মোহাম্মদী আন্দোলন’, হাজী শরীয়তুল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০ খৃঃ) ‘ফারায়েযী আন্দোলন’ অন্যতম। অনেক বীর-মুজাহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই এই উপমহাদেশে একদিন স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উদিত হয়েছিল। এরকম অসংখ্য জিহাদী ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা।

বন্ধুগণ! উদ্ধৃত ঘটনাগুলিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ণ করব? এগুলিকে জিহাদ বলব, না যুদ্ধ বা সংগ্রাম বলব? যেভাবেই বলি বা মূল্যায়ণ করি না কেন, এগুলি যে নিঃসন্দেহে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমরা উক্ত সকল জিহাদ বা যুদ্ধকে অস্বীকার করব? তাহ'লে তো আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে। কেননা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এই উপমহাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। ‘ইসলামের’ কারণেই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক।

আমীরে জামা'আত রচিত উক্ত বইয়ে তিনি কোন্ জিহাদের কথা বলেছেন। তিনি কি স্বাধীন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছেন? নাকি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা বলেছেন? কিসের ইতিহাস তিনি উক্ত বইয়ে তুলে ধরেছেন? দুর্ভাগ্য, নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে আমরা বইটি পাঠ করতে ব্যর্থ হয়েছি।

‘দাওয়াত ও জিহাদ’ বইয়ে মূলতঃ বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং বৃটিশ হটাও আন্দোলনে আহলেহাদীছ বীর সিপাহসালার অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বইয়ের ১৮-২২ পৃঃ পর্যন্ত যে ১৫ জন বীর মুজাহিদের তালিকা বিধৃত হয়েছে তারা সকলেই ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক। উক্ত বইয়ের কোথাও তিনি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের কথা

বলেননি। বরং তাঁর রচিত অন্যান্য বইয়ে এর তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। উক্ত বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠায় জিহাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহকে খুশী করার জন্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'জিহাদ' বলে। অন্য অর্থে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেও 'জিহাদ' বলে'।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একই পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'নফস কলুষিত হয় ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম, আলোচনা মজলিস, ক্লাব, দল, সংগঠন, সমিতি প্রভৃতি হ'তে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং দৈনিক দেহের খোরাক জোগানোর ন্যায় রূহের ঈমানী খোরাক জোগাতে হবে। সর্বদা দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী আমল ও প্রশিক্ষণ এবং দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে উঠাবসার মাধ্যমে রূহকে তাযা রাখতে হবে'।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, 'আল্লাহ বা তাঁর প্রেরিত শরী'আতের কোন বিধান সম্পর্কে মনের মধ্যে যখনই কোন সন্দেহ উঁকি মারবে, তখনই তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজের ঘরের জানালা পথে চোর উঁকি মারলে যেমন আমরা তার পিছু ধাওয়া করি, তেমনি মনের জানালা পথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন আদেশ বা নিষেধের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহবাদ উঁকি-ঝুকি মারলে তাকেও প্রথম আঘাতে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে'।

কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'হাত দ্বারা, জান দ্বারা, মাল দ্বারা ও অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও ফিসক্ব-ফুজূরীর বিরুদ্ধে মুমিনের গৃহকে লৌহ কঠিন দূর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। মুমিনের চিন্তা-চেতনা, কথা ও কলম, আয় ও উপার্জন সবকিছুই সর্বদা নিয়োজিত থাকবে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধার মত'।

জিহাদের হাতিয়ার সম্পর্কে তিনি তাঁর **'সমাজ বিপ্লবের ধারা'** বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটিঃ কথা, কলম ও সংগঠন'। অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা যেমন জিহাদ, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম চালনা করাও জিহাদ। আর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধই সাংগঠনিক জিহাদ।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি নিশ্চয়ই অস্পষ্ট নয়। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সশস্ত্র যুদ্ধকেই কেবল জিহাদ বলা হয় না। বরং যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, তোমাদের জান দ্বারা এবং তোমাদের যবান দ্বারা'।[১]

১. *আবূদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১; ছহীহ আবূদাঊদ হা/২১৮৬।*

'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত এবং সংগঠনের অন্যতম শ্লোগান 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দেশের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের তো প্রশ্নই আসে না। আমীরে জামা'আত রচিত কোন বইয়েই এমন নির্দেশ নেই। বরং এর বিরোধিতা করা হয়েছে তাঁর রচিত একাধিক বইয়ের একাধিক স্থানে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের বক্তৃতায়ও তিনি তীব্র ভাষায় এদেরকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এরপরও আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকেই জঙ্গীবাদের সাথে জড়ানোর ন্যক্কারজনক অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছি। যদি জিহাদ দ্বারা জঙ্গীবাদ ধরে নেওয়া হয় তবে সর্বাগ্রে পবিত্র কুরআনকে জঙ্গী গ্রন্থ ধরে নিতে হবে (নাঊযুবিল্লাহ)। কেননা কুরআনের প্রায় ছয় শত আয়াতে জিহাদ শব্দটি এসেছে। অতঃপর ইসলামও জঙ্গী ধর্ম এবং যে সকল মুসলিম সাংবাদিক বন্ধু এ বিষয়ে কলম ধরেছেন তারাও জঙ্গী ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে জঙ্গী।

কাজেই 'জিহাদ' শব্দ দেখলেই আৎকে উঠার এবং জঙ্গীবাদ ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। ইসলাম কখনো জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) জঙ্গী নবী ছিলেন না। ছাহাবায়ে কেরাম জঙ্গী ছিলেন না। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে বা কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে তিনি কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।[২]

পরিশেষে যে সকল সাংবাদিক বন্ধু অতি উৎসাহের সাথে 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইটির অপব্যাখ্যা করেছেন, আবিষ্কার করেছেন তথাকথিত জঙ্গী কানেকশনের চাঞ্চল্যকর তথ্য, তাদেরকে শুধু বলব, জণ্ডীসের রোগী পৃথিবী হলুদ দেখতে পাবে এটাই স্বাভাবিক। কালো সানগ্লাস পরলে পৃথিবী অন্ধকার দেখা যায়। জঙ্গীবাদের চশমা চোখে ধারণ করে ভাল কিছু পড়লেও সব জঙ্গী মনে হবে। সেকারণ আগে ঐ মুখোশটা খুলে অন্তত একটিবার নিরপেক্ষভাবে গভীর মনোনিবেশের সাথে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের রচনা সমগ্র পাঠ করে দেখুন, নিঃসন্দেহে আপনাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। অন্তত দেশের একজন খ্যাতনামা আলেমের বিরুদ্ধে এভাবে অন্যায় কলম চালনার পাপ থেকে মুক্তি পাবেন। কেননা দুনিয়ার ক্ষমতাই সবকিছু নয়। এরপরই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে পরকালের অনন্ত জীবন। সেখানেই আমরা সকলে ন্যায় বিচার পাব। সেদিন প্রফেসর গালিব নির্দোষ প্রমাণিত হ'লে আপনার কোন উপায়ান্তর থাকবে না। কাজেই কলমকে সংযত করুন। সাংবাদিক সততার বিষয়টি মাথায় রেখে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে সঠিক ভাবে নিজ দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ হোন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!!

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৩ পৃঃ।*

কবিতা

আহলেহাদীছের ডাক

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ ফের্কা নহে মাযহাব নহে
নহে কোন নতুন দল,
আহলেহাদীছ তাওহীদ বাদী
আন্দোলন যে নির্ভেজাল।
তাক্বলীদের ধার ধারে না
নহে কারো মুক্বাল্লিদ,
হাদীছ মানে ছহীহ পেলে
নেইকো ফিকির নেইকো যিদ।
আহলেহাদীছ রাসূলের দল
দল যে নবীর ছাহাবীর,
কুরআন-হাদীছ বক্ষে ধরে
শক্ত হয়ে রয় স্থির।
মাযহাব ভেঙ্গে আহলেহাদীছ
গড়ে কেবল একটি দল,
ঐকতানে বাঁধে কষে
বৃদ্ধি করে শক্তি বল।
পূর্ণ দ্বীনে বিশ্বাসী যে
আহলেহাদীছ তারই নাম,
শিরক ও বিদ'আত দুনিয়া হ'তে
মিটিয়ে ফেলা এদের কাম।
ইজমা ক্বিয়াস ফের্কার কথায়
এরা কভু ধার না ধারে,
আহলে রায়ের রায় মানে না
নবীর কথা তুচ্ছ করে।
সোজা পথে দল বেঁধে যায়
আহলেহাদীছ সেই কাফেলা,
অনেক পথের পথিক নহে
ভ্রান্তদের ঐ মুরীদ চেলা।
আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়
আয়রে তোরা এক কাতারে,
আল্লার রশি হাতে-দাঁতে
ধরি এবার শক্ত করে।

***

সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়ব

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়বে
যুগ যন্ত্রণার কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে
আবদ্ধ আমার পৃথিবী.
প্রতিনিয়ত বাজখাঁই গর্জনে
পরিপূর্ণ এ দীর্ঘশ্বাস
অপাঙ্গে প্রবাহিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস।
সুনীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের
উড়ন্ত পাখার আলতো স্পর্শ বিলুপ্ত,
চলন্ত জেটপ্লেনের কঠিন ডানার সংঘর্ষে
শান্ত আকাশ আজ বিদীর্ণ।
স্বচ্ছতা হারিয়ে নীল শূন্য নীল দরিয়াও
টর্পেডো সাবমেরিনের বর্জ্য পদার্থের
বিষাক্ত আস্তরণে আচ্ছাদিত।
সুবাসিত সমীরণ বিদ্রোহে সারাক্ষণ
তীব্র বারুদের গন্ধ ছড়াতে
স্বেচ্ছায় নির্গমন।
সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়বে
লুণ্ঠিত পৃথিবী নিঝুমে ঘুমায়
সবখানে বে-ইনছাফ,
বে-রহমে পরিপূর্ণ মুনাফেকী আবর্তের
কলংকিত কালিমায় প্রলেপ দোলা,
সঠিক সততা যেন উদ্ধত ভুজঙ্গের তিক্ত ফণায়।

***

স্বৈরাচারীর অত্যাচার

মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ওছমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

মুসলিম মোরা তোমার কাছে
অধম পাপী গুনাহগার।
তাই বলে কি থাকতে তুমি
বেদ্বীন হাতে খাইব মার?
কাফের মুশরিক বেদ্বীন যত
দল বেঁধেছে এক সাথে,
মারছে মোদের পশুর মত
মান ইয্যত নিচ্ছে লুটে।
অত্যাচার আর স্বৈরাচারে
জবর দখল করছে দেশ,
লুটছে তারা মান সম্পদ
ধ্বংসযজ্ঞে সর্বশেষ।
শক্তি হারা, ইয়াতীম মোরা
করবে কে তাদের প্রতিকার?
আল্লাহ ছাড়া মুসলমানের
রক্ষাকারী নাই যে আর!

***

সে

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ আবুল হোসাইন, হাশমতুল্লাহ, আয়েশা খাতুন, রেবেকা সুলতানা, মনোয়ারা খাতুন, আসমা খাতুন, খাদীজাতুল কুবরা, আসাদুযযামান, ফয়ছাল, আব্দুল্লাহিল কাফী ও আব্দুর রহমান।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। চীন ২। তিব্বত ৩। মিসর ৪। জাপান ৫। থাইল্যান্ড।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১। গুণ। ২। ১৬টি। ৩। ১২৫।
৪। তিন অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হবে। ৫। ১৯টি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)

১। আছাড় দিলে ভাঙে না, টিপ দিলে গলে
একবেলা না পেলে, বাঙালির না চলে।

২। দূরে দূরে দেখি তারে, পাইনাতো সীমানা
কাছে গেলে রয় দূরে, থাকে সে অজানা।

৩। কালো কালো বড় বনে, কালো হরিণ চরে
দুই ভাই ধরে তাদের, পড়শী নিয়ে মারে।

৪। ছড়া গান গায় ভাল, সবাই ভালবাসে
আমায় নিয়ে কেউবা কাঁদে, কেউবা আবার হাসে।

৫। কাটবে যত বাড়বে তত, হবে নাকো ক্ষয়
এমন বস্তু কি আছে, বল দেখি কি হয়।

❒ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্থান পরিচিতি)

১। কোন্ শহরকে 'ভারতের প্রবেশ দ্বার' বলে?
২। কোন্ শহরকে 'পাকিস্তানের প্রবেশ দ্বার' বলে?
৩। কোন্ শহরকে 'ভারতের উদ্যান' বলে?
৪। কোন্ স্থানকে 'ভূমধ্য সাগরের প্রবেশ দ্বার' বলে?
৫। কোন্ স্থানকে 'দক্ষিণের রাণী' বলে?

❒ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

খিরশিনটিকর, রাজশাহী ৫ ফেব্রুয়ারী শনিবারঃ অদ্য সকাল ৮.৪৫ মিনিটে খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মুসাম্মাৎ শিরিনা খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদ কমিটি পরিচালিত মক্তবের শিক্ষক মাওলানা মুশাররফ হুসাইন।

গাবতলী, বগুড়া ১৪ ফেব্রুয়ারী সোমবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ৪৫ মিনিট কালাইহাটা ফকির পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মুসাম্মাৎ শ্যামলী আখতারের কুরআন তেলাওয়াত এবং সিরাজুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম হুসাইন মাহমূদ। সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র মসজিদের মুয়াযযিন ফেরদৌস।

গাবতলী, বগুড়া ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর নশিপুর ইসলামিক সেন্টার সংলগ্ন মসজিদে সোনামণি হাফেয মিনহাজের কুরআন তেলাওয়াত এবং আবদুল্লাহ আল-মা'রূফের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

অত্র প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হুসাইন আল-মাহমূদ। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার মূল শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ।

হে মহান ব্যক্তিবর্গ!

আবু রায়হান (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
জেলে থেকে আজ,
কতই না কষ্ট সইছ।
বিনিময়ে পাবে স্বর্গ!
হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
তোমাদের তরে আজি
হৃদয়ে নাহি কোন দুঃখ।
তোমাদের পূর্ব পুরুষরা সবে
সইছে এমনি কষ্ট।
হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
কত মহান ব্যক্তি এসেছিল
পৃথিবীতে তোমাদের মত,
জেলে থেকে তাঁরা
জীবন দিয়ে হ'ল ধন্য।
হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
আজি তোমাদের কারাবরণ
তাদেরই সাদৃশ্য।
হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
তোমাদের হারিয়ে মোরা
হইনি স্তব্ধ।
চালিয়ে যাচ্ছি নিয়মিত
আমাদের সকল কর্ম।
হে মহান ব্যক্তিবর্গ!
তোমরা চলে গেলে,
হাযারো সুসন্তান নিবে জন্ম।
তাই আজ হৃদয়ে নাহি দুঃখ।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্মীয়মাণ সভামঞ্চ থেকে ৯ ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার

লাকসামে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে নির্মিতব্য সভামঞ্চ থেকে ৯ জন সন্দেহভাজন ভারতীয় নাগরিককে গত ১২ মার্চ গ্রেফতার করা হয়েছে। লাকসাম থানার এস আই হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে একদল টহল পুলিশ জনসভা উপলক্ষে নির্মিতব্য সভামঞ্চ স্থলে ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর লোকজন ছাড়াও ৯/১০ জন অপরিচিত লোককে দেখতে পায়। এ সময় পুলিশ তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা প্রথমে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে জানায়। পরে তাদের ৭ দিনের রিমাণ্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হ'লে ৪ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করা হয়। এদিকে এ ঘটনায় লাকসামে প্রধানমন্ত্রীর সফর স্থগিত করা হয়। তারা গত ৯ মার্চ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এক ব্যক্তি তাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসে এবং তারা লাকসাম স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠেয় জনসভার সভামঞ্চ তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিল। আটক ৯ জনই ত্রিপুরার অধিবাসী।

জানা গেছে বিএনপির সহ-সভাপতি স্বপন সাহা তার ভায়রা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব কোতোয়াল থানার শক্তিরায়ের মাধ্যমে ৯জন ডেকোরেশন কর্মচারীকে গত ৯ মার্চ লাকসামে আনেন এবং তাদের মঞ্চ নির্মাণের কাজে লাগান।

আটক ভারতীয়দের দলনেতা গৌতম ভৌমিক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, স্বপন সাহার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। লাকসামে সে আগেও এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চ নির্মাণের জন্য স্বপন সাহা আগরতলায় তার ভায়রা শক্তি রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে। শক্তি রায়ের কথায় সে ৫ মার্চ বিবির বাজার দিয়ে লাকসামে আসে। সেদিন স্বপন সাহা তাকে ৫০০ টাকা দেয় এবং কারিগর আনার জন্য বলে। ঐদিন সে লাকসামে অবস্থান করে। গত ৯ মার্চ বিবির বাজার সীমান্ত দিয়ে গৌতম ভৌমিক ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশে আসে এবং মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু করে। এদিকে লাকসাম থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর জানতে পেরে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

ফারাক্কার ২৯ বছর পর ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হ'ল টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী লংমার্চ

জকিগঞ্জ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ভারতের টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক লংমার্চ একাধিক কারণে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। গত ৯ মার্চ সকাল ৮ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গণ থেকে এই বিশাল লংমার্চ শত শত গাড়ীর বিশাল কাফেলা নিয়ে সিলেটের জকিগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ঐদিন সন্ধ্যায় গাড়ীর বহর সিলেট পৌঁছে। কাফেলায় অংশগ্রহণকারী লক্ষাধিক যাত্রী সিলেটে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন সকালে আবার কাফেলার যাত্রা শুরু হয়। বেলা ২টায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার লম্বা এই বিশাল কাফেলা জকিগঞ্জে এসে যাত্রা সমাপ্ত করে এবং বেলা ৩-টায় লাখ লাখ লোক এক মহাসমাবেশে মিলিত হয়। এই মহাসমাবেশে ২ লক্ষাধিক লোক অংশ নেয়। লংমার্চের উদ্যোক্তারা বাস, মাইক্রোবাস এবং গাড়ীর যে রেকর্ড বই প্রস্তুত করেন তা থেকে দেখা যায় যে, ৯৭৬টি গাড়ী তাদের রেকর্ড বুকে এন্ট্রি করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গাড়ীতে বোঝাই হয়েও মানুষ লংমার্চে সামিল হয়েছেন।

১৯৭৬-এর পর ২য় লংমার্চঃ উল্লেখ্য যে, ভারতের গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণর প্রতিবাদে আজ থেকে ২৯ বছর আগে মযলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে লাখ লাখ মানুষ ঢাকা থেকে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ করে। ১৯৭৬ সালের ১৬ মে লাখ লাখ মানুষের সেই মিছিল ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে বিপরীত দিকে বাংলাদেশ সীমান্তে এসে শেষ হয়। ২৯ বছর পর টিপাইমুখের ২০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের জকিগঞ্জ সীমান্তে এসে শেষ হয় এবারের লংমার্চ। এই লংমার্চের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। ভারতীয় নদী আগ্রাসন বিরোধী জাতীয় কমিটির ব্যানারে নেজামে ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন, হিজবুত তাহরীর ও ইসলামিক পার্টিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন শামিল হয়। মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নেতৃত্বে এসব দল ও সংগঠন এ ঐতিহাসিক লংমার্চের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার ফলেই অর্জিত হয়েছে এই দ্বিতীয় লংমার্চের বিপুল সাফল্য। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ভারতের নদী আগ্রাসন বিরোধী আরেকটি লংমার্চ হয়েছে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর জেলায়।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ

দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট থেকে আগামী নভেম্বরে ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। আরো ১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদনে যাবে আগামী ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ। আড়াইশ' মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে ৭৬ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমূদ গত ১১ মার্চ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গেলে প্রকল্প পরিচালক এ কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জোর তাকিদ দিয়ে বলেন, এ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উত্তরাঞ্চলের ব্যাপক ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিমন্ত্রী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত চীনা প্রকৌশলীদের যথাসময়ে কাজ শেষ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, নভেম্বরে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পের টারবাইন, জেনারেটর, বয়লার স্থাপনের কাজ ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফযলুল হক প্রতিমন্ত্রীকে জানান, দু'টি ইউনিটের ৯৭ শতাংশ যন্ত্রপাতি ও মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের পূর্তকাজ ইতিমধ্যেই শতকরা ৯৬ ভাগ শেষ

হয়েছে। ২৩০ কেভিজি ক্ষমতার উপকেন্দ্রের মালামালও সংগৃহীত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, জমি অধিগ্রহণ খাতে পিপি সীমা অতিক্রম করায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গভীর নলকূপ, পানির পাইপলাইন ইত্যাদি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ৭ দশমিক ৭৮ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ছাড়পত্র চেয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। এই ছাড়পত্র পেতে দেরী হ'লে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপিহার্য কুলিং কেন্দ্রের জন্য নলকূপ স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হবে।

১ হাযার ৬৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় ২০০২ সালের নভেম্বরে। সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় নির্মাণাধীন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ করছে চীনের সিএমসি, এসইইসি ও এসইইসি কনসোর্টিয়াম। চুক্তি মোতাবেক ২০০৬ সালের ২০ জানুয়ারীর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

আদম ব্যাপারীর খপ্পরে পড়ে দশ বাংলাদেশীর মর্মান্তিক মৃত্যু

আলজেরিয়ার কাছে ভূমধ্যসাগরে দিকভ্রান্ত ইঞ্জিনচালিত নৌকার যাত্রী হয়ে দীর্ঘ ৯ দিন খাবার ও পানির তীব্র অভাবে অবশেষে একে একে জীবন হারিয়েছে ১০ বাংলাদেশী। এরা সকলেই স্পেন প্রবাসের জন্য দেশত্যাগ করেছিল। খবরে প্রকাশ, এদের স্পেনে যাওয়ার ভিসা ও টিকিট সংগ্রহ করে দেয় ঢাকার দোহা ট্রাভেলস নামক একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকায় দুই ব্যক্তির প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে এই ১০ জনসহ আরও ২৪ জনের একটি দল দুবাই, মালি, মরক্কো হয়ে স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এই দলটি মরক্কোর সাগর তীর থেকে দালালের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকাটি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ায় এর জ্বালানি, খাবার এবং পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় ১০ জনের মর্মন্তুদ মৃত্যু ঘটে। জানা গেছে, তারা প্রত্যেকে বিদেশ যাত্রার জন্য দালালকে ছয় লাখ করে টাকা দিয়েছিল।

পুলিশ কি না পারে?

পুলিশ কি না পারে? বহুল প্রচলিত এ বাক্যটি গত ১লা মার্চ ছিল 'টক অব দ্য কান্ট্রি'। মা-বাবার কোলের নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে আছে তিন শিশু, আরেক শিশু তাকিয়ে আছে অপলকে- এই সব শিশু 'ডাকাতি মামলার আসামী' হয়ে জামিন নিতে এসেছে আদালতে। ঘটনাটি চট্টগ্রামের। ৩ ও ১ বছর, ৭ ও ৪ মাস বয়সী এসব শিশুকে ডাকাতি মামলার আসামী করেছে পুলিশ। আইনের কারণে মা-বাবার কোলে চড়ে এই শিশুদের আদালতে আসতে হয় জামিন নিতে। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ ধরনের ঘটনা অকল্পনীয় হ'লেও করিৎকর্মা চট্টগ্রাম পুলিশের দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা হিসাবে নযীর হয়ে থাকল এই ঘটনা। সংবাদপত্রে এই চার 'ডাকাতির আসামী'র ছবি প্রকাশিত হবার পর থেকেই সারাদেশে সৃষ্টি হয় কৌতুহলের, আলোচনার ঝড় ওঠে সর্বত্র। এই ঘটনা প্রমাণ করল আমাদের পুলিশ সব পারে। এরা মৃত ব্যক্তিকেও ডাকাত বানাতে পারে, যে কাউকে জঙ্গী সন্ত্রাসী বানাতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থানরত কাউকে বানাতে পারে সদ্য ঘটে যাওয়া কোন অপরাধের আসামী। আর এর ফলেই বেঁচে যায় প্রকৃত জঙ্গী, সন্ত্রাসী আর অপরাধীরা। আইনের রক্ষক এই পুলিশ বাহিনীর মনে হ'লেই হ'ল, মুহূর্তে যে কেউ বনে যাবেন উগ্রপন্থী, আবার যেকোন চরমপন্থীও এই পুলিশের কৃপায় হয়ে যেতে পারেন ধোয়াতুলসী পাতা।

প্রবাদে আছে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। এই প্রবাদকে সত্য মেনে আজ জনতা পুলিশকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই সর্বক্ষমতার পুলিশ বাহিনীর যারা নিয়ন্ত্রক, নীতি নির্ধারক তারাও মনে হয় একই প্রবাদে বিশ্বাস করেন। আর তাই 'ছত্রিশ ঘা' হবার ভয়ে তারাও বোধ হয় পুলিশকে এড়িয়ে চলেন। নইলে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের 'ডাকাতির আসামী' বানানোর মত মানবিকতা, নৈতিকতাবর্জিত কাজের সাহস পুলিশ পায় কোত্থেকে?

প্রকাশ্য ধূমপান নিষিদ্ধ

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে গত ১৩ মার্চ সংসদে ধূমপান ও তামাক জাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০০৫ পাস হয়েছে। এতে অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা পরিবেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করলে অনধিক ৫০ টাকা জরিমানা এবং বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের বিধান লংঘন করলে সর্বোচ্চ ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ হাযার টাকা জরিমান অথবা উভয় দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিলে পাবলিক প্লেস বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী-আধাসরকারী ও শায়ত্ত্বশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল, ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেল স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরী, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত পদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপনী ভবন, পাবলিক টয়লেট, শিশু পার্ক এবং সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যেকোন বা সকল স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

বিলে পাবলিক পরিবহন বলতে মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জলযানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক গেজেটের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য যেকোন যানকে বুঝানো হয়েছে।

ঋণের কিস্তি না দেওয়ায় ঘর ভেঙ্গে নিয়ে গেছে এনজিও কর্মীরা

সময়মত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ঋণ গ্রহীতার ঘর ভেঙ্গে নিয়ে গেছে এনজিও কর্মীরা। মানবাধিকার পরিপন্থী এ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৫ ফেব্রুয়ারী রংপুর সদর থানার বিন্যাটারী গ্রামে।

বিন্যাটারী গ্রামের মৃত প্রাণেন্দ্র নাথ এর পুত্র পরশ চন্দ্র বর্মন ২ সন্তান সহ স্ত্রীকে নিয়ে পৈত্রক ভিটায় বড় ভাইয়ের ঘরে বসবাস করছিল। পরশ দিন মজুরী করে সংসারের ব্যয়ভার বহন করত। কয়েক মাস পূর্বে পরশের স্ত্রী রূপালী রাণী 'আরডিআরএস' নামক একটি এনজিওর কেরানীহাট শাখা হ'তে ৪ হাযার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। রূপালী রাণী নিয়মমাফিক ৮ সপ্তাহের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সঞ্চয়ও জমা দেয়। অসুস্থতার কারণে অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে না পারায় ২/৩ কিস্তির টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়। আর এই অপরাধে এনজিও কর্মীরা গত ৫ ফেব্রুয়ারী পরশের ঘর ভেঙ্গে টিন, বাঁশ সহ আসবাবপত্র নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পরেশ রংপুর যেলা প্রশাসক এর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ করেছে।

বিদেশ

দ্রুত গলছে হিমালয়ের হিমবাহ

এশিয়ায় ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা

দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে হিমালয়ের হিমবাহ গলছে দ্রুত। আশংকা করা হচ্ছে হিমালয়ের হিমবাহগুলো যে হারে গলছে তাতে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে কোটি কোটি মানুষ ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ে সম্মুখীন হবে। দেখা দিতে পারে তীব্র অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকট। আর এ কারণে হিমালয়ের হিমবাহের উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও নেপালে প্রথম বন্যার প্রকোপ বাড়বে। তারপর নাব্যতার সংকট সৃষ্টি হবে এবং দেখা দিবে তীব্র খরা। অর্থাৎ নদীসমূহে পানির ঘাটতি দেখা দিবে এবং চরম পানি সংকটের মুখে পড়বে এসব নদী বিধৌত এলাকার কোটি কোটি মানুষ। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফাণ্ড ফর ন্যাচার্স গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম' (ডব্লিউডব্লিউএফ)-এর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে আভাস দেওয়া হয় যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবছর হিমালয়ের বরফের স্তর গড়ে ১০ থেকে ১৫ মিটার করে নীচে নেমে যাচ্ছে। এশিয়ার বৃহত্তম নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, সালওয়েন, মেকং, ইয়াংজি ও ইয়েলো নদী হিমালয়ের হিমবাহের উপর নির্ভরশীল। আর এসব নদী ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের কোটি কোটি লোককে বছর বছর ধরে পানির যোগান দিচ্ছে। বৃটেনের উদ্যোগে লন্ডনে আয়োজিত আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর বৈঠকে ডব্লিউডব্লিউএফ এ রিপোর্ট প্রকাশ করে।

গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়া মন্ত্রীদের কাছে ডাব্লিউডব্লিউএফ যে চিঠি প্রকাশ করেছে তাতে আগামী বিশ বছরের মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের স্তর এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন আর কিছুই করার থাকবে না। বিশ্বের উষ্ণতা তখন দু'ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত ও নেপালে এরই মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। নেপালের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা এরই মধ্যে দশমিক ৬ ডিগ্রী বেড়েছে।

সিঙ্গাপুরে কর্মজীবী লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে

সিঙ্গাপুরে গত চার বছরে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সরকারী প্রতিবেদনে গত ১৪ মার্চ এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। তবে এ বছর বৃদ্ধির এই হার হয়ত কিছুটা হ্রাস পাবে। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে। গত ডিসেম্বরে কাজ সৃষ্টির হার ছিল সবেচেয় বেশী। ৩২ হাযার ৭শ'টি নতুন চাকরির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় গত ডিসেম্বরে। সব মিলিয়ে ২০০৪ সালের শেষে সিঙ্গাপুরের কর্মীবাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২২ লাখ। দেশটির জনশক্তি মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। ডিসেম্বরের শেষদিকে সিঙ্গাপুরের বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। যা এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। যদিও ১৯৯৭-৯৮ সালে এশিয়ায় যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্ট হয় তার আগে সিঙ্গাপুরের বেকারত্বের হার ছিল ১ দশমিক ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাত্র দু'সপ্তাহ আগেই মার্কিন হার্ডডিস্ক কোম্পানী ম্যাক্সটর কর্পোরেশন জানায়, সিঙ্গাপুরে অবস্থিত তাদের দু'টি কারখানার মধ্যে একটিকে চীনে সরিয়ে নেওয়া হবে। এতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার সিঙ্গাপুরী তাদের চাকরি হারাবে।

বাংলাদেশী তরুণীর ইউরোপ জয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার পর থেকে পাশ্চাত্যে মুসলমানরা নানা ধরনের হুমকি ও নির্যাতনের মুখে পড়ে। বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়ে। মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী পোশাক পরে থাকে। এতে ছেলেদের ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা না হ'লেও মেয়েদের অনেককে সমস্যায় পড়তে হয়। ইউরোপের অনেক দেশেই এই অভিযোগ এনে ছাত্রীদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় যে, তাদের পরিধেয় ইসলামী পোশাক স্কুলের প্রচলিত পোশাকের বিকৃতি ঘটায়। অনেক দেশেই এ নিয়ে মামলাও দায়ের হয়েছে। কোন দেশে খোদ প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে নিরপেক্ষ না থেকে বর্ণবাদী মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছেন। ফলে মুসলিম তরুণ-তরুণীরা ইসলামী নিয়মানুযায়ী পোশাক পরে স্কুলে যেতে পারছিল না। অনেকের শিক্ষাজীবনও হুমকির মুখে পড়ে।

অথচ মুসলমান ছাড়া অন্যরা কিন্তু তাদের ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করলেও ইউরোপের স্কুল কর্তৃপক্ষরা সে বিষয়ে নীরব। যেমন- শিখ ও ইহুদী তরুণ-তরুণীরা ঠিকই তাদের ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ি ও টুপি পরছে। এতে পোশাকের নিয়ম ভাঙা হয়নি। অথচ মুসলিম মেয়েরা মাথায় হিজাব পরলেই যত প্রশ্ন। ফলে ইউরোপ জুড়ে ধর্মীয় পোশাক নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে এরই মাঝে আশাপ্রদ ঘটনা হ'ল, বৃটেনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মুসলিম ছাত্রী সাবিনা বেগমের পক্ষে রাজকীয় বৃটিশ আদালত রায় দিয়েছে। এর ফলে এখন থেকে সে ইসলামী পোশাক জিলবাব পরেই স্কুলে যেতে পারবে। সাবিনার বর্তমান বয়স ১৬ বছর। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর লণ্ডনের লুটন এলাকার ডেনবিগ হাইস্কুলে সে ভর্তি হয়। এখানে এক হাযারেরও বেশী মুসলিম ছাত্রছাত্রী আছে। প্রথমে সে সালোয়ার-কামিজ পরতো, যা স্কুলের আইনে অনুমোদিত ধরা হ'ত। পরে ২০০২-এর সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন জিলবাব পরিহিত অবস্থায় হাযির হওয়ায় তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের পর সে আদালতের শরণাপন্ন হয়। অতঃপর দীর্ঘ আইনী লড়াই শেষে সাবিনা ২ মার্চ আদালত থেকে তার পক্ষে রায় পেয়েছে। আগের রায় বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল কোর্ট সাবিনার ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়, স্কুলের ইউনিফর্ম নীতির মাধ্যমে সাবিনা বেগমের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

আদালতের রায়ের পর সাবিনা বেগম প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলে, মুসলমানদের মধ্যে যারা নিজস্ব মূল্যবোধ ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে চান তাদের জন্য একে বিজয় বলে আখ্যায়িত করা যায়। আর এ রায়ের ফলে এখন বৃটেনের অনেক স্কুল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুসলিম ছাত্রীদের জিলবাব পরিধান মেনে নিয়েছে।

মেয়েই একমাত্র সন্তান হলে ১ লাখ রুপি পুরস্কার

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার যেসব পরিবারে একমাত্র সন্তান হবে মেয়ে তাদের এক লাখ রুপি করে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রচলিত ছেলে সন্তানের প্রতি অতি আগ্রহ কমানো এবং ছেলে ও মেয়ের মধ্যকার আনুপাতিক হারে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই টাকাটা দেওয়া হবে

মেয়েটির বয়স যখন ২০ বছর হবে এবং তার পিতা-মাতা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে তখন।

দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা কম। কারণ গর্ভাবস্থায় সন্তান ছেলে না মেয়ে তা নিরূপণ এখন খুবই সহজ ব্যাপার এবং মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে অনেকেই অনাগ্রহী। কারণ তারা মনে করে, মেয়ে বড় হলে বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়ি চলে যায়। আর ছেলে বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে দেখাশোনা করবে।

৫ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর হাতে ৩৭৭ বাংলাদেশী নিহত, আহত ৪৬৬ জন

গত ৫ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও সে দেশের সন্ত্রাসীদের হাতে ৩৭৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৪৬৬ জন ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে ১ হাযার ৮৩৮ জন। একটি মানবাধিকার সংস্থা এই তথ্য প্রদান করেছে। এ হিসাব ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী হ'তে এ বছরের ১২ মার্চ পর্যন্ত। তাছাড়া উক্ত সময়ে গ্রেফতার হয়েছে ৪৯১ জন, অপহৃত হয়েছে ৮ শিশু সহ ৩৯ জন, নিখোঁজ ও ধর্ষিত হয়েছে ৫ জন।

মানুষের মগজ খাদক পিটার ব্রায়ানের কারাদণ্ড

মানুষের মগজ খাদক পিটার ব্রায়ানকে বৃটেনের আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছে। ওয়াল যাম স্ট্রোর অধিবাসী ব্রায়ান (৩৫) মানুষ খুন করে মগজ ভক্ষণ করে উল্লাস করত। মানুষ খুন করে মগজ ভক্ষণ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত গত ১৫ মার্চ এই রায় প্রদান করে। এতে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। ব্রায়ান ১৯৯০ সালে নিশা শেঠ নামীয় একজনকে খুন করে তার মগজ তেলে ভেজে ভক্ষণ করার মধ্য দিয়ে এই লোমহর্ষক কাজ শুরু করে। সে তার বান্ধবী চেরী হত্যা করে তার মগজও ভক্ষণ করেছে। আদালতকে দেওয়া জবানবন্দীতে সে জানিয়েছে তার কাছে মানুষের মগজ খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক।

নিউইয়র্কে জুম'আর ছালাতে ইমাম ও মুয়াযযিন মহিলা

নিউয়র্কে গত ১৯ মার্চে জুম'আর ছালাতের ইমামতি করেছে অধ্যাপিকা আমিনা ওয়াদূদ নামীয় একজন মহিলা। বিশ্বে এই প্রথম একজন মহিলা ইমাম ছালাতে পুরুষদের ইমামতি করল। মহিলা ইমামতির পাশাপাশি ঐদিন জুম'আর ছালাতের আযানও দিয়েছে একজন মহিলা। তবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে কোন মসজিদে এই মহিলা ইমামতি করতে পারেনি। ম্যানহাটান একটি খ্রীষ্টান গীর্জার কাছে সায়নত হাউসে জুম'আর ছালাত আদায় ও মহিলা ইমামতির ঘটনা ঘটে। সে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। ছালাত শুরু হওয়ার আগে কেউ জানতো না কোথায় এই মহিলা ইমামতি করবে। কারণ আগেই তার ইমামতি করার কথা প্রচার হওয়ায় ইমামতি না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই হুমকি[illegible] মসজিদের পরিবর্তে অন্যত্র ছালাত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে জুম'আর ছালাতে মহিলা ইমামতি করায় বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদগণ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন ইসলাম ধর্মে কোন মহিলাকে জুম'আর ছালাতে ইমামতি করার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য, ইসলামে ১৪শ বছরের ইতিহাসে জুম'আর ছালাতে কোন মহিলার ইমামতির ঘটনা এটাই প্রথম, যা ইসলাম বিদ্বেষীদেরই চক্রান্ত।

মুসলিম জাহান

ওসামাকে গ্রেফতারের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

-পারভেজ মোশাররফ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, তার সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে, প্রায় ১০ মাস আগে তারা ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতারের কাছাছি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ গত ১৫ মার্চ বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আল-কায়েদার সদস্য যারা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, এমন একটি সময় এসেছিল যখন ওসামাকে গ্রেফতারের বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ঘনিষ্ঠ মিত্র মোশাররফ বলেন, 'ওসামা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে সেটি প্রায় আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। সেটি খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, সম্ভবত ১০ মাস আগের ঘটনা। জেনারেল মোশাররফের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি জানায়, সেই সময়ের পর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওসামা বিন লাদেনের সম্ভাব্য অবস্থানস্থলের আর কোন হদিস পায়নি।

এদিকে কয়েকজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ জানান, ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী দুর্গম পার্বত্য সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি কোন একটি স্থানে আত্মগোপন করে আছেন। একজন পাকিস্তানী নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, নিরাপত্তা বাহিনী আফগান সীমান্তের কাছে উপজাতীয় এলাকায় আল-কায়েদার বিদেশী যোদ্ধাদের সন্ধানে ব্যাপক অভিযান চালায়। অভিযানকালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সীমান্ত বিরোধ মেটাতে সম্মত

প্রতিবেশী ২ মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া তেল সমৃদ্ধ একটি এলাকার দাবীর ব্যাপারে তাদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সম্মত হয়েছে। এতে করে উভয় দেশের মাঝে তেল উত্তোলন নিয়ে যে উত্তেজনা চলছিল তা প্রশমিত হয়েছে।

সুলাবেশি সাগরের একটি এলাকার মালিকানা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। উভয় দেশ ঐ এলাকাকে নিজ নিজ দেশের বলে দাবী করে আসছিল। গত মাসে তেল উত্তোলনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। এর প্রেক্ষিতে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা জাকার্তায় এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সকল সীমান্ত জটিলতা নিরসনে একমত হন। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিও প্রদান করা হয়। এদিকে আলোচনার পর

বিরোধপূর্ণ সুলাবেশি এলাকা হ'তে উভয় দেশ তাদের সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে।

পাকিস্তানে ওরস মাহফিলে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৩৫ জন নিহত

পাকিস্তানে এক ওরস মাহফিলে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। আহত হয়েছে ৪০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২০ মার্চ পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের একটি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, ওরস মাহফিলে যখন খাবার বিতরণ করা হচ্ছিল তখন বোমা বিস্ফোরণ হয়।

৫৬৪ ভারতীয় বন্দীকে পাকিস্তান মুক্তি দিয়েছে

৫ শতাধিক ভারতীয় বন্দী গত ২২ মার্চ পাক-ভারত সীমান্ত দিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতে প্রবেশ করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ নয়াদিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে বন্দী মুক্তির ঘোষণা দেওয়ার একদিন পর তাদের মুক্তি দেওয়া হল। ৫৬৪ জন বন্দীর অধিকাংশই জেলে। তাদেরকে লাহোর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত ওয়াগাহতে ভারতীয় কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব গোলাম মুহাম্মদ মোহতারেম গত ২২ মার্চ একথা জানান। বন্দীদের গত ২০ মার্চ সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীর কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পাকিস্তানে অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে ৪ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে তাদের আটক করা হয়। ওয়াগাহতে ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তা বলবিন্দার হ্যাম্পাল সাংবাদিকদের বলেন, এই প্রথম পাকিস্তান এত বিপুল সংখ্যক বন্দীকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

হ্যাম্পাল বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই দেশ দু'টির মধ্যকার শান্তি প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, আরব সাগরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে এবং প্রায়ই দু'টি দেশ অবৈধ মৎস্য শিকারী জেলেদের আটক করে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে আবার ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় সুমাত্রা দ্বীপে ৮ দশমিক ৭ মাত্রার প্রচণ্ড ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ২ হাযার লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের সিমিউলিও নামে একটি ক্ষুদ্র শহরে ১০ ফুট উঁচু একটি সামুদ্রিক ঢেউ এসে আছড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে নিয়াস উপদ্বীপে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ভিন্ন ভিন্ন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউসুফ কালার হিসাবে মৃতের সংখ্যা ২ হাযার। তবে তথ্যমন্ত্রী সুফিয়ান জলীলের মতে নিহতের সংখ্যা ১ শ' থেকে ২ শ'। নিয়াস উপদ্বীপের গুনাংসিতলি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ শহরের শতকরা ৭০টি ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে শহরটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

গত ২৮ মার্চ সোমবার স্থানীয় সময় মাঝ রাতের একটু আগে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের যে অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আঘাত হানে ঠিক একই অঞ্চলে গত ২৬ ডিসেম্বর ৯ দশমিক শূন্য মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল যা থেকে পরে সুনামি ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিরঘিজিস্তানে আবার অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা

মধ্য এশিয়ার দেশ কিরঘিজিস্তানে সরকার পতন ঘটেছে। দেশব্যাপী সরকার বিরোধী তুমুল বিক্ষোভের পর বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে ক্ষমতাসীন ৬০ বছর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ ২৪ মার্চ গণবিক্ষোভের মুখে পরিবার-পরিজনসহ দেশ থেকে পলায়ন করে উত্তর কাজাখাস্থানে রয়েছেন বলে জানা গেছে। ৫০ লাখ লোকের এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশটি হচ্ছে সোভিয়েত জর্জিয়া ও ইউক্রেনের পর তৃতীয় দেশ যেখানে সরকারকে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে সরে দাঁড়াতে হ'ল। বিক্ষুব্ধ জনতা ঝাঁকে ঝাঁকে সরকারী অফিসভবন সমূহ একের পর এক দখল করে নেয়। বিরোধী নেতা উলান শ্যামবেটভ বলেন, জনগণ লড়াই করেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং আকায়েভ পরিবারের দুঃশাসেনের বিরুদ্ধে। রাজধানী বিশকেক-এর নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে সেদেশের বিরোধী পক্ষ।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারীর বিতর্কিত নির্বাচনের জের ধরে ঐ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শুরু হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই টানাইয়েভ পদত্যাগ করেছেন। কিরঘিজিস্তানের বিদায়ী পার্লামেন্ট এক যরূরী অধিবেশনে মিলিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ইসেন বায়েভ কাদির বেকভকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছে। তিনি পার্লামেন্টে স্পীকার পদেও বহাল থাকবেন। অপর বিরোধী নেতা ফেলিক্স কুলপকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে বিদ্রোহীরা গত ২৪ মার্চ জেল থেকে বের করে আনে। তিনি আসকার আকায়েভকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিরঘিজিস্তানে নবনির্বাচিত পার্লামেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন নেতা কুরমান বেগ বাকিয়েভ। নয়া পার্লামেন্টও তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত করেছে। এর আগে বিদায়ী পার্লামেন্ট বাকিয়েভকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে। বাকিয়েভ ইতিমধ্যেই দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ এই ক্ষমতা দখলের নিন্দা করেন। তিনি এক ই-মেইল বার্তায় নিজেকে এখনও সেদেশের প্রেসিডেন্ট বলে দাবী করেন।

৪০ লক্ষ বছর আগের মানুষ

জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা ইথিওপিয়ার মনুষ্য প্রজাতির একটি অংশের কিছু হাড়ের যে অংশ আবিষ্কার করেছেন তা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ বছরের পুরানো বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর আগে ১৯৭৪ সালে যে মনুষ্য জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল এতদিন পর্যন্ত সেটিকেই প্রাচীনতম বলে মনে করা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাদের অনুমান সদ্য আবিষ্কৃত এই প্রজাতির মানুষ দু'পায়ে সোজা হাঁটতে সক্ষম ছিল।

হাসিতে হৃদযন্ত্র সচল থাকে

হাসি ব্যায়ামের মতই কাজ করে। তাই প্রতিদিন প্রাণ খুলে হাসা উচিত। এই হাসিতে হৃদযন্ত্র বা হার্ট থাকে তরতাজা ও ফুরফুরে। কারণ হাসির ফলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন হয় দ্রুত। রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায়। সক্রিয় হয়ে ওঠে হৃদয় নামের কলকাঠি। আমেরিকার গবেষকরা গত ৭ মার্চ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিষণ্ণতার ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঝুঁকির হার বৃদ্ধি পায়। ফ্লোরিডার আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির এক সভায় উপস্থাপিত দু'টি পৃথক সমীক্ষায় এ তথ্য জানা গেছে। ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যাণ্ড স্কুল অব মেডিসিনের ডক্টর মাইকেল মিলার বলেন, সপ্তাহে ৩ বার ৩০ মিনিট করে ব্যায়াম করুন। আর প্রতিদিন নিয়মিত ১৫ মিনিট করে হাসুন। এতে সম্ভবত হৃদযন্ত্রের রক্ত চলাচল সচল থাকতে সহায়ক হবে।

সমীক্ষায় বলা হয়, হাসির সময় রক্তের প্রবাহ গড়ে ৩২ শতাংশ বাড়ে। আর মানসিক অবসাদের সময় রক্তের প্রবাহ ৩৫ শতাংশ কমে যায়।

ক্যান্সার নিরাময়ে গাছ-গাছড়া

গ্রীসের একজন গ্রামীন ফার্মাসিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসার হারবাল ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন। এ দাবী করায় তাকে শেষ পর্যন্ত আদালতের মুখোমুখি হ'তে হয়েছে। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স থেকে এ খবর পাওয়া গেছে। ঐ ফার্মাসিষ্টের নাম খ্রিস্টোসার কারামেতাস। মধ্য গ্রীসের ট্রিকালায় তার বসবাস। গ্রামীণ গাছ-গাছড়া বা হারবাল উনুনে ফুটিয়ে সে ক্যান্সার নিরাময়ে সক্ষম এরকম ওষুধ তৈরী করতে পারে। এই দাবী করায় সেখানকার সরকারী আইনজীবী প্রাথমিকভাবে এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত গ্রীসের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ফলে রাতারাতি তিনি খ্যাতিমান বিশিষ্ট লোকে পরিণত হয়ে পড়েছেন। তার বাড়ীতে এখন গ্রীসের দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাযার হাযার ক্যান্সার রোগীর ভিড়। খ্রিস্টোসের বাড়ীটি এখন এক প্রকার তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টোস গ্রীসের সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার এই ওষুধ উদ্ভাবনের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার এই ওষুধ সেবন করে বছর খানেক আগে একজন প্রবীণ ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়েছেন। তবে তিনি এই ওষুধে কি কি হারবাল বা গাছ-গাছড়া প্রয়োগ করেছেন তার নাম বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

আবর্জনা থেকে তৈরী হচ্ছে জ্বালানী

ময়লা-আবর্জনা থেকে তৈরী হচ্ছে জ্বালানী। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে এর পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এসব জ্বালানী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়া হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় প্রযুক্তিতে আবর্জনা থেকে জ্বালানী (লাকড়ি) তৈরীর এ প্রকল্প শুরু করে ২ বছর আগে। হালিশহর থানাধীন আনন্দিপুর এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং স্টেশনের পাশে স্থাপন করা হয়েছে এই গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি টাকা। মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পটির উদ্যোগ নেন। প্রতিদিন বন্দরনগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা প্রায় লক্ষাধিক টন ময়লা আবর্জনা ও বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য ঐ ডাম্পিং স্টেশনে ফেলে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ময়লা-আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করে জ্বালানী কাঠ তৈরী করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ১০ টন জ্বালানী সরবরাহ করা যাবে বলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলী আবুল হাসানাত আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার মতে এই প্রকল্পের ফলে ডাম্পিং স্টেশন এলাকায় পরিবেশ দূষণরোধ এবং জ্বালানী কাঠের সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে এই প্ল্যান্ট থেকে জৈব সার উৎপাদন করার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রকৌশলীসহ মোট ২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ প্লান্টে কর্মরত আছেন।

বেশী ভিটামিন-ই'তে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে

ভিটামিন-ই ওষুধ ব্যবহার নিয়ে আবারো কথা উঠেছে। দীর্ঘ দিনের বিশ্বাসমতে, ভিটামিন-ই ব্যবহার করলে মানুষ সতেজ ও যৌবনদীপ্ত থাকে। তা হৃদরোগেরও মহৌষধ হিসাবে কাজ করত বলে বিশ্বাস করা হ'ত। কিন্তু সিকাগোর একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে, ভিটামিন-ই বেশী খেলে রোগীর মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া বহুমূত্র, শিরা অবসন্নতা রোগও বৃদ্ধি পেতে পারে। এই গবেষণার সংবাদটি প্রকাশ পেয়েছে গত ১৬ মার্চ আমেরিকার 'মেডিকেল জার্নাল এসোসিয়েশন' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় আরো প্রকাশ পেয়েছে, শরীরে ভিটামিন-ই বেশী গ্রহণের ফলে মানব দেহে প্রোস্টেট ক্যান্সারের মত কঠিন রোগও হ'তে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে

সম্পদ ও স্বীকৃতির জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার এশীয় প্রতিযোগী ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার ব্যবধান কমে আসছে। জর্জিয়ার 'ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিস স্কুল অব পাবলিক পলিসি'র চেয়ারম্যান ও প্রফেসর দিয়ানা হিকস্ বলেছেন, বহু দেশের সরকার তাদের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচী জোরদার করতে শুরু করেছে। বহু দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সানদিয়েগোতে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জাতীয় সভায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে।

সংগঠন সংবাদ

আমরা যে কোন চরমপন্থী মতবাদ ও নেগেটিভ মুভমেন্টের ঘোর বিরোধী

-সাংবাদিক সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী, ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

সম্প্রতি দেশের কতিপয় সংবাদপত্রে ও প্রচার মাধ্যমে তাঁকে জড়িয়ে যে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তার প্রতিবাদে আয়োজিত উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, উপস্থিত সাংবাদিক ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ! গত দু'দিন আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও প্রচার মাধ্যমে যেভাবে অপপ্রচার চলছে, তার বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আজ আমরা আপনাদেরকে এখানে আহ্বান করেছি। আপনারা কষ্ট স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেজন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ! আমি প্রথমেই বলে রাখছি যে, সম্প্রতি নাটোরের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আমাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার সাথে আমার ও আমাদের সংগঠনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আমি নিজে এবং আমাদের সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার যুব শাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যেকোন চরমপন্থী মতবাদ ও নেগেটিভ মুভমেন্টের ঘোর বিরোধী। আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় বিশ্বাসী এবং সে আলোকে সমাজ সংস্কার কামনা করি।

বন্ধুগণ! আমরা অজাতশত্রু নই। সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শৃংখলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য যাদেরকে আমরা সংগঠনের বড় কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি বা অন্য কাউকে কোন কারণে বহিষ্কার করেছি, তারা আমাদের বিরুদ্ধে এবং নেতা হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিরুদ্ধে যেকোন অপতৎপরতায় লিপ্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কথিত জঙ্গী সংগঠনের লোকদের নামে প্রচারিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সাথে ঐসব লোকদের কোন যোগসূত্র আছে কি-না সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তা খতিয়ে দেখে সঠিক বিষয়গুলি উদঘাটন করলে আমরা খুশী হব।

বন্ধুগণ! আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যেমন শিরক-বিদ'আত ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি, তেমনি জনকল্যাণের স্বার্থে বিদেশী দাতা সংস্থার মাধ্যমে এদেশে বহু জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ১৯৯৩ সালের ৩১ শে মে সরকারের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) তার যাত্রা শুরু করে এবং এযাবৎ রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, ঢাকা, বরিশাল সহ দেশের প্রায় সকল যেলায় ছয় শতাধিক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রয়েছে মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ। বর্তমানে রাজশাহী, বগুড়া, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে তিনশতাধিক ইয়াতীম প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা সহ সকল ব্যয় নির্বাহ করে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রাষ্টীদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে এবং সংশোধনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে তাদের মূল ব্যক্তিকে ২৩/৬/২০০১ ইং তারিখে আমরা মূল সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল পদসহ তাওহীদ ট্রাষ্ট ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর সদস্য পদ হ'তে অব্যাহতি দেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বাকী কয়েকজন ট্রাষ্টীর সাথে একজোট হয়ে আমাকে ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদ থেকে বহিষ্কারের প্রচেষ্টা চালায়। তখন আমি বাধ্য হয়ে আদালতের আশ্রয় নেই। যা এখন বিচারাধীন রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসাবে ট্রাষ্টের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আগের মতই আমি চালিয়ে যাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, ট্রাষ্টের আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত এসব লোকগুলি উল্টা আমার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে। যা ছিল নিঃসন্দেহে প্রতিহিংসামূলক এবং আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী। এমনকি ঐ ব্যক্তির বগুড়া শহরস্থ বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে তার পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মত লোমহর্ষক ও ডাহা মিথ্যা মামলা দায়ের করে আমাকে প্রধান আসামী বানিয়ে হেয় করার চেষ্টা করেছে। যা পরে আদালত থেকে খারিজ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে তাদের দায়ের করা অধিকাংশ মামলাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং দু'টি মামলা এখন ঢাকায় বিচারাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মামলা থাকার কারণে রাজশাহীতে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হ'তে পারছে না। এজন্য দায়ী বহিষ্কৃত ঐ ব্যক্তিটি ও তার সহযোগীবৃন্দ। আমি মনে করি আমার বিরুদ্ধে যাবতীয় অপপ্রচারের জন্য দায়ী সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত ঐ ব্যক্তিটি।

বন্ধুগণ! আমরা জনগণের স্বার্থে কিছু কাজ করেছি এবং করে যাচ্ছি। বিনিময়ে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করি। এর পিছনে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ আমার বা আমাদের কর্মীদের নেই। আমাদের কোন কিছুই গোপন নেই। আমাদের সব তৎপরতাই প্রকাশ্য। ইতিমধ্যেই আমার লিখিত তেইশের অধিক বই বাজারে বেরিয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত ডক্টরেট থিসিসটিও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সংগঠনের মুখপত্র গবেষণা মাসিক **'আত-তাহরীক'** বিগত সেপ্টেম্বর'৯৭ হ'তে রাজশাহী থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে যার মাসিক প্রচার সংখ্যা সাড়ে তের হাযারের উর্ধ্বে। যা বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য সহ ১৩টি দেশে প্রচারিত হচ্ছে। আমি নিজে যার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং বর্তমানে সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি।

বন্ধুগণ! আমার ও আমার সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন কিছু লেখার আগে আমার সাথে যোগাযোগ করে সঠিক তথ্য পরিবেশন

করার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং বিদ্বেষী মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে শিরোনাম দিয়ে প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় শরীক না হওয়ার জন্য আবেদন করছি। সাথে সাথে আমার সম্মান ও মর্যাদাহানিকর শিরোনাম দিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশের জন্য আমি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি এবং গতকাল ও আজকে সকালে জার্মান বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানে আমাকে জড়িয়ে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও মুখরোচক বাজে গল্প রটনার জন্য উক্ত বেতারের রাজশাহী ও বগুড়া প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের একপেশে ও মানহানিকর বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রচার মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পরিশেষে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সহ বিভিন্ন প্রচার মিডিয়ার প্রায় ত্রিশোর্ধ্ব প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর হিসাব রক্ষক জনাব মোফাক্কার হোসাইন, রাজশাহী যেলা সভাপতি আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

যরূরী মজলিসে আমেলা বৈঠক

ঢাকা, ৪ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ ঢাকা যেলা আন্দোলন কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এক যরূরী মজলিসে আমেলা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে অন্যায়ভাবে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বিভিন্ন যেলার একাধিক মামলার সাথে জড়ানো এবং বারবার রিমাণ্ডে নিয়ে হয়রানি করার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী সংগঠন। এ সংগঠন মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ [illegible] ফিরে আসার আহ্বান জানায়। যেকোন [illegible] আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবস্থান [illegible] দুঃখজনকভাবে বর্তমান সরকার কোনরূপ [illegible] যাচাই না করে বিচ্ছিন্ন, পরিকল্পিত ও সাজানো কিছু [illegible] ঘটনাকে পুঁজি করে [illegible] বরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিগণকে [illegible] অন্যায়ভাবে গ্রেফতার [illegible] অদূরদর্শিতা ও [illegible] পরিচয় দিয়েছে। [illegible] শতাব্দীর এই লোমহর্ষক নির্যাতন কখনোই বরদাশত করবে না। বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে সঠিকভাবে জানার জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুছলেহুদ্দীনঃ

বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনকে ভারপ্রাপ্ত আমীর মনোনীত করা হয়। অতঃপর সমাপনী বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত আমীর 'আন্দোলনে'র সকল পর্যায়ের কর্মীগণকে এই পরীক্ষার মুহূর্তে ভেঙ্গে না পড়ে পূর্বের ন্যায় যথাযথভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুক্ত নেতার চেয়ে বন্দী নেতার গুরুত্ব কম নয়। বরং অনেকাংশে বেশী। কাজেই আমরা যে আদর্শে উজ্জীবিত, যে প্রেরণা নিয়ে আমরা ময়দানে কাজ করছিলাম ঠিক একই আদর্শ ও প্রেরণা নিয়ে পূর্বের চেয়ে আরো গতিশীলতার সাথে কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি এই সংকট মুহূর্তে সকলকে আর্থিকভাবেও সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

দায়িত্বশীল বৈঠক

গাবতলী, বগুড়া ১৪ ফেব্রুয়ারী সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব কালাইহাটা ফকির পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র মসজিদের ইমাম হুসাইন আল-মাহমূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

ঢাকা, ২৩শে মার্চ বুধবারঃ অদ্য সকাল ৯ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা যুবসংঘের সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা শামসুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি' এদেশের নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠন। উক্ত সংগঠন সমূহ আল্লাহ প্রেরিত অহির বাইরে প্রচলিত কোন মতবাদের যেমন অনুসারী নয়, তেমনি কোন চরমপন্থী আন্দোলনেও বিশ্বাসী নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল সকল মানুষের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা। এখানে কোন প্রকার নৈরাজ্য, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গীবাদের স্থান নেই। একথাগুলিই 'আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর বক্তব্য ও লেখনীতে দলীল সাপেক্ষে তুলে ধরেছেন অসংখ্যবার।

ইহা সত্ত্বেও মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে সরকার সন্দেহজনক ভাবে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে রাতারাতি ৮/১০টি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে ঘৃণিত। আমরা সরকারের এ ভুল সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাই এবং অবিলম্বে আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি দাবী করছি।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিদ'আত পরিহার করতে পারব কি?

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম প্রধান দৈনিক পত্রিকা 'ইনকিলাব' এর গত ১৩ ডিসেম্বর'০৪ এর ৩য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামের একটি সংবাদ আমার নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। বরং আমার কাছে সেটিই ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। যদিও সংবাদটি তেমন দৃষ্টিতে পড়ার নয়। কিন্তু বক্তব্যটির যথার্থতা যদি বিশ্বের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীগণ অনুধাবন করতে পারতেন, তাহ'লে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হ'তে সময় লাগত না। সংবাদটি ছিল ফুরফুরার বার্ষিক ওয়ায মাহফিল উপলক্ষে ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহ্হার ছিদ্দীকী আল-কুরাইশীর একটি বিবৃতি। তাতে তিনি সকল ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ঐক্যের স্বার্থে বিদ'আত পরিহার করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে আমল করতে হবে'।

আমি জানিনা এই কথার তাৎপর্য কিভাবে উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন। তবে কি তাঁরা সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে 'আমল করছেন? এই দেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যায়, অসংখ্য ইসলামী দলের বহুবিধ বক্তব্য ও কর্মসূচী, পীর ছাহেবানদের খানকা-মাযারের ওরশ, ইছালে ছাওয়াব এবং হালকায়ে যিকিরের নামে শিরক-বিদ'আতের মহোৎসবের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ্র সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার প্রতিযোগিতায় আমরা লিপ্ত। এগুলির তাণ্ডবে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও শাশ্বত আদর্শ ম্লান হয়ে গিয়েছে। সকলেই অনুধাবন করতে পারছি মুসলমানদের অনৈক্যের কারণেই মূলতঃ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অশান্তি ও অধঃপতন! কিন্তু তারপরও কেন ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারছি না?

পীর ছাহেব হয়ত রোগ নির্ণয় করতে পেরেছেন। কিন্তু নিরাময়ের জন্য যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তার প্রয়োগ কি আমাদের বাস্তব জীবনে রয়েছে। তা কিন্তু নেই। আমরা অনেকেই কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলি বটে কিন্তু নিজের বুদ্ধি-নিজেদের বিবেক আচরিত মাযহাবের নিকট যিম্মী। তাক্বলীদে শাখছীর ভূত মাথায় রেখে কোনদিন মুসলিম ঐক্য হ'তে পারে না। তিনি ঐক্যের স্বার্থে বিদ'আত পরিহারের আহ্বান জানিয়েছেন। মূলতঃ অনৈক্যের গোড়াপত্তনও এখানে। সুন্নাহ্র পথ ত্যাগ করার কারণেই মূলতঃ শী'আ, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা, 'আশারিয়া এবং জাবরিয়া, ক্বাদ্রিয়া মতবাদেরই শুধু জন্ম হয়নি, বরং অন্যান্য মাযহাবেরও সৃষ্টি হয়েছে। বিধায় বিদ'আত পরিহার করতঃ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর সম্পূর্ণরূপে আমল করতে হ'লে সর্বপ্রথম সকল মতবাদ ও মাযহাব নিঃশর্তভাবে ত্যাগ করতে হবে। সরাসরি নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস আল্লাহপ্রদত্ত সর্বশেষ অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই মুসলিম ঐক্য সম্ভব। আল্লাহ প্রেরিত অহির ভিত্তিতেই কেবল মুসলিম ঐক্য সম্ভব, অন্য কোন পথে নয়। যে উদাত্ত আহ্বান যুগ-যুগান্তর শুধু নয় সহস্রাব্দ কাল হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দিয়ে আসছে। তাইতো এই আন্দোলন কোন মতের নাম নয়, বরং তা হ'ল সালাফে ছালেহীনের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন ও পথের নাম।

এই আন্দোলন সর্বদা শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে সক্রিয়। তাওহীদ ও সুন্নাহ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তাইতো বিদ'আতীরা তাদেরই টার্গেট করেছে। বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'বিদ'আতে হাসানাহ্'র উদ্ভব ঘটিয়েছে। আর যার মাধ্যমে তারা অব্যাহতভাবে সকল বিদ'আতের বৈধকরণ করে চলেছে। অথচ মহানবী (ছাঃ) বলেন, كل بدعة ضلالة 'প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা'। বিদ'আতীদের অনেকগুলো মুখপত্র সুন্দর সুন্দর নাম ধারণ করে বিদ'আত চর্চার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ্র মর্যাদা যেমন বিনষ্ট করছে, তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ্র অনৈক্যকে আরো জোরাল করছে। বিদ'আতের অপব্যাখ্যা ও নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং কপোল-কল্পিত বিশ্লেষণ ও দেওয়াল লিখন অব্যাহতভাবে মহাসমারোহে চলছে। তবে কোন্ কল্যাণ আমরা বয়ে আনব এই ঘুনে ধরা সমাজের জন্য! নিজেদের প্রণীত উছূল স্বার্থোদ্ধত ফিক্বহের মাধ্যমে আমরা মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র আর কত অপমান করব? তাহ'লে আমরা দাউদ-হায়দার, সালমান রুশদী ও হ্যান্স অপেক্ষা কোন অংশে পিছনে রইলাম কি?

তাই আবারো বলতে চাই, ঐক্যের স্বার্থে বিদ'আত পরিহারের জন্য ফুরফুরার পীর ছাহেবের যে উদাত্ত আহ্বান এই উপলব্ধি আমাদের সকলের হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে। বিদ'আত পরিহার ব্যতীত যেমন মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও শান্তি আসবে না, তদ্রূপ পরকালে মুক্তিও পাওয়া যাবে না। বিদ'আত মুক্ত জীবনের মাধ্যমেই অখণ্ড মুসলিম উম্মাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই মুসলমানগণ লাভ করবে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা। সেই আলোকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। অজ্ঞতার বেড়াজাল ছিন্ন করে অহির জ্ঞান দ্বারা সমগ্র হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে তুলতে হবে।

এখন প্রশ্ন পীর ছাহেবের এই আহ্বান তাঁর অসংখ্য মুরীদসহ এই দেশের পেটপূজারী আলেম, পীর-মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীন কি আদৌ উপলব্ধি করতে পারবেন? কেননা বিদ'আত তো সুমিষ্ট। কেননা এতে হাদিয়া-নযরানা, দামী খানা-পিনা ও জৌলুসপূর্ণ চলা-ফেরা সব বন্ধ হয়ে যাবে। সুন্নাহ্কে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য ইস্পাতের মত কঠিন ও সুদৃঢ় হ'তে পারব কি? অবশেষে প্রশ্ন মুসলিম ঐক্য

প্রতিষ্ঠা ও মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা বিদ'আত পরিহার করতে পারবো কি?

❒ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
সুপারিনটেনডেন্ট, ভারাডাংগী দারুস-সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিরল, দিনাজপুর।

আত-তাহ্রীক যেন এক আলোকবর্তিকা!

'আত-তাহরীক'-এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ২০০২ সালের মাঝামাঝিতে। প্রবাসে এসে যেন আলোর সন্ধান, সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ পেলাম এখানকার 'ইসলামিক দাওয়া সেন্টার'-এর মাধ্যমে। সেখানেই 'আত-তাহরীক'-এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন সবেমাত্র আমি আহলেহাদীছ হয়েছি। তারপর একের পর এক মাসিক সংখ্যা পড়তে থাকি। আমি যেন গভীর সমুদ্রে এক আলোকবর্তিকার সন্ধান পেলাম। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এত বছর যাবত ইসলাম সম্পর্কে যা জেনে এসেছি, তা যেন একটি বজ্রাঘাতে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। আসলে এটাই বাস্তব। মিথ্যাকে চুরমার করে দিয়ে সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। বর্তমানে আমাদের পরিবারে অন্যান্য পত্রিকার জায়গায় 'আত-তাহরীক' স্থান করে নিয়েছে 'তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪' এ অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল আমার একান্ত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। সত্যের দাওয়াত সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই আমাকে আশ্চার্যান্বিত করেছে। বর্তমানে যেখানে বিভিন্ন দল দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য কাজ করছে সেখানে তারা দুনিয়াবী স্বার্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে গ্রামের পর গ্রাম সফর করছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। আমীরে জামা'আতের 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' মূল্যবান গ্রন্থটি যেন একটি বিপ্লব। এছাড়া ছালাতুর রাসূল প্রভৃতি বইগুলো যখন পড়ছিলাম তখন আমার মনের মাঝে যেন প্রচণ্ড গতিতে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়ে আমি যেন প্রবেশ করলাম এক সত্যের ভুবনে।

বর্তমানে 'আত-তাহরীক' ইন্টারনেটে এসেছে। এ যেন আরো এক ধাপ অগ্রগতি। এখন আর ডাক বিভাগের দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে না। প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আত-তাহরীক পেয়ে যাচ্ছি। আত-তাহরীকের আরো উন্নতির জন্য নিম্নে কয়েকটি প্রস্তাব বর্ণিত হ'ল। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন-

(১) আত-তাহরীকের কলেবর বৃদ্ধি করে ৬৪ পৃষ্ঠায় উন্নীত করা। তখন বিনিময় মূল্য ১৫ টাকা রাখা যেতে পারে।
(২) প্রশ্নোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ এ উন্নীত করা।
(৩) প্রবন্ধের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা।
(৪) নিয়মিত আল-কুরআনের তাফসীর সংযোজন এবং
(৫) বছর শেষে প্রশ্নোত্তরগুলো বিষয়ভিত্তিক পৃথক পুস্তক আকারে বের করা।

পরিশেষে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা 'আত-তাহরীক' এর আরো অগ্রগতি এবং এর সংশ্লিষ্ট সকলের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

❒ কামাল হোসাইন
পোঃ বক্সঃ ৩১৬৩৭, আল-খোবারঃ ৩১৯৫২, সঊদী আরব।

আমি কেন আহলেহাদীছ হ'তে চাই

ইসলামী রাষ্ট্র হোক বা না হোক একজন মুসলিমকে সর্বদা জামাতবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। একজন ঈমানদার নেতৃত্বের অধীনে সুশৃঙ্খল জীবন কাটাতে হবে। আমাদের দেশে এখন অনেক ইসলামী সংগঠন বিদ্যমান। নেতারা নিজ নিজ সংগঠনভুক্ত করার জন্য সকলকে দাওয়াত দিচ্ছেন। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত অসংখ্য মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছি।

অধিকাংশ ইসলামী দলই আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার সাথে একাকার হয়ে গেছে। তারা বুলেট আর ব্যালটের রাজনীতিতে নেমেছেন। ভোট ভিক্ষার জন্য ভোটারদের মনোরঞ্জন করতেই তারা সদা ব্যস্ত। শিরক-বিদ'আত দূরীকরণের জন্য সংস্কারমূলক কথা বলতে গেলে যদি জনপ্রিয়তা কমে যায়, এজন্য তারা মুখ বুজে থাকেন।

আর অপরদিকে চলছে মাযার ও পীর পূজা। একদল মানুষ বালা-মুছীবত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পীরের দরগাহে দৌড়াচ্ছে। তাদের ধারণা পীরেরা গায়েবের জ্ঞান রাখেন। এমনকি আখেরাতে মুক্তির জন্যও পীরের মুরীদ হওয়াকে তারা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এসব মানুষের অন্ধত্বকে পুঁজি করে এদেশে এখনও মাযার তথা ওরছ ব্যবসা বেশ জমজমাট।

আল্লাহ তা'আলার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা এজন্য যে, জীবনের সর্বাবস্থায় জীবনাদর্শ হিসাবে যখন ইসলামকে মেনে নেওয়ার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকুতি অনুভব করি, তখনই একদল লোকের সাথে পরিচয় হ'ল, যারা নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' হিসাবে দাবী করেন। যতটুকু জেনেছি, এটা ইসলামের মধ্যে নতুন কোন দল বা ফের্কা নয়। 'আহলেহাদীছ' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের আমল থেকে চলে আসা নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাবাহী এক ইসলামী আন্দোলনের নাম। এঁরা যাবতীয় বিজাতীয় মতবাদ এবং মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের উর্ধ্বে। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তাঁরা সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান। এঁদের সাথে সম্পৃক্ত হ'তে পেরে এবং মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকাসহ আহলেহাদীছ বিদ্বাগণের রচিত কিছু পুস্তিকা পড়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

❒ তারিক
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ মি'রাজের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ফরজ ছিল কি? ফরজ থাকলে নিয়ম কি ছিল এবং কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত ফরজ ছিল? নবুঅতের কত বছর পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়?.

-মুহাম্মাদ আফছার আলী
বেনীচক
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মি'রাজের রাত্রি পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা মুমিনের ৫৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে দুই ওয়াক্তে দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা ফরয ছিল *(মুখতাছার সীরাতির রাসূল, পৃঃ ১১৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৭৬; আত-তাহরীক, জুন ২০০০ প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮)*। 'মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ)'-এর একটি বর্ণনা হ'তে ধারণা পাওয়া যায় যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়েও অনুরূপ দুই ওয়াক্ত ছালাত ছিল *(ঐ, পৃঃ ১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' প্রাপ্ত হয়েছিলেন রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার শবে কদরে মোতাবেক ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

মি'রাজ কবে সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছয় ধরনের মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ইসরার বর্ণনা মতে অনুমান করা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নবুঅতের দশম বৎসরের পরে, তথা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে। কারণ খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বছরে রামাযান মাসে। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত খাদীজার মৃত্যুর পূর্বে ফরয হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, নবুঅত প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ সূদ কি শুধু সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়, নাকি বিভিন্ন জাতীয় জিনিসের মধ্যেও হ'তে পারে?

-আব্দুস সাত্তার
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তরঃ সমজাতীয় বস্তু কম-বেশীর তারতম্যে গ্রহণ করলে সূদ হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি সমজাতীয় না হয়, তাহ'লে নগদে কম-বেশী লেনদেন করলে সূদে পরিণত হবে না। উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সোনার বদলে সোনা, চাঁদির বদলে চাঁদি, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশী না করে) একই রকমে সম পরিমাণে ও নগদে হ'তে হবে। যখন ঐ বস্তুগুলির মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮ 'সূদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ আমি ছালাত আদায় করি কিন্তু দাড়ি রাখি না, আমার ছালাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে কি? সুন্নাত ছালাত শেষে সালামের পরে কি দো'আ পড়তে হবে?

-মুস্তা'ছিম
চুপিনগর, মাঝিরা, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দাড়ি না রাখা প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু কবূল হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তবে দাড়ি রাখা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত, যা না রাখলে শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার কারণে গুনাহ্গার হ'তে হবে এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করা হ'তে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা গোঁফ খাট কর ও দাড়ি ছেড়ে দাও এবং এ ব্যাপারে মুশরিকদের বিরোধিতা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু *(আলে ইমরান ৩১; শায়খ বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩/৩৬৩-৩৭৬)*। ফরজ ছালাত শেষে সালামের পরে যে সমস্ত যিকির করা হয়, সুন্নাত ছালাত শেষেও ঐ সমস্ত যিকির করা যায়।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সঠিক তথ্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন
শেখ আমানুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মানুষের বাড়াবাড়ি চরম সীমায় পৌঁছলে, অন্যায়-অবিচার ও পাপ বৃদ্ধি পেলে, আল্লাহ্র কথা ভুলে তাঁর নাফারমানি করলে আল্লাহ তা'আলা বড় বড় আযাব দিয়ে মানব জাতিকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তার মধ্যে এক ভয়াবহ গযব হ'ল ভূমিকম্প। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সতর্ক করে দেন। যাতে মানুষ আল্লাহ্র অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর একত্ববাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে' *(রূম ৪১)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি, পিছনে হা[illegible] [illegible] জাহান্নামী ব্যক্তিদের চিহ্ন।

কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আফফানুল্লাহ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের কথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রাখতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮১)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ জমি, গরু-ছাগল, আসবাবপত্র ইত্যাদি বন্ধক রাখার বিধান জানতে চাই।

-ইকবাল হোসাইন
গার্জিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে জামানত স্বরূপ গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং আসবাবপত্র বন্ধক রাখতে পারে। তবে জমি বন্ধক রাখা জায়েয নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২/২৭৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং দুধ পান করা যায়। আর যে জন্তুর প্রতি আরোহণ করা হয় এবং যার দুধ পান করা হয় তার খরচ বহন করতে হবে' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যবস্তু ক্রয় করেছিলেন এবং সেই ইহুদীর নিকট জামানতস্বরূপ একটি বর্ম রেখে ছিলেন *(বুখারী ১/৩৪১ পৃঃ মীরাট ছাপা)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ অসুস্থতার কারণে কোন ব্যক্তি ১৭দিন দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে এমনকি ইশারা ইঙ্গিতেও ছালাত আদায় করতে না পারলে তাকে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-ইবরাহীম খলীল
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তার উপর ছালাত আদায় করা আবশ্যক নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪, 'অসুস্থ ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। মহান আল্লাহ বলেন, لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا– 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের ভার অর্পণ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ কোন হিন্দু ব্যক্তির সাথে কোন মুসলমান মুছাফাহা করলে পাপ হবে কি?

-সোহেল রানা
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মুছাফাহার বিধান [illegible] মুসলমানের মধ্যে। [illegible] পাপ মোচন হয়ে যাবে' *([illegible], তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। তবে কোন অমুসলিমের সাথে নিতান্ত প্রয়োজনে মুছাফাহা করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে মুছাফাহার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে। তবে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে আগে কোন অমুসলিমকে সালাম প্রদান করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী নাছারাদের প্রথমে সালাম কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*। আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী-নাছারারা সালাম দিলে জবাবে শুধু وَعَلَيْكُمْ (ওয়া আলায়কুম) বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ 'তাহাজ্জুদের ছালাত একবার শুরু করলে নিয়মিত আদায় করতে হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া অন্যায়' কথাটি কতটুকু সত্য?

-আরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেকোন আমল স্থায়ীভাবে করাই শরী'আত সম্মত। বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর আমল তাই যা নিয়মিত করা হয়ে থাকে, যদিও তা কম হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১২৪১ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হইও না, যে প্রথমে তাহাজ্জুদের জন্য রাতে উঠত, এখন রাতে উঠা ছেড়ে দিয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৩৪ 'রাতে উঠার জন্য উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন কারণ বশত ধারাবাহিকতা ধরে না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে না।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ সূরা 'ক্বাফ'-এর ৪০ নং আয়াত দ্বারা কি ফরয ছালাতের পরে প্রশংসামূলক তাসবীহ পড়ার নির্দেশ প্রমাণিত হয়? অনুরূপ সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াত দ্বারা কি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয প্রমাণিত হয়?

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ১ম আয়াতের অর্থ হ'লঃ 'অতএব সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব-এর হাম্দসহ মহিমা বর্ণনা কর' *(ক্বাফ ৪০)*। উক্ত আয়াত দ্বারা ফজর ও আছরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো ছালাত ছাড়বে না। তারপর তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। তবে অন্য বর্ণনায় এর দ্বারা রাতে-দিনের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শেষে তাসবীহ-তাহলীলকেও বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে [illegible] ছালাতের পরে তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন *(বুখারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৭১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ সূরা হিজরের আয়াত দ্বারা ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা বারবার পাঠ করা প্রমাণিত হয়। এজন্য তাকে سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ বলা হয়। সুতরাং আয়াত হিসাবে ছালাতের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ চাঁদ উঠেছে এই ধারণায় এক লোক ছিয়াম রাখে। পরদিন জানতে পারা যায় যে, চাঁদ উঠেনি। এমতাবস্থায় লোকটি ছিয়াম পালন করবে না ছেড়ে দিবে?

-মুহাম্মাদ ফযলুল করীম
টবর, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ছিয়াম ছেড়ে দিবে। ৩০শে শা'বান পূর্ণ না হ'লে চাঁদ দেখার অনুমান করে সন্দেহের উপর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম ও ইফতার করবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায় তবে তোমরা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ হিন্দু লোকের দান করা জিনিস মসজিদের নির্মাণ কাজে লাগানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুল করীম
ঘটবর, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ হিন্দুদের দান দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের দান গ্রহণ করেছেন। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসাবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্যকালে মক্কার কাফেররা কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ একজন বিশিষ্ট আলেম সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা মাযহাব মানার নির্দেশ দিয়েছেন। তার উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক কি-না? أولي الأمر এর সঠিক ব্যাখ্যা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবুর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ এ আয়াত দ্বারা কোন ইমামের তাক্বলীদ (মাযহাব) সাব্যস্ত হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে, أولي الأمر এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত *(ফাতহুল ক্বাদীর ১/৪৮১ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ আমি একজন নিঃসন্তান মানুষ। তবে আমরা চার ভাই দুই বোন। তারা সবাই বেঁচে থাকা সত্ত্বেও দুই জন ভাতিজী ও একজন ভাগিনাকে আমি সন্তান হিসাবে লালন-পালন করছি। এমতাবস্থায় আমি হজ্জে যেতে চাই এবং যাওয়ার পূর্বে আমার সম্পত্তি আমার ভাই-বোনকে না দিয়ে পালক ভাতিজী ও ভাগিনার মাঝে বণ্টন করে দিতে চাই। এখন প্রশ্ন হ'ল, নিজ ভাই-বোনকে মাহরূম করে এটা করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ বিন ফয়েয
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ব্যক্তির নিজ ভাই-বোন বেঁচে থাকা অবস্থায় তার ভাতিজী ও ভাগিনা উক্ত সম্পত্তির মালিক হবে না। তবে তার মূল সম্পত্তি থেকে অছিয়ত স্বরূপ তাদেরকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে পারে *(বুখারী ও মুসলিম হা/৩০৭১)*। উল্লেখ্য যে, যদি উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছগণ তাদেরকে সম্পত্তি দেওয়াতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ ভারতের কোন কোন স্থানে মহিলাদেরকে ক্ষুধার তাড়নায় বিক্রি করা হয়। সে সমস্ত মহিলাদেরকে ক্রয় করে দাসী রূপে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আল-মাহমূদ মোড়ল
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ক্ষুধার তাড়নায় অথবা জোরপূর্বক নিয়ে যেয়ে বিক্রি করা এবং ক্রয় করে দাসী রূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী। এটা ঐ দাস-দাসী নয় যেটা যুদ্ধে যেয়ে অমুসলিমদেরকে বন্দী করে দাস-দাসী রূপে ব্যবহার করা হ'ত অথবা কিছুর বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত *(বিস্তারিত দ্রঃ ডিসেম্বর'০৩ প্রশ্নোত্তর ৩/৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ ৯৯ বছর বয়সের জনৈক বৃদ্ধ একজন যুবতীকে বিবাহ করেছে। এরূপ বিবাহ কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল হাসীব
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির যদি বিবাহের ক্ষমতা থাকে এবং মেয়ের অভিভাবক বিবাহে রাযী থাকে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এ বিবাহ জায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। নয় বছর বয়সে তাদের মিলন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মারা যান, তখন আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল আঠারো বছর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ জনৈকা মহিলা বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে। তার জানাযাও পড়ানো হয়েছে। আত্মহত্যাকারীর জানাযার হুকুম কি?

-শফীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়তেন না। বরং অন্যদের পড়তে বলতেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৫১, ১৮৫৬)*। বর্তমানে কোন ইমাম বা কোন পরহেযগার ব্যক্তি (সতর্ক করার জন্য) নিজে জানাযা না পড়িয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারা পড়াতে পারেন *(দ্রষ্টব্যঃ মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ২৬/২০১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ আমি মাগরিবের ছালাত কারণবশতঃ পড়তে পারিনি। এশার জামা'আত আরম্ভ হ'লে আমি কোন ছালাত আগে আদায় করব?

-সেকান্দার আলী
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবে। অতঃপর মাগরিবের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। আলোচ্য হাদীছে ঐ ফরয ছালাতকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'ল।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আগে না জিনকে আগে সৃষ্টি করেছেন? মানুষ ও জিনের খাদ্য কি একই?

-খুরশেদ আলম
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ২৭)*। মানুষ ও জিনের খাদ্য এক নয়। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের খাদ্য হচ্ছে, হাড়, গোবর ও কয়লা *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তুহুরে দুই তালাক দিয়েছে। ৩য় তালাক দেওয়ার নিয়ত করেছে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেনি। এখন সে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে কি?

-মীযানুর রহমান
দুর্গাপুর, আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় দুই তালাক হয়েছে। তালাকের নিয়ত করলেও মুখে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক হয় না। সুতরাং সে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(আবুদাউদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২, ৭৩; দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' পৃঃ ৩৪-৪০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজ কি আল্লাহর বান্দা?

-আব্দুল গাফফার
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০ 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালের আলামত ও দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ)*। তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল। নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাতহুল বারী ১৩/১২১ পৃঃ, 'ইয়া'জূজ মা'জূজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ গণকের কাছে গমন করা ও তার কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-ইয়াহইয়া
ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'গণক' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল' *(ছহীহ আবুদাউদ ২/৫৪৫ পৃঃ সনদ ছহীহ, 'গণক ও কুফল' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে, কথাটি কি সঠিক?

-রবীউল ইসলাম
চন্দনপুর, ঝগড়ারচর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে এবং উক্ত কর্মকে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ)*। সদাচরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের বয়স ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় *(বুলূগুল মারাম হা/৪৫৪)*। এর অর্থ হ'ল, কল্যাণ ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকা, যাতে বরকত প্রদান করা হয় *(ইত্তেহাফুল কিরাম শারহু বুলূগুল মারাম হা/১৪৫৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে শরীরের ব্যথা সহ অন্য অসুখের জন্য ফুঁক দেওয়া যাবে কি?

-আসলাম
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যেকোন ব্যথা দূরীকরণের দো'আ রয়েছে। ওছমান ইবনু আবুল আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর থেকে দেহের এক স্থানে ব্যথার কষ্ট ভোগ করতেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করলে তিনি বলেন, ব্যথার স্থানে হাত রেখে তুমি তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ–

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ঐ বিষয়ের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি ভোগ করছি এবং আশংকা করছি'। তিনি বলেন, এটি করায় আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩ 'রোগীর দেখাশোনা' অনুচ্ছেদ 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈহিক কোন কষ্ট পেলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে নিজ দেহে বুলাতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ বিবাহের ওলীমার ন্যায় আক্বীক্বার দাওয়াত দেওয়া যাবে কি?

-ইমামুদ্দীন
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। এটা বর্তমান সমাজের প্রচলিত প্রথা মাত্র। ইবনু আবদিল বার্র ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

ولايدعى الرجال كما يفعل بالوليمة

'বিবাহের ওলীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ পৃঃ ৬০, 'আক্বীক্বার গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে আক্বীক্বার গোশত নিজে খাবে এবং গরীব মিসকীনসহ পাড়া প্রতিবেশীকে দান করবে *(ঐ, পৃঃ ৫৯; দ্রষ্টব্য ফেব্রুয়ারী ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৪/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দিলে কি ক্বিয়ামতের দিন গর্দান উঁচু হবে, নাকি এক ওয়াক্ত দিলেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে?

-আজমাল হোসাইন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ হাদীছে এক ওয়াক্ত বা পাঁচ ওয়াক্তের আযানের ফযীলতের কথা উল্লেখ নেই। বরং যারা মুওয়াযযিন হবেন তাদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মুওয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের গর্দান অন্য মানুষের চেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় জিহ্বা নাকি বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল হামীদ
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'সেদিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*। অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা এসেছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে (নূর ২৪)। কেউ কোন কথা লুকাতে পারবে না *(নিসা ৪২)*। সুতরাং শুধু জিহ্বাই নয়, বরং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সেদিন বান্দার শরী'আত বিরোধী কর্মের সাক্ষ্য দিবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?

-আব্দুল কাফী
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'লে দিনে পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তন্দ্রা বা ঘুমের কারণে রাতের ছালাত আদায় করতে না পারলে দিনে আদায় করতেন' *(তিরমিযী হা/৪৪৩ সনদ হাসান ছহীহ)*। তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে আদায় করা মুস্তাহাব *(তোহফা ২/৪৩০ পৃঃ)*। এর অর্থ এই নয় যে, না পড়লে পাপ হবে। পড়া ভাল, না পড়লে গোনাহ হবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আমার পীঠের ডান সাইডে কিছু লোম আছে সেগুলি তুলা যাবে কি?

-আলমগীর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এধরনের লোম তুলতে শরী'আতে নিষেধ নেই। যেমন গোঁফ কেটে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬০ 'সুন্নাহকে সৌন্দর্য করনে' অধ্যায়)*। মাথার চুল কাটা যায় *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩)*। গুপ্তাঙ্গের লোম কেটে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)*। বগলের লোম তুলে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৫)*। দাড়ি ছাড়তে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)*। চোখের ভ্রূ কেটে ও তুলে চিকন করা যাবে না *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫১১৪)*। এছাড়া অন্যান্য লোমের ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। কাজেই সেগুলি কাটা ইচ্ছাধীন বিষয়।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ আয়েশা (রাঃ) হাফসা (রাঃ)-এর একটি পাতলা ওড়না ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত কথাটি কি সত্য?

-মুহাম্মাদ জাবের আলী
কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণনাটি সত্য। হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একটি পাতলা ওড়না পরে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি

রেগে ওড়নাটি দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৭৫ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া নাকি উচিৎ নয়? একথা কি হাদীছে আছে, না মানুষের কথা?

-আব্দুল হান্নান
বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'কৃপণতা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, সুস্থ সবল দেহী মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয় এবং পেশাদার ভিক্ষুক থেকে সাবধান থাকা উচিত হবে। তবে ভিক্ষুককে ধমকানো যাবে না ভালভাবে বিদায় দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ জনৈক বক্তা তার বক্তব্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মধ্যস্থানে ছিলেন। তিনি এটাকে হাদীছ বলেছেন। এর সত্যতা জানতে চাই এবং আরবী অংশটুকু উঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

-আব্দুল ওয়াদূদ
দক্ষিণ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি একটি মিথ্যা বা জাল হাদীছের অংশ বিশেষ। আরবী অংশটুকু হচ্ছে-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلاَ آدَمَ وَلاَ مَاءَ وَلاَ طِيْنَ-

অর্থঃ 'আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মাঝে ছিলেন। আমি তখন নবী ছিলাম যখন না ছিল আদম, না ছিল পানি, না ছিল কাদা' *(সিলসিলা যঈফাহ ১/৪৭৩ পৃঃ, হা/৩০২ ও ৩০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ মুরব্বীদের অন্যায় কর্মের প্রতিকার করতে কি ভয় করা ঠিক হবে?

-এনামুল হক
[illegible] মল্লিক পাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

[illegible] দেখে মুরব্বীদের অন্যায় কর্মের [illegible] করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ভীত হওয়া চলবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৫৬৪; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে, যখন সে হক জানতে পারবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ মিশকাত ও আবুদাউদে বর্ণিত একটি হাদীছে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। অতএব আমাদের পিতার কসম খেতে অসুবিধা কি?

-রফীকুল ইসলাম
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'বাধ্যগত অবস্থায় খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। বর্ণনাকারীদের মধ্যে উক্ববা বিন ওয়াহহাব নামক জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। তার বর্ণিত হাদীছ সঠিক নয় *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৭)*। উপরন্তু হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতা-মাতার নামে কসম করতে। অতএব যে, ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। সুতরাং পিতা-মাতার কসম খাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ ক্বিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে ৫০ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ হবে, ব্যভিচার চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে। এটি কোন হাদীছ কি?

-আব্দুল হক
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, (১) ইলম উঠে যাবে ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে (২) যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে (৩) মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে (৪) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি ৫০ জন মহিলার জন্য অভিভাবক হবে মাত্র একজন পুরুষ। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইলম কমে যাবে ও মূর্খতা প্রকাশিত হবে' অর্থাৎ সর্বত্র মূর্খতা বিজয় লাভ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২০৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ একজন ব্যক্তি কত মাইল অতিক্রম করার পর মুসাফির হয়?

-হাফেয শহীদুল ইসলাম
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছে সফরের দূরত্বের ব্যাপারে কোনরূপ নির্ধারিত সীমা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সফরের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সফর হিসাবে গণ্য করা যায় এরূপ সফরের নিয়তে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে কিছু দূর গেলেই ক্বছর করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত*

হা/১৩৩৬, ১৩৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২১৩, ২১৪ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১০৪ পৃঃ।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ মধ্যবয়সী সুস্থ মহিলারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম। কিন্তু এতে স্বল্প আয় হয়। ফলে তারা দারিদ্রতার ভয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছে। এমন মহিলাদের ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম (এফবাড়ী), কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিশেষ কোন কারণ ছাড়া সক্ষম ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়। কেননা শরী'আত যে তিন ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে বৈধ করেছে উল্লিখিত মহিলারা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ভিক্ষাবৃত্তি তিন ধরনের লোক ব্যতীত কারও জন্য জায়েয নয়ঃ (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের যামিন হয়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল যতক্ষণ না সে উহা পরিশোধ করে (২) যে ব্যক্তির উপর কোন বিপদ পৌঁছেছে এবং তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল, যতক্ষণ না সে আবশ্যক পূর্ণ করবার মত অথবা বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমনকি যাতে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা হালাল, যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৩৭, 'যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল নয় এবং যার পক্ষে হালাল' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ভিক্ষুক হক্বদার হ'লে তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করা, আর না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। অন্যথায় হক্বদার না হ'লে তাকে ধমক না দিয়ে নরম ভাষায় অর্থোপার্জনের বিভিন্ন পথ দেখিয়ে দেওয়া বাঞ্ছণীয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ আমরা আলেমদের মুখ থেকে শুনতে পাই যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ১৮০০০ মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। তার প্রথম এবং শেষ মাখলুকাত কোনটি।

-মুহাম্মাদ মুখতার হুসাইন
কাছিকাটা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমনঃ মুক্বাতিল বলেন, মাখলূকাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ-এর মতে ১৮০০০ প্রভৃতি। তবে কা'বুল আহবারের মতে, আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২৬; সূরা ফাতেহা 'রাব্বিল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক মাখলূক্বাতের সংখ্যাই বুঝানো হয়েছে। কারণ বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মাখলূক্বাতের সংখ্যা সন্ধান করতে গিয়ে পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাযার দুই'শ' পঁচিশ প্রকার মাখলূক্বাত পেয়েছেন *(জীবন বৈচিত্র্য সহায়ক নির্দেশিকা, পৃঃ ৩৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নে'মত দান করেছে তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না *(নাহল ১৮)*। অতএব, উল্লিখিত বর্ণনাটি কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। মাখলূক্বাতের মধ্যে সর্বপ্রথম মাখলূক্বাত হ'ল কলম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৪, সনদ ছহীহ, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ)*। আর শেষ মাখলূকাত সম্পর্কে জানা যায় না। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ বিবাহে উভয় পক্ষের অলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ করে বিবাহ পড়ানো কতটুকু শরী'আত সম্মত? খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর যে বিবাহ হয়েছিল তাতে কি কোন অলী ছিল? কোন নিয়মে বিবাহ পড়ালে বিবাহ ছহীহ হাদীছ অনুসারে হবে?

-রুহুল আমীন
রাধাকানাই, ফুরকানাবাদ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ অলী মওজুদ থেকে উকিল দ্বারা বিবাহ সম্পাদনের যে পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু আছে তা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নয় *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। কারণ অলীর উপস্থিতিতে উকিলের কোন প্রয়োজন নেই। বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতিঃ মেয়ের অলী তার সম্মতি নিয়ে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বরের সামনে বলবে, আমি আমার মেয়েকে এতটাকা দেন মোহরের বিনিময়ে তোমার নিকটে সোপর্দ করলাম এবং বর বলবে আমি কবুল করলাম, তাহ'লে বিবাহ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হবে। উল্লেখ্য, বরের জন্য অলীর প্রয়োজন নেই। তবে মেয়ের জন্য অলী আবশ্যক। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, সনদ ছহীহ হা/৩১৩১ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*। খাদীজার বিবাহের অলী ছিলেন তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ *(আল-বেদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৭৪ পৃঃ, 'খাদীজার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ' অনুচ্ছেদ)*। আর খাদীজার বিবাহের উকিল ছিল মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ طلب العلم فريضة على كل مسلم উল্লিখিত হাদীছটি ছহীহ না যঈফ? যদি যঈফ হয় তাহ'লে কোন দলীলের আলোকে জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

-আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটিকে কিছু ইমাম যঈফ বললেও ইমাম সয়ূতী ৫০টি সনদে বর্ণনা করে হাদীছটিকে ছহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেয ইরাক্বী বলেন, কিছু মুহাদ্দিছ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং অনেকেই ইহাকে হাসান বলেছেন *(তাহক্বীক মিশকাত ১/৭৬ পৃঃ, হা/২১৮-এর ব্যাখ্যা ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৪)*। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বইপুস্তকে উক্ত হাদীছের শেষাংশে 'ওয়া মুসলিমাতিন' যোগ করা হয়েছে। মূলতঃ এর কোন ভিত্তি নেই *(তাহক্বীক মিশকাত ১/৭৬ পৃঃ, হা/২১৮-এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সম্পর্কে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর, অন্যতম গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি, দেশের বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ আন্দোলনের নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম আযীযুল্লাহকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২-টায় কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গত ২৪/০২/২০০৫ইং তারিখ থেকে অদ্যাবধি দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক সমূহে আক্রমণাত্মক ও মানহানিকর শিরোনাম সহ খবর প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে আমাদের কিছু কথা।-

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশের একটি নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনের নাম। এই সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। এ সংগঠনের যুব শাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সুশৃংখল এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি সংগঠন' মহিলা ও শিশু-কিশোরদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সকল সংগঠনের কেন্দ্র রাজশাহীতে অবস্থিত।

যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মূলতঃ এ আন্দোলনের দাওয়াত। আমাদের কোন কার্যক্রম গোপনীয় নয়। সবকিছুই প্রকাশ্য। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত তেইশের অধিক বই বর্তমানে বাজারে বেরিয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে। এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশের পথে। আমাদের প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** (রেজিঃ রাজ ১৬৪) বিগত সেপ্টেম্বর'৯৭ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ায় আমাদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমাও প্রকাশ্য। যা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে প্রায় লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাগম হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত আমরা এ পর্যন্ত দেশে বহু মসজিদ, মাদরাসা, নলকূপ, ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা ছাড়াও দুস্থ মহিলা ও শিশুদের নিঃস্বার্থ সেবা-পরিচর্যার মাধ্যমে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্নমুখী ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রেখে চলেছি। আমাদের সংগঠনের ফাণ্ড কর্মীদের আয়ের ২% এবং নিয়মতান্ত্রিক মাসিক এয়ানত, যাকাত, ওশরসহ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ধার্যকৃত চাঁদাসমূহ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, আমরা কোনরূপ রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রমের সাথে জড়িত নই। আমরা যেকোন নেগেটিভ মুভমেন্ট বা চরমপন্থী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কথিত জঙ্গীবাদ ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। জঙ্গীবাদ ও জিহাদ কোনদিন এক নয়। 'জিহাদ' আরবী পরিভাষা। যার অর্থ সার্বিক প্রচেষ্টা। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অন্যায়ের বিপরীতে ন্যায়ের সংগ্রাম এ তো চিরন্তন। এই স্বাভাবিক প্রয়াসের সাথে আইনকে নিজ হাতে তুলে নেওয়া, জনমতের তোয়াক্কা না করা, সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকে আতংকিত করার চরমপন্থী অপপ্রচেষ্টা কখনো জিহাদ নয়।

প্রচলিত জঙ্গীবাদ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যঃ

প্রচলিত জঙ্গীবাদকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। সেকারণে আমরা পত্রিকান্তরে উক্ত বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এর ঘোর বিরোধিতা করে আসছি। আমাদের লেখনী ও বক্তব্য এদের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার। যার দু'একটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) ১৩/০৮/২০০০ তারিখে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০নং পত্রে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। ... কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই'।

(২) ৯/১১/২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, 'এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী, চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নেই। এসব দলের সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যেকোন স্তরের, যেকোন ব্যক্তি, যেকোন সময়ে সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবেন'।

(৩) মুহতারাম আমীরে জামা'আত রচিত এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী যোশে উদ্বুদ্ধ-সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।

(৪) একই বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যে কোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ'। উল্লেখ্য, তাঁর রচিত সমস্ত বইগুলিই জঙ্গীবাদী তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

(৫) আমাদের মুখপত্র মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নোত্তরে' আগষ্ট ২০০০ সংখ্যায় (প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪) এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পরিশেষে দেশের একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক, সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক, জাতীয় ভিত্তিক একটি সংগঠনের আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** ব্যক্তিগতভাবে কলংকিত করার অপচেষ্টায় বিভিন্ন মিডিয়ার কুরুচিপূর্ণ, বল্গাহীন অপবাদ আরোপ করা এবং ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা অভিযোগ এনে গ্রেফতার করায় আমরা এবং দেশের জ্ঞানী মহল সহ ইসলাম দরদী মানুষ গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা মনে করি দেশের বাম ও বামঘেঁষা কিছু পত্র-পত্রিকা ও রাষ্ট্র বিরোধী একটি চিহ্নিত মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারণার ফলশ্রুতিতে আজ দেশের খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিগণকে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে ইসলামের ভাবমূর্তিই শুধু ক্ষুণ্ন করা হচ্ছেনা, সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি কামনা করছি এবং প্রকৃত অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার কামনা করছি।

দৈনিক ইনকিলাবঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ